www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201906
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

Sree Sai Enterprise
Mineral & Packaging Drinking Water Wholesales
131 K.N.C. Road, Haritala Colony
Barasat : Kolkata 700124
Mob: 7278275377 / 8981119252
অনুষ্ঠান বাড়িতে ২০ লিটারের জার ও পেট বোতল সরবরাহ করা হয়।
বি: দ্র: এখানে Fruty এবং Appy পাওয়া যায়

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ৩ অগ্রহায়ণ – ৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৩ ঃ ১৯ নভেম্বর – ২৫ নভেম্বর, ২০১৬

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 5, 19 November - 25 November, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দুর্নীতির টুইন টাওয়ারে স্বচ্ছতার ধাক্কা

ওঁকার মিত্র

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় কংগ্রেসের গর্ব পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু নাকি বলেছিলেন দুর্নীতিগ্রস্ত কালোবাজারিদের ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দেবেন। স্বাধীনতার ৭০ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। বাস্তবে কি ঘটেছে ভারতবাসী তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। নেহেরু থেকে মনমোহন কংগ্রেস কখনও এককভাবে আবার কখনও জোটের নামে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ভারতে ক্ষমতা দখল করেছে। অথচ ল্যাম্পপোস্টে ঝোলানো তো দূরের কথা কালোবাজারিরাই ভারতীয় অর্থনীতির নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিয়েছে। সমান্তরাল কালো অর্থনীতি গ্রাস করেছে ভারতকে। বরং জাতীয় কংগ্রেস নামক মঞ্চটি শতধা বিভক্ত হয়ে নিজেদের দেউলিয়া করে তুলেছে।

কংগ্রেসের পুঁজিপতি সখ্যতা যত বেড়েছে ততই সুর চড়িয়েছে এদেশের কমিউনিস্টরা। পুঁজিপতি, কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে স্লোগান, ব্যানার, পোস্টারে আকাশ–বাতাস মাতোয়ারা করে তুলেছে বামেরা। এমনকি কংগ্রেসকে পুঁজিপতিদের দালাল আখ্যা দিয়ে তাদের মুখোশ খুলে দিতেও কসুর করে নি। এত বোলচালের পর এই বামেরাই যখন কয়েকটি রাজ্যে ক্ষমতায় এল তারাও ধীরে ধীরে পুঁজিপতি কালোবাজারিদের ধামাধরা শাসকে পরিণত হল। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যেখানে বামেদের শাসন ফুলে ফলে সবচেয়ে পল্লবিত হয়েছিল সেই পশ্চিমবঙ্গে তাদের পতন হল এক পুঁজিপতির স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে। এখনও মনে আছে ১৯৭৭ সালে বাংলার বুকে যখন বামেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হল তখন প্রায় প্রত্যেকদিন সর্বহারার নেতারা বলতেন এদেশে বিকল্প অর্থনীতির খোঁজ দেবে বামেরা, যেখানে সাম্যবাদের বীজ নিহিত থাকবে। এরপর কি হয়েছে সবাই জানে। পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ পিছিয়ে পড়া ঋণগ্রস্ত একটি রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

এরপর বঙ্গাকাশে ৩৪ বছরের জগদ্দল বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে বঙ্গকন্যা লড়াকু প্রতিবাদী অতিসাধারণ ঘর থেকে উঠে আসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আবির্ভাব ঘটেছে। শাসনকালও পাঁচ বছর অতিক্রম করেছে। এই কয়েক বছরে নানা জনমুখী কাজের সাফল্য যেমন তাঁর সুনাম বাড়িয়েছে তেমনি তাঁর দলের গায়ে সেঁটে গিয়েছে কালোবাজারি চিটিংবাজদের সঙ্গে আঁতাতের কালো দাগ। তাঁরই দলের বিধায়ক–সাংসদরা জেল খেটেছেন। সিবিআইয়ের কোপে পড়েছেন। এমনকি রাজ্যে নির্বাচনের আগে চারদিকে জনসভা করে তাঁর সৎ–স্বচ্ছ ভাবমূর্তি প্রচার করতে হয়েছে। এখনও মাঝে মধ্যেই তাঁর দলের নেতারা সিবিআই–এর ডাক পাচ্ছেন। প্রমাণ করতে হচ্ছে তাঁদের সঙ্গে চিটফান্ডের যোগাযোগ নেই, তাঁরা নির্দোষ। সারদা চিটফান্ডের বিড়ম্বনা কাটতে না কাটতেই নারদা স্ট্রিং অপারেশনে উঠে এসেছে তৃণমূল নেতা নেত্রীদের নগদ অর্থ নেওয়ার ভিডিও ফুটেজ যা এখনও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়নি।

কংগ্রেস থেকে বাম। বাম থেকে তৃণমূল। গ্রামে গঞ্জে অভিজ্ঞতা একই। যাদের দিন আনা দিন খাওয়ার পয়সা ছিল না তারা রাতারাতি বাড়ি–গাড়ি–বিপুল ধনসম্পদের অধিকারী হয়ে উঠেছে কোনও স্থায়ী রোজগার ছাড়াই। কিভাবে? প্রশ্ন করলেই সাধারণ মানুষ মুখে কুলুপ দেন জীবনহানির ভয়ে। উত্তর মেলে ক্ষমতা বদল হলে। বামেরা ক্ষমতায় আসার পর বহু কংগ্রেস নেতা কাঠগড়ায় উঠেছেন হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তি রাখার অপরাধে। আবার ঠিক একইভাবে তৃণমূল ক্ষমতায় আসতেই সিপিএম নেতাদের মুখ লুকোতে দেখা গেছে। এখনও বর্তমান শাসক দলের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ গ্রামে গঞ্জে কান পাতলেই শুনতে পাওয়া যায়।

ভারতের নেতা নেত্রীদের এই থোড়বড়ি খাড়া আর খাড়াবড়ি থোড় রাজনীতি দেখে দেখে মানুষ যখন ধরেই নিয়েছে এদেশে শাসক পাল্টাবে কিন্তু তাদের অবস্থা পাল্টাবে না তখনই এক টুকরো ঠান্ডা বাতাস বয়ে এল বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে। ফের ৯/১১–র বিস্ফোরণ। এবার টার্গেট ভারতীয় অর্থনীতির টুইন টাওয়ার–কালো টাকা ও জাল নোট। ৫০০ ও ১০০০ টাকার চলতি নোট বাতিল করে এক ধাক্কায় দুটি টাওয়ারই গুঁড়িয়ে দিয়েছে তীব্র বাতির বিষ্ফোরক প্লেনটি যার নাম ‘নমো’। আর এতেই ভারতীয় রাজনীতির বিরোধী শক্তি একেবারে টালমাটাল অবস্থায়।

জাতীয় দল হিসাবে কংগ্রেস, সিপিএম সহ আঞ্চলিক দলগুলি কালো টাকার বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের এই পদক্ষেপে অস্তিত্ব সংকটের মুখে। নরেন্দ্র মোদি যদি সত্যি তাঁর এই পদক্ষেপে ভারতের অর্থনীতিকে ঐতিহাসিক মোড় দেন তাহলে অন্য দলগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় একে অপরের হাত ধরতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। যে জনগণ শত কষ্ট সহ্য করেও এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাচ্ছে তাদের দুঃখে কুম্ভীরাশ্রু ফেলতে শুরু করেছে কংগ্রেস সহ অন্যান্য দলগুলি। এর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লি গিয়ে সকলকে একজোট করে মোদির বিরুদ্ধে শেষ চেষ্টা করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন তিনি। ফেডারেল ফ্রন্ট গড়তে ব্যর্থ মমতা এবার এক ব্ল্যাক ফ্রন্ট গড়তে উদ্যোগী হয়েছেন যা তাঁকে ক্রমশ আত্মহননের পথে নিয়ে চলেছে। এমনই মত অর্থনীতিবিদ থেকে বাজার বিশেষজ্ঞদের। কয়েকদিন বাদে ভারতীয় অর্থনীতি শান্ত, স্বচ্ছ হবে। বিরোধী দলগুলি এই অর্থনীতিতে আদৌ অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে কি সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

ঘেরাও আধিকারিকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাথরপ্রতিমা : ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে মজুরি না পাওয়ার পাশাপাশি ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক ও সহায়ককে দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও করে রাখলেন শ্রমিকরা। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুরে পাথরপ্রতিমা ব্লকের দক্ষিণ রায়পুর পঞ্চায়েতের পীরপুরে। বেলা ১২টা থেকে ২ ঘন্টা আটকে রাখা হয় আধিকারিকদের। পরে দ্রুত মজুরি মেটানোর আশ্বাস দিলে আধিকারিকদের ছেড়ে দেন শ্রমিকরা। এই প্রকল্পে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও সুপারভাইজারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন শ্রমিকরা। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মুনমুন দাস বলেন, ‘এই কাজে কোনও দুর্নীতি হয়নি। এই কাজের মাস্টার রোল জমা পড়ে গিয়েছে। পঞ্চায়েতে টাকা এলেই প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়া হবে।’ পীরপুর মোড় থেকে দেড় হাজার ফুট একটি রাস্তা সংস্কারের জন্য ১০০ দিনের প্রকল্পে শ্রমিকরা কাজ করেন। গত ৬ মাস আগে এই কাজ হয়। কিন্তু দেড় হাজার ফুটের মধ্যে মাত্র ১০০ ফুট রাস্তা হওয়ার পর সুপারভাইজার ও পঞ্চায়েত সদস্যরা কাজ বন্ধ করে দেন। এরপর আর কাজ হয়নি। শ্রমিকরাও কোনও বেতন পাননি।

এদিন দুপুরে পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক সুমন সরকার ও সহায়ক অভিজিৎ মাহাতো রাস্তার কাজ পরিদর্শন করতে আসেন। আধিকারিকদের গ্রামে আসার খবর পেতেই স্থানীয় শ্রমিকরা ঘিরে ধরেন তাঁদের। তারপর মজুরি না পাওয়ার কথা জানান। এরপর পাঁচের পাতায়

টাকা সাদা করার ফন্দি ফিকির

কুনাল মালিক

গত ৮ নভেম্বর পুরানো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সারা দেশে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পরে কালো টাকার মালিকরা বেকায়দায় পড়ে যায়। কিন্তু দুদিন ধাক্কা সামলে নিয়েই জেলা জুড়ে কালো টাকা সাদা করার নানা ফন্দি ফিকির বেরিয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে যাদের কাছে মজুত বেআইনি ৫০০ ও ১০০০ টাকার বান্ডিল আছে। প্রথম পর্যায়ে ৪০০০ টাকা ভাঙানো যাচ্ছিল নির্দিষ্ট ফর্ম ফিলাপ করে। গত ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাঙ্কে লম্বা লাইন চোখে পড়েছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের লাইনে ভোর থেকে পুরুষ–মহিলারা লাইন দিয়ে নোট পরিবর্তন করেছে। জানা গেল মেটিয়াবরুজ, সন্তোষপুর–আক্রা এলাকার ওস্তাগর বা কমিশনের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা সাদা করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নোট ভাঙিয়ে বেকার যুবক–যুবতী–গৃহবধূরা বেশ কয়েক হাজার টাকা কামিয়েছেন। রাজ্যের বেশ কিছু থানা এলাকায় এখনও পর্যন্ত নোট ভাঙানোর পর হাতে কালি দেওয়া হচ্ছে না। সেই সুযোগে এখনও বিভিন্ন ব্যাঙ্কের লাইনে একই ব্যক্তি বার বার টাকা ভাঙাচ্ছেন। বেশ কিছু সরকারি হাসপাতালে জমা হওয়া খুচরা টাকা নিয়ে ৫০০ ও ১০০০ টাকা জমা দিয়ে ডাক্তার ও শাসক দলের রাজনৈতিক ব্যক্তি ও নেতারাও নাকি কালো টাকা সাদা করেছেন বলে সূত্রের খবর। এরপর পাঁচের পাতায়

নোটের ডামাডোলে সমুদ্রে মাছ ধরা বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : বাতিল নোটের জেরে মাছের বাজারে বিক্রির ডামাডোলে নতুন করে সমুদ্রে যাওয়া বন্ধ করল মৎস্যজীবী ট্রলার। গত এক সপ্তাহ ধরে মাছ বিক্রি করতে গিয়ে একাধিকবার বাধার মুখে পড়তে হয়েছে ট্রলার মালিকদের। মাছের দামও কমেছে হু হু করে। সময় মতো মাছ বিক্রি না হওয়ায় নষ্ট হয়েছে প্রচুর দামি মাছ। সব মিলিয়ে নতুন করে আর্থিক ক্ষতির মুখে না পড়ার জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ট্রলার মালিকরা। এখনও কয়েকশো ট্রলার সমুদ্রে থেকে গিয়েছে, দ্রুত সেই ট্রলারগুলোও ফিরে আসছে বলে মৎস্যজীবী সংগঠনের পক্ষে জানানো হয়েছে। এই ভরা মরশুমে সঙ্কটে লক্ষাধিক মৎস্যজীবী সহ বরফকল মালিক, শ্রমিক ও আড়তের সঙ্গে যুক্ত হাজার দুয়েক শ্রমিক কর্মচারি। পাশাপাশি রাজ্যের বাজারে সামুদ্রিক মাছের যোগানও পুরোপুরি বন্ধ হতে চলেছে। কাকদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, রায়দিঘি, বকখালি সহ এই জেলার ৪ হাজারের কাছাকাছি ট্রলার, ট্রেলি ও ভুটভুটি এই সময় সামুদ্রিক মাছ ধরে। নভেম্বর থেকে সমুদ্রে প্রচুর দামি সামুদ্রিক মাছ পমফ্রেট, তেলিয়া, ভোলা পাওয়া যায়। একবার সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে প্রতিটি ট্রলারের জ্বালানি ডিজেল, বরফ, মৎস্যজীবীদের খাওয়া ধরলে খরচ কমবেশি ১ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। কিন্তু ধরা মাছ বিক্রি করতে গিয়ে বাতিল নোটের জেরে বাধা পেতে হয়েছে। যেমন, সোমবার নোটের জোগান না থাকায় ডায়মন্ডহারবার নগেন্দ্রবাজারে আড়তে মাছ কেনাবেচা পুরোপুরি বন্ধ ছিল। পরে সমাধান সূত্র মিললেও মঙ্গলবার আড়তের শ্রমিকরা বেতন বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলনের জেরে শ্রমিকরা গাড়ি থেকে মাছ আনলোড না করে অচল করে দেন আড়ত। প্রায় ২০০’র বেশি ম্যাটাডোর, ছোট হাতি ভর্তি মাছ আড়তের সামনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। খবর পেয়ে ডায়মন্ডহারবারের মহকুমা শাসক শান্তনু বসু প্রচুর পুলিশ নিয়ে এসে প্রায় একপ্রকার জোর করে মাছ আনলোড করায় শ্রমিকদের। পরে গভীর রাতে মাছ বেচাকেনা শুরু হয়। এই ঘটনার পর ট্রলার মালিকরা আরও শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

সুন্দরবন সামুদ্রিক মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, ‘প্রচুর লোকসানের মুখে পড়ে ট্রলার নতুন করে মাছ ধরতে যাচ্ছে না। একটা ফলপ্রসূ সমাধান না মিললে ট্রলার সমুদ্রে যাবে না। এই পেশার সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত লক্ষাধিক মানুষ আজ কাজ হারাতে চলেছে।’ ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা শাসক শান্তনু বসু বলেন, ‘আড়তে কিছু শ্রমিক মজুরি বৃদ্ধির দাবি নিয়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন। আমরা রবিবার সব পক্ষকে নিয়ে একটি বৈঠক করব। কিন্তু শ্রমিক অসন্তোষের জেরে মাছ বিক্রি বন্ধ করা যাবে না। বাতিল নোট সমস্যার জেরে একদিন বেচাকেনা বন্ধ থাকার পর আবার ডায়মন্ডহারবারের নগেন্দ্রবাজার মাছের আড়ত খুলে গেল। সোমবার বন্ধ ছিল এই পাইকারি মাছের বাজার। সমস্যা সমাধানে এদিন রাতে জরুরি বৈঠকে বসেন পাইকার, আড়ত মালিক ও ট্রলার মালিকরা। সেই বৈঠক থেকে সমাধান সূত্র বের করা হয়। আপাতত স্থির হয়েছে মাছ বিক্রির মোট টাকার ৭৫ শতাংশ পুরনো নোট ও ২৫ শতাংশ খুচরো ও নতুন নোটে দেওয়া যাবে। এই সূত্রে সব পক্ষ মেনে নেওয়া জট কাটে। অন্যদিকে আড়তে মাছ কেনাবেচা বন্ধের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সিটু সমর্থিত আড়ত শ্রমিক কর্মচারি সংগঠন আন্দোলনে নামে। মঙ্গলবার বিকেল থেকে লাগাতার মিছিল ও সভা করেন নেতৃত্ব। আপাতত মাছ কেনাবেচার সিদ্ধান্তে শ্রমিক কর্মচারিরা খুশিও।

এরপর পাঁচের পাতায়

প্রোমোটিংয়ে দাদাগিরি কাউন্সিলরের : অভিযোগ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিকা অমান্য করেও বিভিন্ন পুরসভার ওয়ার্ড কাউন্সিলররা অবৈধভাবে জমি দখল ও বাসিন্দাদের হেনস্থা এখনও জারি রেখেছেন। নেত্রীর নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই জুলুমবাজি কর্মকান্ড যে এখনও চলছে, তারই এক জলজ্যান্ত উদাহরণ হল উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণ দমদম পুরসভা। এই পুরসভার অন্তর্গত দশ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দার জমি সমস্যায় নাম জড়ালো পার্শ্ববর্তী নয় নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সুরজিৎ রায়চৌধুরীর। যে জমিটি নিয়ে সমস্যা, সেই জমিটি দক্ষিণ দমদম পুরসভার দশ নম্বর ওয়ার্ডের সীমানায় অবস্থিত। এই জমির মূল মালিক প্রয়াত গোপাল চন্দ্র দাস। বর্তমানে জমিটির ভিটে বাড়িতে বাস করেন গোপালবাবুর স্ত্রী শান্তি দাস। বয়স্কা এই মহিলা বর্তমানে অসুস্থ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাজ্য সরকারের উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন দফতরের কর্মীরা সম্প্রতি জমিটি মাপতে যান। তাদের সাথে আদেশনামাও ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে শান্তিদেবীর পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তারা কোনও পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য ছাড়াই জমি মাপতে এসেছেন। আর এই কর্মীদের সাথে রীতিমতো ঘনিষ্ঠ ও উপযাজকের ভূমিকায় দেখা গেল নয় নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সুরজিতবাবুকে। এই জমি মাপের ব্যাপারে শান্তিদেবীর পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করা হয়। পরিবারের বক্তব্য, এই কমিটি নিয়ে আইনি লড়াই চলছে। যা বারাকপুর আদালতে বিচারাধীন।

এছাড়াও জমিটির উপর ১৪৪ ধারা জারি আছে। এহেন অবস্থায় রাজ্য সরকারের কর্মীরা কি করে জমি জরিপ করতে আসেন? এই প্রশ্ন তুলেই তারা প্রতিবাদ করেন। এই প্রতিবাদ করার সাথে সাথেই সুরজিতবাবুর বাহিনী অসুস্থ শান্তি দাস ও তার পরিবারসহ বাড়িটির উপর চড়াও হয়। এবং বাড়ি ভাঙচুর করে। এই মর্মেই শান্তিদেবী ও তার পরিবারের অভিযোগ। এ বিষয়ে নয় নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সুরজিৎবাবুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘আমরা কোনও বাড়ি ভাঙচুর করিনি।

এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।’ জমিটি যে ওয়ার্ডের অন্তর্গত, সেই দশ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিল চন্দনরাণী পালকে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান এবং প্রতিবেদকের প্রশ্নের জবাব দেন না। কিন্তু এক ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হয়ে কেন অন্য ওয়ার্ডের বিষয়ে নাক গলাতে গেলেন সুরজিতবাবু? এ প্রশ্নের সাফ জবাব তার, ‘আমি কলোনি কমিটিতে আছি। এবং এটি কলোনির সমস্যা। তাই দেখতে এসেছি।’ কিন্তু জমিটি নিয়ে আদালতে আইনি লড়াই চলাকালীন এবং জমিটির উপর ১৪৪ ধারা জারি থাকাকালীন রাজ্য সরকারি দফতরের কর্মীরা কি করে জমি জরিপ করতে আসেন, এ নিয়ে এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় প্রোমোটিংয়ের যেভাবে বাড়–বাড়ন্ত চলছে তাতে নানারকম চক্রান্ত করে একে একে কলোনির জমি দখল করে প্রোমোটিং রাজ কায়েমের আশঙ্কাও করছেন শান্তিদেবী ও তার পরিবারসহ কলোনির অন্যান্য বাসিন্দারা।

বকখালিতে গ্রেফতার নারীপাচারকারী

মেহেবুব গাজী

মোটা টাকার মাইনের কাজ পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে অভাবী পরিবার থেকে নাবালিকাদের নিয়ে এসে ভিন রাজ্যে পাচারের অভিযোগে বকখালির এক হোটেলের ম্যানেজার ও কর্মীকে গ্রেফতার করল সিআইডি। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাতে বকখালির হোটেল ত্রিনয়নীতে তল্লাশি অভিযান চালায় সিআইডির আধিকারিকেরা। হোটেলের ঘর থেকে পাঁচ নাবালিকাকে উদ্ধারের পাশাপাশি হোটেলটিকেও সিল করে দিয়েছে সিআইডি। মোটা টাকার কাজ পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে এই হোটেলে আনা হয়েছিল বলে সিআইডিকে জানিয়েছে উদ্ধার নাবালিকারা। সিআইডি সূত্রের খবর, হোটেলের ম্যানেজার ও কর্মী ছাড়াও হোটেলের ঘরে মধ্যে থেকে আরও তিন অপরিচিত যুবককে গ্রেফতার করেছে সিআইডি। ধৃতদের বৃহস্পতিবার দুপুরে কাকদ্বীপ এসিজেএম আদালতে তোলা হলে হোটেল ম্যানেজার সঞ্জয় দাস ও কর্মী পিন্টু মাইতিকে সিআইডি হেফাজতের পাশাপাশি বাকি তিনজনের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। অন্যদিকে উদ্ধার পাঁচ নাবালিকাও এদিন আদালতে গোপন জবানবন্দি দিয়েছে বলে সিআইডি সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসায় এদিন সকাল থেকে আলোড়ন ছড়ায় নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ ও বকখালি এলাকায়। ঘটনায় ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, থানা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্ব অমরাবতী এলাকায় এই হোটেলটি লিজে নিয়ে চালাতেন স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। সিআইডি সূত্রের খবর, দক্ষিণ শহরতলির গড়িয়া ও সোনারপুর এলাকা থেকে অভাবী পরিবারের মেয়েদের টার্গেট করে মোটা টাকার মাইনের কাজ পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে এই হোটেলে আনা হত। তারপর তাদেরকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে হোটেলে দেহ ব্যবসায় লাগানোর পাশাপাশি কেরালা ও মুম্বইয়ে বিক্রি করে দেওয়া হত বলে অভিযোগ। এভাবে থানার নাকের ডগায় ফুলে ফেঁপে ওঠা অবৈধ ববসার কথা জানতে পেরে এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানারও দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তারপরও হোটেলে চলছিল রমরমিয়ে ব্যবসা। কোনও সুরাহা না মেলায় সেই সমস্ত বাসিন্দারা অভিযোগ জানিয়েছিলেন সিআইডির দফতরে। এরপর তদন্তে নামে সিআইডির আধিকারিকেরা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন রাতে সিআইডি তল্লাশি অভিযান চালায় হোটেল ত্রিনয়নীতে। দীর্ঘদিন ধরে এই হোটেলে দেহ ব্যবসার পাশাপাশি নারী পাচার চলছিল বলে সিআইডির দাবি। তবে হোটেলের লিজ হোল্ডার নলিনী দাস বলেন, ‘এই হোটেলের মালিক সোমা চট্টোপাধ্যায়। সেই মালিকের কাছ থেকে আমরা লিজ নিয়ে চালাচ্ছিলাম। কিন্তু লোকসান হওয়ায় হোটেল চালানোর জন্য ম্যানেজার সহ কয়েকজন কর্মচারির উপর দায়িত্ব দিয়েছিলাম। হোটেলে দেহ ব্যবসা ও নারী পাচারের ব্যাপারে কিছুই জানতাম না।’ অন্যদিকে জেলার এক পুলিশ কর্তা জানান, ‘অভিযোগ পাওয়ার পরও কেন ব্যবস্থা নেওয়া হল না। ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার ওসি–র ভূমিকা খতিয়ে দেখা হবে।’

এই সেই হোটেল

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : নোট বাতিল করে জাপানে যাওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

মোদিকে নানা উপহাস সহ্য করতে হয়েছে বিরোধী দলগুলির থেকে। কিন্তু এই যাত্রার সুফল মিলল। ভারত–জাপান পরমাণু চুক্তি হল অনেক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে। ভারতের বাজার খুলল জাপানে। এর সুফল ফলবে আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু চুক্তি বাস্তবায়নের পথেও।

রবিবার : কাশ্মীরের কুপওয়ারা সেক্টরে পাকিস্তানি হানায় ফের প্রাণ

গেল এক সেনা জওয়ানের। নাম হর্ষিত ভাদোরিয়া। হঠাৎ গুলিবর্ষণ শুরু করে পাক সেনা। যোগ্য জবাব দেয় ভারতও।

সোমবার : অপরাধ দমনে ফের আরও এক পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র।

এবার থেকে বিদেশে পালিয়ে গেলেও দেশে করা অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে সিবিআই। আবার দেশের বাইরে অপরাধ করলেও ব্যবস্থা নেওয়া যেত না। এবার কেন্দ্রের দেওয়া নতুন ক্ষমতায় তাও করতে পারবে সিবিআই।

মঙ্গলবার : জঙ্গি আতঙ্ক, কারফিউ, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের

পদচারণা সরিয়ে দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষা শুরু হল কাশ্মীরে। ৪৮ হাজার পড়ুয়া পরীক্ষা দিচ্ছেন। পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে পাঠক্রমের ৫০ শতাংশের উপরে।

বুধবার : সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়েছে। চলছে জোরদার নোট বিতর্ক। পয়লা

ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে বাজেট অধিবেশন। এবার এই অধিবেশন হবে অভূতপূর্ব। আলাদা করে থাকবে না রেল বাজেট। তার উপর নোট বাতিল। ক্লাইম্যাক্স তুঙ্গে ওঠার সম্ভাবনা।

বৃহস্পতিবার : দেশের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ কিডনি

প্রতিস্থাপনের জন্য ভর্তি হয়েছেন এইমসে। ৬৪ বছরের বিদেশমন্ত্রীর কিডনি প্রতিস্থাপন হবে। বর্তমানে ডায়ালিসিস চলছে।

শুক্রবার : নোট বাতিলের জের চলছে। একদিকে এই পদক্ষেপকে সমর্থন করে লাইনে জনতা অন্যদিকে

রাজধানীতে প্রতিবাদে উত্তাল বিরোধীরা। এর মধ্যে আঙুলে কালি দিয়ে নোট বদলের সিদ্ধান্ত। পেট্রল পাম্প থেকেও টাকা বদল করা যাবে জানালেন স্টেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান অরুন্ধতী ভট্টাচার্য। ● **সবজান্তা খবরওয়ালা**

ট্রাম্প ইস্যুর পাশাপাশি

নোট–কারেন্ট বইছে ভারতীয় বাজারে

প্রদীপ্ত দাস ও কালিদাস চক্রবর্তী

একেই বোধহয় বলে পুনর্মুষিকভব। অর্থাৎ ২০০১৬–র গোড়ার ফেব্রুয়ারি মাসে যে ভারতীয় বাজার ৭ হাজারের নিচে তলিয়ে গিয়েছিল সেটাই গত কয়েকমাসে এফআইআইদের হাত ধরে তুঙ্গে পোঁছায়। শুধু ওপরে ওঠাই নয়, ভারতীয় নিফটি এই কিছুদিন আগেও প্রায় ৯ হাজারের কাছে গিয়েছিল। একেবারে ২ হাজার পয়েন্ট রিকভার। সেই উর্দ্ধমুখী বাজার ফের নিম্নমুখী। প্রথমে মনে হচ্ছিল যে প্রধানমন্ত্রী মোদির নোট–বিপ্লবে হয়তো ভারতের বাজার ইতিবাচক ভূমিকাই গ্রহণ করবে। কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সারা দুনিয়ার অর্থ বাজারই কেমন যেন কম্পমান হয়ে উঠেছিল। ইউরোপ থেকে এশিয়া সব বাজার চলে এসেছিল পতনের লাল নিশানায়। এখানেই মোদিজির ৫০০–১০০০ পুরাতন নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত যেন অক্সিজেন জোগায় বাজারকে। সেদিনই অনেকটা ঘুরে দাঁড়ায় ভারতের বাজার। যদিও বিদেশি লগ্নিকারী বা এফআইআইরা তখন থেকেই বিক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। যত এই সপ্তাহটা এগোচ্ছে ততই পতনের মুখে ধাবিত হচ্ছে বাজার। এটাই বেজায় চিন্তায় ফেলেছে লগ্নিকারীদের। প্রথমদিকে মনে হচ্ছিল নিফটি বড়জোর ৮২০০ পর্যন্ত আসতে পারে। যেই নিফটি ৮২০০ ভাঙল গত মঙ্গলবার (১৫ নভেম্বর) তখন থেকেই ভীতির একটা রেশ ছড়িয়ে পড়েছে বাজারে। এখন মূল প্রশ্ন ৮ হাজারের সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট বাজার বজায় রাখতে পারবে তো? নাকি আরও নিচে যাবে বাজার? এর মীমাংসা হতে এখন কতদিন লাগবে কেউ বলতে পারে না। এমন হতে পারে, ভারতের নিফটি আগামী কদিনের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন নিম্নগামিতা কাটিয়ে উঠল। যদিও বিশেষজ্ঞদের একাংশ বলছেন আপাতত মাস তিনেক সন্ধিক্ষণের মধ্যে দিয়েই অতিক্রম করবে ভারতের শেয়ার বাজার। তার মাঝে আমেরিকায় ফেডের সুদ বাড়ানো এবং বাজেট পেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট রয়েছে। এরপর হয়তো প্রকৃত স্থিতাবস্থা খুঁজে পাবে বাজার।

সেই ২০১৫–র মার্চ মাসের শুরুতে বাজার নতুন উচ্চতা খুঁজে নিয়েছিল। নিফটি গিয়ে পৌঁছেছিল ৯১০০–তে। সেনসেক্সের ঠিকানা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৩০ হাজারের অনেক ওপরে। সেই বাজারেই হঠাৎ করে ছন্দপতন ঘটে।। যাকে বলে রীতিমতো বড়সড় কারেকশন। যাকে শুধু সংশোধনী বা শেয়ারের দামের কারেকশন বলা চলে না। একে আখ্যা দেওয়া যায় টাইম ফ্রেম কারেকশন বলেও। যার জেরে গত প্রায় দেড় বছর ভারতীয় বাজার নিম্নমুখী ছিল। নিফটি পড়তে পড়তে গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ লগ্নে এসে ৬৮০০–র কাছে পৌঁছেছিল। অনেক বিশেষজ্ঞই জানিয়েছেন ভারতের বাজার এবার বটম আউট বা তার তলদেশ নাকি খুঁজে পেয়েছে। এখন এই জায়গা থেকে আগামী দিনে ভারতের ইনডেক্স অনেক ওপরে যেতে পারে। এমনকি বেশ কিছুদিন আগে বাজারের যে ১০ হাজারের ঘরে যাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছিল তা সম্ভবপর হতেও পারে আগামী ২ বছরে। তাই এটাই হচ্ছে সঠিক সময়ে হাতের পুঁজি ভালোভাবে নিবেশিত করার। মানে যারা নতুন পা রেখেছেন বাজারে তাদের জন্য তো বটেই। আর যারা ফেঁসে রয়েছেন বিভিন্ন উচ্চতায় তারাও যদি ঠিকঠাক শেয়ার ধরে থাকেন তা হলে মূলধন ফিরে পাওয়া সম্ভব। এমনকি লাভের ঘরেও ঢুকে পড়তে পারেন।

তাও বলা যেতে পারে বেশ কিছুদিনের গুমোটভাবের পর ফুরফুর ভাব ফিরে এসেছিল বাজারে। কিন্তু এই সাময়িক উত্থান 'দো দিন কা চাঁদনি' কিনা তা নিয়ে বিস্তর জল্পনা রয়েছে। সেটাই কার্যত এখন ফলতে শুরু করেছে। ভারতীয় নিফটি সাত হাজার ভাঙার পর নিফটি যখন নিচে এসেছিল তখন অনেকে শঙ্কা প্রকাশ করেছিল যে ভারতীয় নিফটি না ৬ হাজারের কাছেপিঠে চলে আসে। এই জায়গা থেকেই বাজার ঘুরে দাঁড়ায় বাজার গত বাজেটের অব্যাবহিত পর থেকেই। একেবারে সাত–আটশো পয়েন্ট বাড়া নিফটির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বড় ব্যাপার।। শেয়ার বাজারের টেকনিক্যাল ভাষানুযায়ী এই ঘুরে দাঁড়ানো বা সাময়িক উত্থান 'ডেড ক্যাট বাউন্স' নাকি সত্যি সত্যি ইতিবাচক দিক নির্দেশ করছে তা জানতে অপেক্ষা করতেই হবে আগামী কয়েকদিন। এই সপ্তাহে বাজার হবে মাত্র চারদিন। মঙ্গল থেকে শুক্রবার পর্যন্ত। কিন্তু বিদেশিরা যেভাবে তাদের শর্ট কভার করে হাজার হাজার কোটি টাকার কেনাকাটা শুরু করেছিল তাতে ধরে নেওয়া হচ্ছিল সামনের দিকে বাজারের গতি উর্দ্ধমুখী থাকবে।

গতবারের পতনে নিফটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পড়েছিল ব্যাঙ্ক নিফটি। মোটামুটিভাবে সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাঙ্ক সকলেই ব্যাপকভাবে পড়েছে এই সময়কালে। সরকারি ব্যাঙ্ক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তাদের তৃতীয় কোয়ার্টারের রেজাল্ট চলাকালীন অনুৎপাদক সম্পদের পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায়। সেই পিএসইউ ব্যাঙ্ক হঠাৎ করেই তেজিয়ান হয়ে উঠেছে। যার জন্য মোদির নোট–বন্দিকে তারিফ জানাতেই হয়। অপরদিকে বাজারের পতন তথা ব্যাঙ্ক নিফটির কারেকশনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পতন ঘটেছে বেসরকারি ব্যাঙ্কেরও। সুতরাং ভারতীয় বাজারকে পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি অর্জন করতে হলে সবার আগে ব্যাঙ্ক নিফটিকে রুখে দাঁড়াতে হবে। সদর্পে গর্জন করে পুরো ভারতীয় বাজারের হাল ধরতে হবে। সেমিফাইনালে বিরাট কোহলির মতো ব্যার্থ হলে চলবে না, বরং বাজারের এই সন্ধিক্ষণে দেশের বুল রান তথা ষাঁড় দৌড়কে সচল রাখতে প্রধান ভূমিকা নিতে হবে ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক সংস্থার শেয়ারগুলিকে। এটাই এই মুহূর্তের সবথেকে বড় চাহিদা। না হলে মুখ থুবড়ে পড়তে সময় লাগবে না। আশার কথা সেই ব্যাঙ্কের হাত ধরেই এবার বাজার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে সামিল হয়েছে আরও এক মার খাওয়া কাউন্টার স্টিল বা ধাতু সেক্টর। উল্লেখযোগ্যভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে টাটা স্টিলের মতো বড় মাপের শেয়ার। তাছাড়া বহুদিন পেটাই খাওয়ার পরে ওষুধ কাউন্টারেও বইছে নব বসন্তের হাওয়া। এর আগে ভারতীয় নিফটি যখন ৮২০০–র ঘর ভেঙে দেয় তবে ৮ হাজারের ঘরেও তা দাঁড়াবে বলে মনে হচ্ছিল না। এখান থেকে সোজা চলে আসতে পারে ৭৮০০–র কাছেপিঠে। কারণ গত কয়েকমাসে দেখা গিয়েছে এই জায়গাটাই নিফটির সবথেকে বড় বেস বা ভিত। সেই সময় কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ তো এমন ধারণাও পোষণ করছিলেন যে ভারতীয় বাজার যদি সত্যি এই ধরনের বড় কারেকশনের মুখে পড়ে তাহলে সাত হাজারের কাছে চলে আসাটাও অস্বাভাবিক নয়। এটাও সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। এখানেই প্রমাণ করছে আর পাঁচটা বাজারের চেয়ে শেয়ারের বাজারের ধরণধারণই আলাদা। এখানে উত্থান বা পতনের পরিসীমা সম্পর্কে কারও ভবিষ্যৎবাণীই মেলে না। বাজার তার নিজের কক্ষপথে চলমান থাকে। যা সম্পূর্ণ নিজস্ব চিন্তাভাবনার ওপর বিচরণ করে। এইভাবেই শেয়ার বাজার নিজেকে অন্যান্য বাজার থেকে পৃথক করে থাকে। নিজস্ব অস্তিত্বের জানান দেয় বারংবার। মানে যখন সকলেই বাজার সম্পর্কে দারুণ বুলিশ হয়ে ওঠেন বা বাজারের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে ওঠেন তখন দেখা যায় বাজার পড়তে শুরু করে দেয়। আবার বাজার পড়তে থাকাকালীন পণ্ডিতেরা যখন বাজারের রসাতলে যাওয়া নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে তখন পালটে যায় প্রেক্ষাপট।

এই জায়গা থেকেই এখন সামনের দিকে চোখ রাখতে হবে লগ্নিকারীদের। কারণ এই মুহূর্তে সারা দুনিয়াতেই ভারতের বাজার সবথেকে বড় গন্তব্যস্থল। আপাতত বিদেশিরা হয়তো ডিসেম্বরের ছুটিতে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করছেন এমার্জিং মার্কেট থেকে তাদের কেনা শেয়ার বিক্রিবাট্টা করে। সেইজন্য বাজার এতটা নিচে আসছে স্বাভাবিক ছন্দেই। যার মধ্যে নোট ইস্যু এবং মার্কিন মুলুকের ট্রাম্পধ্বনী কিছুটা সঙ্গত করছে ঠিকই। তার মানে এই নয় যে সব এখানেই শেষ হয়ে গেল। বরং এখান থেকে ভারতের বাজার তেড়েফুঁড়ে বাড়তেই পারে আগামী কয়েকমাসে।

২০ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৪১২২ স্পেশ্যালিস্ট অফিসার

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের ২০টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে, ৪,১২২ জন স্পেশ্যালিস্ট অফিসার নিয়োগ করা হবে। এই পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতামান যাচাইয়ের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা 'কমন রিক্রুটমেন্ট প্রসেস ফর রিক্রুটমেন্ট অব স্পেশ্যালিস্য অফিসার্স ইন পার্টিসিপেটিং অর্গানাইজেশন' (সিআরপিএসপিএল–৬)' নেওয়া হবে জানুয়ারি মাসে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি। অনলাইন এই পরীক্ষাটি পরিচালনা করবে ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কিং পার্সোনাল সিলেকশন (আইবিপিএস)। এটি একটি স্বশাসিত সংস্থা। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ ব্যাঙ্কে কর্মী নিয়োগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করে আইবিপিএস। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

আইবিপিএসের এই পরীক্ষায় সফল হলে স্কোর কার্ড পাবেন। ইস্যুর দিন থেকে ১ বছর এই স্কোর কার্ড বৈধ থাকবে। এরপর ব্যাঙ্কগুলি তাদের প্রয়োজন মতো নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। তখন ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপনের উত্তরে আবেদন করতে হবে যথানিয়মে। এই স্কোর কার্ড নিয়ে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কে ইন্টারভিউ দিতে যেতে পারবেন। ২০১৭–১৮ আর্থিক বছরে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলির স্পেশ্যালিস্ট অফিসারের শূন্যপদ পূরণের জন্য এই পরীক্ষার স্কোর গ্রাহ্য হবে। স্পেশ্যালিস্ট অফিসার নিয়োগের যোগ্যতা নির্ণায়ক এই লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে যেসব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে নিয়োগের প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করবেন সেগুলি হল : এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, অন্ধ্র ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব বরোদা, ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র, কানাড়া ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক, দেনা ব্যাঙ্ক, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অব কর্মাস, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক, ইউকো ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এবং বিজয়া ব্যাঙ্ক। স্পেশ্যালিস্ট অফিসার নিয়োগের যোগ্যতা নির্ণায়ক আইবিপিএসের লিখিত পরীক্ষাটি নেওয়া হবে এইসব পদের জন্য : আইটি অফিসার, এগ্রিকালচারাল ফিল্ড অফিসার, রাজভাষা অধিকারী, ল অফিসার, এইআর/পার্সোনেল অফিসার, মার্কেটিং অফিসার।

পদ অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : আইটি অফিসার (স্কেল–ওয়ান) : মোট শূন্যপদ ৩৩৫টি (সাধারণ ১৬৫, তফসিলি জাতি ৬২, তফসিলি উপজাতি ৩২, ওবিসি ৭৬)। এর মধ্যে ৬টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৭টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ২টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এগ্রিকালচারাল ফিল্ড অফিসার (স্কেল–ওয়ান) : মোট শূন্যপদ ২,৫৮০ টি (সাধারণ ১,২৭৮, তফসিলি জাতি ৪৪৯, তফসিলি উপজাতি ২১৭, ওবিসি ৬৩৬)। এর মধ্যে ১৮টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ২০টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ১৪টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। রাজভাষা অধিকারী (স্কেল ওয়ান) : মোট শূন্যপদ ৬৫টি (সাধারণ ৩৪, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ২, ওবিসি ২০)। এর মধ্যে ৪টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৩টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং ২টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকেব। ল অফিসার (স্কেল ওয়ান) : মোট শূন্যপদ ১১৫টি (সাধারণ ৬৪, তফসিলি জাতি ১৮, তফসিলি উপজাতি ৮, ওবিসি ২৫)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এইচ আর/পার্সোনেল অফিসার (স্কেল–ওয়ান) : মোট শূন্যপদ ৮১টি (সাধারণ ৪১, তফসিলি জাতি ১৪, তফসিলি উপজাতি ৭, ওবিসি ১৯)। এর মধ্যে ৬টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি ও দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : পোস্ট কোড ০১ : আইটি অফিসার (স্কেল–ওয়ান)–এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে–কোনও একটিতে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। বিষয়গুলি হল : কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশনস, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন এবং ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন। অথবা যে–কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট এবং সঙ্গে ডোয়েকের 'বি' লেভেল পাশ।

পোস্ট কোড ০২ : এগ্রিকালচারাল ফিল্ড অফিসার (স্কেল–ওয়ান)–এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে–কোনও একটিতে ৪ বছরের স্নাতক ডিগ্রি। বিষয়গুলি হল : এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, অ্যানিমাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, ডেয়ারি সায়েন্স, ফিশারি সায়েন্স, পিসিকালচার, এগ্রি মার্কেটিং অ্যান্ড কো–অপারেশন, কো–অপারেশন অ্যান্ড ব্যাঙ্কিং, অ্যাগ্রো–ফরেস্ট্রি, এগ্রিকালচারাল বায়োটেকনোলজি, ফুড সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, ফুড টেকনোলজি, ডেয়ারি টেকনোলজি, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং।

পোস্ট কোড ০৩ : রাজভাষা অধিকারি (স্কেল–ওয়ান)–এর ক্ষেত্রে হিন্দিতে পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। স্নাতকে একটি বিষয় হিসেবে ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে। অথবা সংস্কৃতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। এক্ষেত্রে স্নাতকে দুটি বিষয় হিসেবে ইংরেজি ও হিন্দি পড়ে থাকতে হবে।

পোস্ট কোড ০৪ : ল অফিসার (স্কেল–ওয়ান)–এর ক্ষেত্রে আইনের ব্যাচেলর ডিগ্রি (এলএলবি)। বার কাউন্সিলে অ্যাডভোকেট হিসেবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। **পোস্ট কোড ০৫ :** এইচ আর/পার্সোনেল অফিসার (স্কেল ওয়ান)–এর ক্ষেত্রে গ্র্যাজুয়েট। সঙ্গে পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট, ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল রিলেশনস, এইচআর বা এইআরডি, সোশ্যাল ওয়ার্ক এবং লেবার ল–এর মধ্যে যে–কোনও একটিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা।

পোস্ট কোড ০৬ : মার্কেটিং অফিসার (স্কেল–ওয়ান)–এর ক্ষেত্রে স্নাতক। সঙ্গে মার্কেটিংয়ে এমবিএ বা এমএমএস। অথবা মার্কেটিংয়ে স্পেশ্যালাইজেশন–সহ ২ বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ইন ম্যানেজমেন্ট বা পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট। আই টি অফিসার ছাড়া অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার অপারেশন বা ল্যাঙ্গুয়েজে সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি থাকতে হবে অথবা হাই স্কুল বা কলেজ বা কোনও প্রতিষ্ঠানে একটি বিষয় হিসেবে কম্পিউটার বা ইনফর্মেশন টেকনোলজি পড়ে থাকতে হবে।

বয়স : ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। সবক্ষেত্রেই ২–১২–২০১৬ তারিখে নির্দিষ্ট বয়স থাকতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের এবং প্রাক্তণ সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। অনলাইন পরীক্ষা ২০০ নম্বরের। সময় ২ ঘন্টা। থাকবে রিজনিং (৫০), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৫০), পেশাদারি বিষয়সংক্রান্ত (৫০) প্রশ্ন। এছাড়া ল অফিসার ও রাজভাষা অধিকারী পদের ক্ষেত্রে থাকবে ব্যাঙ্কিং ইন্ড্রাস্ট্রি বিষয়ে গুরুত্বসহ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (৫০) বিষয়ে প্রশ্ন এবং বাকি পদগুলির ক্ষেত্রে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউডের (৫০) প্রশ্ন। সবক্ষেত্রেই অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। তবে কোনও উত্তরের ঘর ফাঁকা রাখলে তার জন্য নেগেটিভ মার্কিং হবে না। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র বহরমপুর, বর্ধমান, দুর্গাপুর, বৃহত্তর কলকাতা ও শিলিগুড়ি। পশ্চিমবঙ্গের স্টেট কোড ৪৬।

দরখাস্ত করবেন অনলাইন আইবিপিএসের এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে: www.ibps.in নিজের চালু ই–মেল ঠিকানা থাকা চাই। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ২০০×২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০–৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো কালির পেনে করা সই (জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে ১৪০×৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০–২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। ফি বাবদ জমা দিতে হবে ৬০০ টাকা (তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। অনলাইনে ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড (রুপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ট্রো), ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, আইএমপিএস (ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস), ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পরে ই–রিসিপ্ট এবং দরখাস্ত 'সাবমিট' করার পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি সিস্টেম জেনারেটেড প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন, পরে প্রয়োজন হবে।

১৬ জানুয়ারির পর অনলাইন পরীক্ষার কল লেটার ডাউনলোড করতে পারবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৯ নভেম্বর – ২৫ নভেম্বর, ২০১৬

মেষ : মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলুন, আপনার নির্ভিক অভিব্যক্তি অন্যকে আকর্ষণ করবে। আপনি উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে মঙ্গলানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধা এলেও আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ।

বৃষ : শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আপনার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য লাভ করবেন। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। ভাগ্যোন্নতির পথে সময়টি আপনার অনুকূলে।

মিথুন : গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাওয়া যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় উন্নতর যোগ রয়েছে। অর্শ ও আমাশয়ে অনেক কষ্ট পাবেন। বুঝে খরচ না করলে ক্ষতি হয়ে যাবে। কর্মস্থলে শত্রুরা তৎপর হয়ে থাকবে ক্ষতি করার জন্য।

কর্কট : প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি শুভ। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে, পিতার পক্ষে ভাল সময়। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। সন্তানের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট।

সিংহ : শিল্পী বা সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে শুভ সময়। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু না কিছু গোলযোগ থাকবে। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকা দরকার। মায়ের শরীর নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে থাকবেন। ভাগ্যের সুপ্রসন্নতা লাভ করবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে।

কন্যা : বিবিধ চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকবে। পতি পত্নীর মধ্যে মতান্তর ঘটবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। আয় ভালই হবে। সঞ্চয়ে বাধা। পড়াশুনায় ফল ভাল হবে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে।

তুলা : আপনার সুন্দর চিন্তাধারা কার্যে পরিরত করতে সক্ষম হবেন। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধা আসতে পারে। একটু চেষ্টা করলে সাফল্য পাওয়া যাবে। ব্যবসায় ও গৃহ ভূমি এবং জমি জমা সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মে পদোন্নতির যোগ বিদ্যমান।

বৃশ্চিক : বুদ্ধির বিভ্রম ঘটতে পারে। অতিরিক্ত রোগ তেজ দমন করার চেষ্টা করুন। ভাই–বোনের সাহায্য লাভ করবেন। গৃহ ভূমি সম্পর্কে অগ্রসর হবেন না। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। পতি–পত্নীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটবে।

মকর : অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না। বন্ধু–বান্ধব থেকে সতর্ক থাকবেন। কর্মস্থলে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। শিক্ষায় চঞ্চলতা হেতু ক্ষতির যোগ।

ধনু : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা দেখা দিলেও আপনি অর্থ পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ যোগ রয়েছে। শরীর নিয়ে আপনি কষ্ট পাবেন। সাবধান না হলে ক্ষতি হতে পারে।

কুম্ভ : সুন্দর বুদ্ধির জোরে জীবনে সাফল্য আসবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মক্ষেত্রে শুভফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতির মাধ্যমে বিবাহ যোগ লক্ষিত হয়। বাতের রোগে কষ্ট পাবেন।

মীন : গৃহ ভূমি ও জমি জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফল পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে পূর্বের তুলনায় কিছুটা শুভফল পাবেন। মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটবে। কর্মস্থলে সুনাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন।

শব্দবার্তা ৫

১		২	■	৩		৪	
	■	৫			■		■
	■		■	■	৬		
৭				■		■	■
■	■		■	৮			৯
১০	১১		■	■		■	
■		■	১২			■	
১৩				■	১৪		

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. নলখাগড়া, শর গাছ ৩. এই ভাবে থাকা মানে সুযোগের অপেক্ষায় থাকা ৫. দ্বীপান্তর ৬. পেস্তা, আখরোট, বাদাম প্রভৃতি শুকনো ফলের শাঁস ৭. সৌন্দর্যবিজ্ঞান ৮. স্বামী–স্ত্রী ১০. কূল, প্রান্ত ১২. রাধিকার জনৈকা সখী ১৩. ব্যবসায় হতেই পারে ১৪. হিন্দুদের এক পদবি।

উপর–নীচ

১. 'ছিন্ন পাতার সাজাই তরণী–করি খেলা' ২. (ব্যঙ্গে) একপেশে বিচার ৩. বিলম্ব, চুর ৪. পুকুর ৬. মহাজাতি সদনের উল্টোদিকে অবস্থিত ফলমন্ডির চলতি নাম ৯. অন্তর্হিত, মৃত ১১. বর্তমান সময়ে যা না টক, না মিষ্টি ১২. শীতের এক সবজি।

সমাধান : শব্দবার্তা ৪

পাশাপাশি : ১. গোপালভোগ ৪. ওড্র ৫. কচুরি ৭. রকম ১০. স্যার ১১. কচুরিপানা।

উপর–নীচ : ১. গোবর্ধন ২. লবণাত্মক ৩. গতশোক ৪. ওহেনরি ৬. চুরিচামারি ৭. রবিবার ৮. মর্তলোক ৯ আনমনা।

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **বীরভূম রামপুরহাট বাসস্ট্যান্ড**– পিউ বুকস্টল ● **নিউ ব্যারাকপুর ২ প্লাটফর্মম** –সোমেন পাল ● **কল্যাণী**–সব্যসাচী সান্যাল ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**–নরেন চক্রবর্তী ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/ভানু বুকস্টল ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–টি এন বুকস্টল ● **কালিন্দী**–বিশুদা ● **পি এন বি**– এস বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**–খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং/ সুমন মুখার্জী ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম সাহা ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

গণপিটুনিতে মৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা : মঙ্গলবার রাতে জীবনতলার মাকালতলা গ্রামে গ্রামবাসীদের গণপিটুনিতে মৃত্যু হয় ইসমাইল মীর (২৬) নামে এক ব্যক্তির। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে দক্ষিণ মাকালতলা গ্রামের বাসিন্দা ইসমাইল মীর দিনমজুরির কাজ করত। গত ১৪ নভেম্বর ইসমাইলের নবজাতক শিশুর মৃত্যু হয়। শোকে মত্ত ইসমাইল মদ্যপান করে গালিগালাজ করতে থাকে। বারবার বারণ না শোনায় গ্রামবাসীরা উত্তেজিত হয়ে গণপিটুনি দেয়। পুলিশ ইসমাইলকে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে ৩ জনের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে। এলাকায় পুলিশ পিকেট বসেছে।

প্রতিবন্ধীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত মঙ্গলবার ক্যানিং রেল মার্কেট এলাকায় দুপুরে অসুস্থ হয়ে পড়ে এক প্রতিবন্ধী প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়। নাম ভবেন নস্কর (৫৫)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গড়িয়ার বাসিন্দা ভবেন নস্কর ক্যানিং ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এলে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। জিআরপি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কাঠালবেড়িয়ায় সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বুধবার দুপুরে বাসন্তীর জালবেড়িয়ায় গ্রামবাসীদের মধ্যে বচসার জেরে সংঘর্ষ বাঁধে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে কাঠালবেড়িয়া গ্রামের পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের কুল্যা নস্করের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনে। এই ঘটনায় ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে বিরোধী দলগুলি। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। চলছে পুলিশি টহলদারি। তবে সংঘর্ষে কেউ জখম হয়নি।

বাঘ বাড়ল সুন্দরবনে

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : ভারত ভূখন্ডের সুন্দরবনের ১০২টি দ্বীপের মধ্যে বর্তমান ৫৪টি দ্বীপের জঙ্গল প্রায় সম্পূর্ণ হাসিল করে গড়ে উঠেছে মানুষের বসতি। ৪৮টি দ্বীপ সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসাবে নিজের অবস্থান ধরে রাখতে পেরেছে। ৫৪টি দ্বীপে বর্তমানে প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের বসবাস। ৩৫০০ কিমি নদী বাঁধ সুন্দরবনকে ঘিরে রেখেছে। পৃথিবীর নানা দেশে নানা জাতির বাঘ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সুন্দরবনের মতো এমন দৃষ্টিনন্দন নয়। তাই ইউরোপীয়দের দেওয়া 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার' নামটি সার্থক। সুন্দরবনের অগাধ অরণ্য অসংখ্য নদী সংস্থান এই অঞ্চলকে সর্বত্র ভীষণ ভীতপ্রদ করে রেখেছে। প্রথমে সুন্দরবনের বাঘের গণনা শুরু হয় বাঘের পায়ের ছাপ দেখে। পরবর্তীতে বাঘের গলায় রেডিও কলার দিয়ে গণনার কাজ হয়। তবে ২০১২–১৩ সালে ডব্লু ডব্লু এফ (ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড), সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প, দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনদফতর যৌথ উদ্যোগে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার জঙ্গলে বাঘ গণনার জন্য প্রায় ১০০টি উন্নতমানের ক্যামেরা পাতা হয়। সেই ক্যামেরার মাধ্যমে বাঘের সংখ্যা ২০১৪ সালে উঠে আসে ৭৬টি। বর্তমানে ২০১৬ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে প্রায় বাঘের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৫টির বেশি। ক্যামেরার মাধ্যমে বাঘের যে ছবি উঠেছে, সেই ছবির সাহায্যে এই সংখ্যা উঠেছে। সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সাধারণত ১৪ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত বাঁচে। আর ৪ থেকে ৫ বছরের পূর্ণ বয়স্ক বাঘিনী সাধারণত ২টি করে বাচ্চা প্রসব করে। ফলে বাঘের সংখ্যা বাড়ায় খুশি সুন্দরবন প্রেমিক মানুষজন। ভারতের সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ অরণ্যের স্বীকৃতি দিয়েছে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর নীলাঞ্জন মল্লিক জানান ডব্লু ডব্লু এফ, সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং জেলা বন দফতরের যৌথ উদ্যোগে সুন্দরবনের জঙ্গলে প্রায় ১০০টি ক্যামেরা বসানো হয়েছে বাঘ গণনার জন্য। ২০১৪ সালে বাঘের সংখ্যা পাওয়া গিয়েছিল ৭৬টি। সেখানে ২০১৬ সালে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৫টিরও বেশি।

শৌচাগারে আত্মঘাতী বন্দি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবিবার সকালে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা সংশোধনাগারের শৌচাগার থেকে এক বন্দির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল সংশোধনাগারের কর্মীরা। দেহ উদ্ধারের পর ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। খবর পেয়ে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত সঞ্জয় ভুতাই (২৭) সাগর থানার নগেন্দ্রগঞ্জের বাসিন্দা। মানসিক অবসাদে গলায় গামছার ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। কিন্তু সংশোধনাগারের কর্মীদের নজর এড়িয়ে কিভাবে ওই বন্দি শৌচাগারের মধ্যে আত্মঘাতী হল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, গত ৯ সেপ্টেম্বর বিষক্রিয়ায় সঞ্জয়ের স্ত্রী সুস্মিতা ভুতাইয়ের (২৫) মৃত্যু হয়েছিল। এই ঘটনায় সুস্মিতার দাদা স্বামী ও শ্বশুর–শ্বাশুড়ির বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতন ও খুনের অভিযোগ দায়ের করেন সাগর থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ সঞ্জয় ও তাঁর বাবা–মাকে গ্রেফতার করে। গত ১১ সেপ্টেম্বর তিনজনকেই কাকদ্বীপ এজিজেএম আদালতে তোলা হলে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। এর মধ্যে বাবা–মায়ের জামিন মিললেও সঞ্জয়ের জামিন মেলেনি। তারপর থেকে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা সংশোধনাগারে বন্দি ছিল সঞ্জয়। কিন্তু এদিন ভোরে অন্যান্য বন্দিরা শৌচাগারে দেহ ঝুলতে দেখেন। দেহ উদ্ধারের খবর চাউর হতেই দিনভর আলোড়ন ছড়ায় সংশোধনাগারের বন্দিদের মধ্যে। খবর পেয়ে এদিন দুপুরে সঞ্জয়ের আত্মীয় পরিজনেরা সংশোধনাগারের সামনে ভিড় জমায়। তারা এই মৃত্যুর জন্য সংশোধনাগারের কর্মীদের গাফিলতিকে দায়ী করেছেন। ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা শাসক শান্তনু বসু বলেন, 'ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

গ্রেফতার নকল ডিএসপি

সোনারপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে রাজ্যে ৫০০ ও ১০০০ টাকার নকল নোট নিয়ে যখন তোলপাড় চলছে ঠিক সেই সময় দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সোনারপুরের পুলিশের হাতে ধরা পড়ল নকল ডিএসপি। সোনারপুরে গড়িয়া স্টেশন এলাকার নবগ্রামের বাসিন্দা প্লাবন মন্ডল (৩০) এলাকায় পরিচিত পুলিশের বড় সাহেব বলে। নতুন ঝাঁ চকচকে দুধসাদা কালো কাঁচ লাগানো স্করপিও গাড়ির মাথায় নীল আলো বসিয়ে এবং উইং গ্লাসে ও পিছনের কাঁচে সাদা রং দিয়ে লেখা 'পুলিশ' গাড়িতে চেপে রাতের অন্ধকারে তোলা তুলতে বেরোয় নিজেকে পুলিশের বড় সাহেবের পরিচয় দিয়ে। কারোর টু শব্দটি করার উপায় নেই। কারণ এলাকার মানুষ জানে লালবাজারের পুলিশের বড় সাহেব। এমনি করে ১৩ তারিখ ভোর রাতে গড়িয়া স্টেশন রেল লাইনের ব্রিজের নিচে সুভাষ সাহার পানের দোকানে মারধর করে নগদ ৪০০ টাকা তোলা তোলে। শুধু তাই নয়, এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে হুমকি দিয়ে বলে তোর পায়ে জুতো নেই কেন? একি যে সে কথা! পুলিশের বড় সাহেব এসেছে। এই প্লাবন বোধহয় ভুলে গিয়েছে লালবাজার ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় পুলিশের কোনও বড় সাহেব রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোলা তোলায় অভ্যস্ত নয়। গড়িয়া স্টেশনের কিছু এলাকার মানুষ পুলিশের বড় সাহেবদের ঠিক চেনে না, তারা শুধু চেনে স্থানীয় থানার বড় বাবুকে। কিন্তু প্লাবন সেটা জানতো। কি করে পুলিশের বড় সাহেব সেজে ঠেকিয়ে তোলা তুলতে হয়। সেদিন পানের দোকান থেকে রাস্তায় আরও কিছু দোকানদারদের কাছে তোলা তুলতে গিয়েই বিপত্তি ঘটল। এলাকা থেকে ফোন যায় সোনারপুর থানায়। চলে আসে ঘুঘু অফিসার রাজেশ দাস। সঙ্গে সঙ্গে নকল ডিএসপি প্লাবনকে ধরে ফেলেন তিনি। সেই সঙ্গে গ্রেফতার হয় গাড়ির চালক শাহিদ মিরজা সহ নীলবাতি লাগানো সাদা স্করপিওটি। গাড়ির নম্বর ডবলু বি ০৬এম৯২১৬। নাটক এখানেই শেষ। নবগ্রামের বাসিন্দারা বলেন রাতে একটা স্করপিও এসে প্লাবনকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। যেন সে অফিস থেকে ডিউটি করে বাড়ি ফিরল। কিছুক্ষণ পর এই গাড়িটিই এসে প্লাবনকে তুলে নিয়ে যায়। তখনই শুরু হয় নকল ডিএসপির ডিউটি— তোলা তোলার কাজ। বারুইপুর কোর্টে তোলা হলে পুলিশ আর্জি জানিয়েছে ১০ দিন পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার জন্য কিন্তু আদালত রায় দেয় ৫ দিনের।

সর্বভারতীয় তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আমতলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ের উদ্যোগে আমতলার বিভিন্ন ব্যাঙ্কে সহায়তা শিবির চলছে।

নোট বদলের ধাক্কা জেলার পর্যটনে

কুনাল মালিক : ৫০০ ও ১০০০ টাকার পুরনো নোট বাতিল ঘোষণার পর জেলার পর্যটন কেন্দ্রগুলোর হোটেল ব্যবসায়ী বাস মালিক লঞ্চের মালিক ও সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ছোট ছোট ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন বাগান বাড়ির মালিকরা বেজায় চিন্তায় আছেন। এখনও মানুষ দৈনন্দিন সংসার চালাতে ব্যাঙ্কে ও এটিএম কাউন্টারে ভিড় জমাচ্ছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শীত গড়িয়ে যাবে বলেই আশঙ্কা। কিন্তু এই শীতের মরশুমে জেলার সুন্দরবন, বকখালি, ডায়মন্ডহারবার, ফলতা, বুড়ুল এলাকায় মানুষজন বাসে কিংবা লঞ্চ ভাড়া করে পিকনিক করতে আসে। আগে থেকেই হোটেল–বাগানবাড়ি–লঞ্চ–বাস বুকিং হয়ে যায়। কিন্তু এবার যা পরিস্থিতি মানুষরা এককালীন টাকা বের করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। সুন্দরবন এলাকার এক লঞ্চ মালিক বাসুদেব হাজরা জানালেন, ডিসেম্বর মাসে দুটি বুকিং ছিল তা বাতিল হয়ে গিয়েছে। নতুন করে কোনও বুকিং হচ্ছে না। বকখালির এক হোটেল মালিক ইন্দ্রনীল মন্ডলও জানালেন, এই নোট বাতিলের ধাক্কা এবার বকখালিতেও শীতের সিজনে পড়বে। রায়পুর এলাকার একটি বাগানবাড়ির মালিক তপন হালদার বলেন, মোদিজির সিদ্ধান্তের ফলে মানুষের দুর্ভোগ হচ্ছে, তবে তা ধীরে ধীরে কেটে যাবে। আমার বাগান বাড়ি হয়তো পুরো সিজনে বুকিং হবে না।

জনহিতকর উদ্যোগ কাউন্সিলরের

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : ৪০ বছর সিপিএম কাউন্সিলর থাকাকালীন অলোক কয়াল নিজের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের জন্য কিছুই করতে পারেনি। যাকে বলে ব্যর্থ। এবার কাউন্সিলর নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর তৃণমূলের বিভাস মুখোপাধ্যায় কাউন্সিলর হন। এরপর থেকে গড়িয়া স্টেশন রোডের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে এলাকায় উন্নয়নের জন্য জোর চাপ সৃষ্টি করে রাজপুর–সোনারপুর পুরসভাকে। যাতে করে এলাকার উন্নয়নের জন্য টাকা অনুমোদন করা হয়। পুরসভা চেয়ারম্যান পল্লব দাস বলেন স্কিম জমা দিতে সঙ্গে কত খরচ পড়বে লিখিত দিয়ে দরখাস্ত করতে। সমস্ত রাস্তা ও ড্রেন করার স্কিম জমা দেয় বিভাস মুখোপাধ্যায়। এরপর পল্লব বাবু উন্নয়নের টাকা ধার্য করেন। শুরু হয়ে যায় এলাকার উন্নয়নের কাজ। ২ ঘন্টা ধরে এলাকায় ঘুরে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল বিগত ৪০ বছর ধরে ময়লা কালো নালার জমা জল রাস্তায় বেরিয়ে পড়ত। দরমা বাড়িগুলোর ভিতরে কালো নোংরা জল ঢুকত। বর্ষাকালে আরও শোচনীয় অবস্থা। বেশ কিছু জায়গায় ড্রেনের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এবরো খেবরো রাস্তা দিয়ে গাড়ি বা স্কুটি অথবা সাইকেল, ভ্যান রিক্সা যাতায়াত করছে। এলাকার মানুষের দুর্বিষহ অবস্থায় পরিণত হয়েছে। নোংরা ড্রেনের জল বারো মাস রাস্তায় চলে আসে, পায়ের পাতা ভিজিয়ে চলতে হতো এখানকার মানুষদের। বর্তমানে বেশ কিছু রাস্তা ও ড্রেনের কাজ শুরু হয়েছে। আবার কিছু এলাকা কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। ঝাঁ চকচকে রাস্তায় মানুষ চলাফেরা করছে।

পাকা ড্রেন হয়েছে। কোনও রাস্তায় উঁচু করে মোরাম ফেলা হয়েছে, আবার কালো পিচও দেখা গেল এছাড়া আছে ঢালাই রাস্তা। বহু দূর চলে গিয়েছে ড্রেনগুলি গিয়ে অন্য একটি ড্রেনের সঙ্গে সংযোগ করা হয়েছে। কিছু গলি গালা রাস্তা এবং ড্রেনের কাজ বাকি থাকলেও ৮০ শতাংশ কাজ শেষের দিকে। গঙ্গাজোয়ারা মেন রোডে তৈরি হয়েছে রিজার্ভার।

এলাকার ভিতরের জল ড্রেন দিয়ে এসে জমায়েত হবে রিজার্ভারে। পাম্পের সাহায্যে টালির নালায় ফেলা হবে জল। রাস্তার দুপাশে মাটির নিচে হাই ড্রেন করা হয়েছে এর ফলে তিন ফুট করে রাস্তা চওড়া হয়েছে। যে সমস্ত এলাকাগুলি কাজ সমাপ্তির পথে— সারদাপল্লি, আদর্শনগর, নবগ্রাম, অবন্তিপুর, শচীন্দ্রপল্লি, তেঁতুলবেড়িয়া। এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল এতদিন বাদে সত্যি উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। কাউন্সিলর বিভাস মুখোপাধ্যায় বলেন— আগামী দিনে আমাকে নির্বাচনের জন্য লড়াই করতে হবে না, ঘরে বসে থাকব, ওয়ার্ডের মানুষ আমাকে ভোট দিয়ে জয় যুক্ত করবে।

বর্ধিত সভায় ঐতিহাসিক জনসভার ডাক

স্মৃতিলতা বিশ্বাস : দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলার সামন্ত ভিলায় বিষ্ণুপুর যুব তৃণমূলের সহ সভাপতি নবকুমার বেতালের আহ্বানে জেলা যুব তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বর্ধিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পূর্ব বিধায়ক ও জেলা যুব সভাপতি সওকত মোল্লা। জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, শ্যামল মন্ডল, শক্তি মন্ডল ও জেলা যুব সহকারী সভাপতি মুজিবর রহমান মোল্লা সহ আরও অনেক সদস্যরা।

এই বর্ধিত সভা অনুষ্ঠানের একমাত্র মূল লক্ষ্য ছিল আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের সাফল্যকে মাথায় রেখে রাজ্যের যুব ও মূল সংগঠনকে একত্র করে বিজেপির বিরুদ্ধে মাঠে নামতে হবে। ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বন্ধ করে মোদিজি যেভাবে সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্তিতে ফেলেছে তার সঠিক উপায় তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যসভায় জানতে চেয়েছে। এক ঐতিহাসিক জনসভার আয়োজন হবে ৩ ডিসেম্বর। ২৬ নভেম্বর জেলা যুব তৃণমূল বারুইপুরে কনভেনশনের ডাক দিয়েছে। প্রতি বছর ৬ ডিসেম্বর সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে একটি সংবর্ধিত জনসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় উপস্থিত থাকবেন সর্বভারতীয় তৃণমূলের যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের উন্নয়নমূলক কাজকর্মই পঞ্চায়েত নির্বাচনের সাফল্যের চাবিকাঠি, আমাদের জেলার ২৯টি ব্লক ও ৩১০টি গ্রামপঞ্চায়েত পুরোটাই আমাদের দখলে থাকবে, বিরোধীপক্ষ শূন্য হবে। এমনটাই মন্তব্য করেন বিষ্ণুপুর যুব তৃণমূলের সহ সভাপতি নবকুমার বেতাল মহাশয়।

বেআইনি মদের ঠেক ভাঙল গ্রামবাসীরা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : 'তৃণমূল জিন্দাবাদ, মদের ঠেক নিপাত যাক' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে সম্প্রতি উত্তর–চব্বিশ পরগনার দেগঙ্গার চাঁপাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মামুরাবাদ গ্রামে বেআইনি মদের ঠেক ভাঙলেন গ্রামবাসীরা। এদিন গ্রামের পুরুষ–মহিলারা মিলে এলাকায় জনৈক প্রভাবশালী মদ বিক্রেতা প্রভাস ঘোষের মদের ঠেক ভেঙে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এই মদ বিক্রেতা এলাকায় শুধু প্রভাবশালী হিসেবেই পরিচিত নয়, স্বঘোষিত সমাজসেবী বলেও মানুষ তাকে চেনে। কিন্তু এই সমাজ সেবার আড়ালে প্রভাস ঘোষ দীর্ঘদিন ধরে এই বেআইনি ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। তাদের আরও অভিযোগ, গ্রামের মধ্যে এই মদ বিক্রিকে কেন্দ্র করে নানারকম অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ছিল পাড়ার উঠতি যুবকরা। মদ খাওয়াকে কেন্দ্র করে এলাকায় চুরি, ডাকাতি, শ্লীলতাহানি দিনের পর দিন বেড়েই চলছিল। পাড়ার মহিলাদের রাস্তাঘাটে আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে চলাফেরা করতে হত। বিঘ্ন ঘটছিল স্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনোতেও। এমনকি এই গ্রামে বেশ কয়েকজন মানুষ এই অবৈধ মদ খেয়ে মারা গিয়েছে বলে জানালেন চাঁপাতলা তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি হাজি আবদুল রাজ্জাক। কিছুদিন আগে হাড়োয়ার শালিপুর অঞ্চলে একটি সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকানে এই ধরনের অভিযোগের কারণেই তালা দিয়ে বন্ধ করে দেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তারপরই চাঁপাতলার তৃণমূলী গ্রামবাসীদের এহেন উদ্যোগ সাধারণ মানুষের কাছে প্রতিবাদের একটা আলাদা মাত্রা এনে দিল। প্রভাস ঘোষ এলাকায় যথেষ্ট প্রভাবশালী হওয়ায় এই মদ বিক্রির বিরুদ্ধে কেউই মুখ খুলতে চাইতো না। স্থানীয় মানুষ জানান, মদ বিক্রির কথা সকলেই জানেন। এমনকি সংশ্লিষ্ট পুলিশ প্রশাসনও বিষয়টি জানা সত্ত্বেও প্রভাস এই অসামাজিক কাজ রমরমিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিল। বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুলিশ সব জেনেও নির্বিকার ছিল। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন আনুমানিক রাত প্রায় দশটা নাগাদ এলাকায় পুরুষ–মহিলা একত্রিত হয়ে এই মদের ঠেক ভেঙে আগুন ধরিয়ে দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মদ বিক্রেতা প্রভাস ঘোষকে গ্রেফতার করলে এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দিলে গ্রামবাসীরা শান্ত হন ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। জানা গিয়েছে প্রভাস ঘোষ এর আগেও মদ বিক্রির অভিযোগে বেশ কয়েকবার জেল খেটেছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ প্রশাসনের একাংশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতেই এই বেআইনি ব্যবসা রমরমিয়ে চালাত প্রভাস। তার মাথায় নিচুতলা থেকে উপরতলা পর্যন্ত একাংশের হাত ছিল বলে এলাকাবাসীরা জানান। মা মাটি মানুষের সরকার প্রশাসনকে এলাকায় শান্তি–শৃঙ্খলা বজায় রাখার কথা বলেছে। সেই প্রশাসন যদি সমাজ বিরোধীদের কাছে বিকিয়ে যায়, তাহলে কোনও বড় অঘটন ঘটে গেলে তার দায় নিতে হবে প্রশাসনকেই বলে এলাকাবাসীদের মন্তব্য।

সমবায় নির্বাচনে জয়ী কং–বাম জোট

নিজস্ব সংবাদদাতা : পাথরপ্রতিমার দুর্বাচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিমসুরেন্দ্রনগর গ্রামের কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস এবং সিপিএমের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক জোট। রবিবার ছিল সমিতির নির্বাচন। ৯১৫ জন ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছেন ৮০৯জন ভোটার। ৬টি আসনের মধ্যে ৫টিতে জয়ী হয়েছে জোট এবং একটিতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে এই জয় হয়েছে বলে, জোটের পক্ষে জানান দুর্বাচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অজয় কুমার জানা। তিনি বলেন, আগামীদিনে এই সমিতির কৃষি ও কৃষকের সামগ্রিক প্রদান করা এবং সমিতির স্বচ্ছতা বজায় রাখা হবে। অপরদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থী পরিতোষ হাজরা বলেন, এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের জোরদার সংগঠন ছিল না। গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতায় সিপিএম এবং বিরোধী আসনে কংগ্রেস মিলিত শক্তিতে নির্বাচনে জয়ী হয়েছে। তবে কংগ্রেস এবং সিপিএমের জোটকে বড়সড় ধাক্কা দিয়ে মার্জিন কমানো হয়েছে। তবে আগামীদিনে এই অল্প মার্জিনকে টেক্কা দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসতে পারে বলে, পরিতোষবাবু জানান। এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় জোটের পক্ষে পাথরপ্রতিমার প্রাক্তণ বিধায়ক যজ্ঞেশ্বর দাস জানান, নীতিগতভাবে চলতে পারেনি বলে পশ্চিম সুরেন্দ্র নগর সমবায় সমিতির নির্বাচনে সমবায় মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করেছে। যার ফলে এর আগে দক্ষিণ রায়পুর, জি–প্লট, ব্রজবল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সমবায়ে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বলে যজ্ঞেশ্বরবাবু বলেন। এছাড়া তিনি জানান, পাথরপ্রতিমার সমবায়ে মানুষ নীতি নিষ্ঠা ভাবে চলতে চায়। তাই লোভ, লালসা, ভয় এবং সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক জোট সমর্থন করেছেন।

কংগ্রেস এবং সিপিএমের দুর্গতে ফাটল ধরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের একজন প্রার্থী জয়ী হয়েছে বলে জানান, পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস এককভাবে লড়াই করে উল্লেখযোগ্য ফল করেছে। আগামীদিনে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দুর্বাচটিতে তৃণমূল কংগ্রেস একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে পারবে। এছাড়া কংগ্রেস এবং সিপিএমের যৌথ শক্তিকে উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষ এই সমিতির নির্বাচনে তৃণমূলে আস্থাশীল হয়েছেন।

মূল্যায়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ মূল্যায়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে মহেশতলা পুর এলাকার সমস্ত খালি জমি ও বাড়ির মূল্যায়নের ভ্যালুয়েশনের কাজ গত ১৭ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। অঞ্চলবাসীকে আগামী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে জমি ও বাড়ির তথ্য মহেশতলা পুরসভার ক্যাম্পে পেশ করতে হবে। ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে পর্ষদের www.westbengalvawationboard.org ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে। বিশদ জানতে সংশ্লিষ্ট পুরসভায় যোগাযোগ করুন।

মহানগরে

নোট বাতিলে গুজরাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রথমবার জনতা সরকারের আমলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের আমলে ১৯৭৮–এর ১৫ জানুয়ারি সকাল ন'টায় এক, পাঁচ ও দশ হাজারের নোট বাতিল ঘোষণা করা হয়েছিল। দ্বিতীয়বার এনডিএ সরকারের আমলে গত ৮ নভেম্বর সন্ধ্যেতে ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল ঘোষণা করলেন আরেক গুজরাটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি। প্রসঙ্গত, নোটের ওপর প্রতিচ্ছবি যাঁর সেই গান্ধিজিও গুজরাটি।

আরবিআইয়ের নির্দেশিকা মেনে বাতিল টাকায় বিপুল কর জমা

বরুণ মন্ডল

কালো টাকা, দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদ ও জাল মুদ্রা নির্মূল করার লক্ষ্যে মোদি সরকারের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ অনুযায়ী পাঁচশো ও হাজার টাকার সমস্ত পুরনো নোট গত ৮ অক্টোবর মাঝরাতের পর থেকে বাতিল হয়। অথচ সেই সরকারেরই অর্থমন্ত্রক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্দেশিকা দিয়ে প্রথমবার ১১ নভেম্বরের মধ্যরাত, দ্বিতীয়বার ১৪ নভেম্বরের মধ্যরাত পরে তৃতীয়বার তারা ছাড়ের মেয়াদ বাড়িয়ে ২৪ নভেম্বর মধ্যরাত পর্যন্ত অন্যান্য ক্ষেত্রসহ দেশের সমস্ত পুরসভা ও সরকারি দফতরের কর ও জরিমানা মেটাতে পুরোনো ৫০০ ও ১০০০ টাকার বাতিল নোটের ব্যবহার বাড়িয়ে। আর এই সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এই মহানগরের বেশ কিছু মহানগরবাসী 'ট্যাক্স ফাঁকি' দেওয়ার জন্য বাড়ির লকারে নগদ যে বড়ো সংখ্যার পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট জমা রাখে তা দিয়ে কলকাতা পুরসভার সম্পত্তি কর ও অন্যান্য জরিমানা জমা করতে স্বেচ্ছায় ক্যাশ কাউন্টারের লাইনে দাঁড়ায়। আর পুর কর্তৃপক্ষও এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ট্যাক্স গ্রহণের সময়সীমা সাড়ে পাঁচ ঘন্টার জায়গায় ১৪ অক্টোবর জাতীয় ছুটির দিন সকাল সাড়ে ১০টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত ট্যাক্স গ্রহণের ক্যাশ কাউন্টার খুলে রাখে। যেখানে আড়াইটা বাজতে না বাজতেই কলাপসিবল আটকে দিয়ে ভিতরে যারা থাকে তারাই কেবল বেলা তিনটে পর্যন্ত কর জমা দিতে পারে, বাকিরা নয়। ওই সাড়ে ছ'কোটি টাকা সম্পত্তি কর আদায় হয়। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় পুরভবনের ট্রেজারিতে জমা পড়ে সাড়ে তিন কোটি। অ্যাসেসমেন্ট কালেকশন সেন্টারে কর আদায়ের পরিমাণ তিন কোটির অধিক। লাইসেন্স ফি থেকে আদায় হয়েছে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। অথচ, সাধারণ দিনে লাইসেন্স থেকে বেশি করে ধরলেও ১০–১২ লক্ষ টাকা আদায় হয়। সম্পত্তি কর জমা পড়ে সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা। শুধু কী তাই, মেয়র পরিষদ বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সম্পত্তি করের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত নগদে জমা করা যায়। কিন্তু সে নিয়ম এড়াতে কয়েক লক্ষ টাকা কর খেপে খেপে নগদে জমা নেওয়া হয়েছে পুর কর্তৃপক্ষের অলিখিত নির্দেশে। নিয়মানুযায়ী সম্পত্তি কর ২৫ হাজার টাকা বেশি হলে কেএমসি–র নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফট দিতে হয়। পুরসভার ডিমান্ড নোটিসে যে টাকা লেখা রয়েছে শুধু সেটুকুই ড্রাফটের মাধ্যমে জমা করা যায়। কিন্তু পুর কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এ নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন অ্যাসেসমেন্ট বিভাগের আধিকারিকরা। নিয়মকে অমান্য করে লক্ষাধিক টাকা নগদে জমা নেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনা প্রমাণিত হলে আরবিআই পুরসভার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট 'সিল' করে দিতে পারে বলে পুর আধিকারিকরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। পুরসূত্রে খবর, গত ১১ নভেম্বর শুক্রবার থেকে ১৬ নভেম্বর বুধবার পর্যন্ত ছ'দিনে পুর কোষাগারে প্রায় ২০ কোটি টাকা জমা হয়েছে। ১২ নভেম্বর রবিবার ছুটির দিনে আদায় হয়েছে ৪ কোটি টাকা ১৪ নভেম্বর জতীয় ছুটির দিনে সাড়ে ৬ কোটি। ১৫ নভেম্বর ৩ কোটি ৬৩ লক্ষ এবং ১৬ নভেম্বর ৮ কোটি টাকার ওপর কর আদায় হয়েছে। তার প্রায় ৮০ শতাংশই নগদ টাকা জমা পড়েছে। যদিও সাধারণ দিনে গড়ে দুই থেকে আড়াই কোটি টাকা আদায় হয়।

মহানাগরিকের বক্তব্য, যাঁদের কাছ থেকে পুরকর আদায় করতে পুরকর্মীদের জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে গিয়েছে, তাঁরাই কিনা যেচে এসে সমস্ত বকেয়া কর মিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। পুরসভা পুরবাসীদের সুবিধার্থেই কিছু সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছে। এতে আবার নিয়ম অমান্যের কি এল। কর জমা দিতে পুরবাসীরা ক্যাশ কাউন্টারের লাইনে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘক্ষণ। তাঁদের ফিরিয়ে দেবো? তাই কাউন্টার কয়েক ঘন্টা অতিরিক্ত খুলে রাখা হয়েছে। ব্যাঙ্কে ভিড় তাই ড্রাফটের বিষয়ে কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছে। আরবি আইয়ের নির্দেশিকাকে মান্য করেই সমস্ত কাজ করা হচ্ছে। কোথাও কোনও অনিয়ম নেই। শুধু বকেয়া করেই জমা নেওয়া হচ্ছে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৫ সংখ্যা, ১৯ নভেম্বর – ২৫ নভেম্বর, ২০১৬

দেশের স্বার্থ আগে

অর্থনৈতিক দিক থেকে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ভারতবর্ষকে এক নতুন অভিজ্ঞতার সাক্ষী করল। ঘোলা জলে মাছ ধরার কৌশল কমবেশি সব রাজনৈতিক দলেরই অঘোষিত বাস্তব নীতি বলে স্বীকৃত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় যে অনৈতিক নীতি যতই কৌলিন্য আনার আয়োজন থাকুক।

ব্রিটিশ ও তৎকালীন নেতৃত্বের আনুকূল্যে সৃষ্টি হওয়া সেদিনের পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের অঘোষিত যুদ্ধ চলছে। সীমান্তে সামরিক অসামরিক মানুষ আহত ও নিহত হচ্ছেন নিত্যদিন। যুদ্ধ কোনও দেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গল ডেকে না আনলেও যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন, বাজার জাত করার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। ভারত প্রাকৃতিকভাবে অনেকটা সুরক্ষিত হলেও দেশভাগের পর পাকিস্তান ও চিনের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়েছে একাধিকবার। অতীতে প্রতিবেশি সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি হত দুই দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রশমনের তাগিদ থেকে। যদিও তা প্রকাশ্য কারণ হিসাবে কোনও দেশই মেনে নেয়নি কোনওদিন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের সবার উপরে স্বদেশের সেবা'র আদর্শ অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের লিখিত সংবিধানে উৎকীর্ণ থাকলেও বাস্তবে বিস্মৃত প্রায় ভাবনা। সম্প্রতি এক প্রাক্তন সেনাকর্মীর আত্মহত্যা নিয়ে রাজনীতির জল ঘোলার যে দৃষ্টান্ত আবারও দেশবাসীর সামনে উঠে এল তা ভারতের ভাবমূর্তি ও সেনাবাহিনীর মানবিক শক্তি বাড়াতে প্রতিকূল চেতনার সৃষ্টি করতে পারে। ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে ব্রিটিশ শব্দটি আপাতভাবে মুছে গেলেও রয়্যাল পরিবারের শ্রেণি বৈষম্যের ভাবনা মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেনি ক্ষমতাসীন কোনও প্রশাসক। উচ্চপদের সেনাকর্মীদের যে খাতির সুবিধা তা সাধারণ সেনাকর্মী যাঁরা সবার আগে রণাঙ্গনে মৃত্যুর শিকার হন তাঁরা তা পান না। নিয়মনীতি আইন সবার ক্ষেত্রেই কল্যাণকামী রাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী হলেও চিকিৎসা থেকে পাওনা দুটি বহুক্ষেত্রেই তাঁরা বৈষম্যের বলি। পুলিশ প্রশাসনের নিচুতলার আর ওপরতলার কর্মীদের ওপর অন্যায় বৈষম্য বহু ক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যমে জায়গা পেলেও সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরের কান্না পৌঁছতে পারে না দেশবাসীর কানে। কারণ সামরিক বিধিনিষেধের ঘেরাটোপে ইন্ডিয়ান আর্মিকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়নি এতদিনেও। যখন তীব্র ঠান্ডায় বুলেটের মুখোমুখি চব্বিশ ঘন্টা ভারতীয় সেনারা দেশবাসীকে শত্রু সেনা, উপপন্থীদের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন তখন দেশের বর্তমান ভাবমূর্তি ভেঙে পড়ুক এমন রাজনৈতিক 'অ্যাজেন্ডা' না থাকাই উচিত। গণতন্ত্র বিরোধী শক্তি অবশ্যই স্বাস্থ্যকর। দেখতে হবে এর তীব্রতা দেশের স্বার্থকে অতিক্রম করে না যায়।

অর্থনৈতিক সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে ভারতবর্ষ এক নতুন দৃশ্য দেখছে। সহনশীল দেশপ্রেমী জনগণকে দেখল সারা বিশ্ব।

অমৃত কথা

অগ্ন্যাদির দাহিকাদি–শক্তি, স্থূল প্রকৃতির প্রবল সঙঘর্ষ সকলেই দেখে, সকলেই বুঝে। ইহাতে কাহারও সন্দেহ হয় না, মনেও দ্বিধা থাকে না। কিন্তু যেখানে শক্তির আধার ও বিকাশকেন্দ্র কেবল মানসিক, যেখানে বল কেবল শব্দবিশেষে, উচ্চারণ বিশেষে, পরিশেষে বা অন্যান্য মানসিক প্রয়োগবিশেষে, সেথায় আলোয় আঁধার মিশিয়া আছে, বিশ্বাসে সেথায় জোয়ার–ভাটা স্বাভাবিক, প্রত্যক্ষেও সেথায় কখনো কখনো সন্দেহ হয়।

যেথায় রোগ, শোক, ভয়, তাপ, ঈর্ষা, বৈরনির্যাতন সমস্তই উপস্থিত, বাহুবল ছাড়িয়া, স্থূল উপায় ছাড়িয়া ইষ্টসিদ্ধির জন্য কেবল স্তম্ভন, উচ্চাটন, বশীকরণ, মারণাদির আশ্রয় গ্রহণ করে, স্থূল–সূক্ষ্মের

মধ্যবর্তী এই কুজ্ঝটিকাময়, প্রহেলিকাময় জগতে যাঁহারা নিয়ত বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যেও যেন একটা ওই প্রকার ধুম্রময়ভাব আপনা আপনি প্রবিষ্ট হয়। সে মনের সম্মুখে সরল রেখা প্রায়ই পড়ে না, পড়িলেও মনে তাহাকে বক্র করিয়া লয়। ইহার পরিণাম অসরলতা–হৃদয়ের অতি সঙ্কীর্ণ, অতি অনুদার ভাব আর সর্বাপেক্ষা মারাত্মক, নিদারুণ ঈর্ষাপ্রসূত অপরাসহিষ্ণুতা। যে বলে আমার দেবতা বশ, রোগাদির উপর আধিপত্য, ভূতপ্রেতাদির উপর বিজয়, যাহার বিনিময়ে আমার পার্থিব সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, ঐশ্বর্য তাহা অন্যকে কেন দিব?

আবার তাহা সম্পূর্ণ মানসিক। গোপন করিবার সুবিধা কত। এ ঘটনাচক্রমধ্যে মানবপ্রকৃতির যাহা হইবার তাহাই হয়, সর্বদা আত্মগোপন অভ্যাস করিতে করিতে স্বার্থপরতা ও কপটতার আগমন ও তাহার বিষময় ফল। কালে গোপনেচ্ছার প্রতিক্রিয়াও আপনার উপর আসিয়া পড়ে। বিনাভ্যাসে বিনা বিতরণে প্রায় সর্ববিদ্যার নাশ, যাহা বাকি থাকে, তাহাও অলৌকিক দৈব উপায়ে প্রাপ্ত বলিয়া আর তাহাকে মার্জিত করিবারও (নতুন বিদ্যার কথা তো দূরে থাকুক) চেষ্টা বৃথা বলিয়া ধারণা হয়। তাহার পর বিদ্যাহীন, পুরুষকারহীন, পূর্বপুরুষদের নামমাত্রধারী পুরোহিতকুল, পৈতৃক অধিকার, পৈতৃক সম্মান, পৈতৃক আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যেন তেন প্রকারেণ চেষ্টা করেন। অন্যান্য জাতির সহিত কাজেই বিষম সঙঘর্ষ।

প্রাকৃতিক নিয়মে জরাজীর্ণের স্থানে নব প্রাণোন্মেষের প্রতিস্থাপনের স্বাভাবিক চেষ্টায় উহা সমুপস্থিত হয়। এ সংগ্রামে জয়বিজয়ের ফলাফল পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

ফেসবুক বার্তা

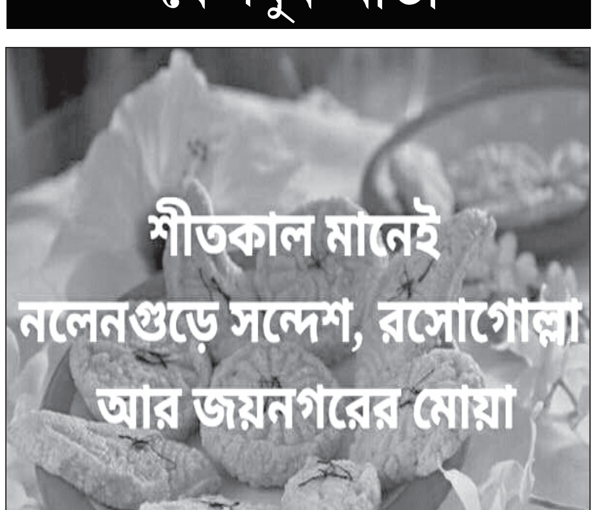

শীতের আবাহন ফেসবুকে।

চেক বাউন্স হলেই বিনা বিচারে একমাস কারাবাস–এই আইন হোক সবার জন্য

নির্মল গোস্বামী

দেশ উত্তাল মানুষের দুর্ভোগের শেষ নেই। ৫০০, ১০০০ বিনা অর্থনীতি যজ্ঞ। মুখ্যমন্ত্রীকে ধারে পুজোর মিষ্টি কিনতে হচ্ছে। কংগ্রেসের সহ সভাপতিকে আম জনতার সঙ্গে ব্যাঙ্কের লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে ২০০০ টাকা তোলবার জন্য। রোগীর চিকিৎসা করছে না ডাক্তাররা, মামলা লড়ছে না উকিলরা। যারা বিদেশ থেকে আমাদের দেশে এসেছেন চিকিৎসা করাতে বা বেড়াতে তারা চরম দুরবস্থার মধ্যে। টিভিতে কাগজে আলোচনায় তীব্র বাক্যবাণে বিদ্ধ হচ্ছেন মোদিজি— এ কোন তুঘলক এলো। যিনি দেশের ভালো কথা বলেন সাধারণ মানুষকে অনায়াসে এমন আতান্তরের মধ্যে ফেলে দিতে পারেন। সত্যি দুঃসাহসের তো একটা সীমা থাকবে নাকি? কিন্তু মোদি যেন সব সীমা ছাড়িয়ে গেলেন। এমন হৃদয়হীন শাসক গণতন্ত্রে কে কবে দেখেছে তা নিয়ে কুইজ হতে পারে। তবে আমরা ইতিহাসে রোম সম্রাট নিরোর কথা জানি যিনি রোম নগরী যখন পুড়ছে তখন তিনি প্রাসাদের ছাদে বসে নিবিষ্ট মনে বেহালা বাজাচ্ছিলেন। আর আমাদের উদ্ধত মোদি দেশের মানুষকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়ে জাপানের সিঞ্জো আবের সঙ্গে ভোজ সারছেন। বুলেট ট্রেন চড়ে 'কোবে' গিয়ে সেখানে অনাবাসী ভারতীয়দের সভায় বক্তৃতা দিয়ে হাততালি কুড়োচ্ছেন। অবশ্য বক্তৃতার বিষয় বস্তু ওই নোট বাতিল। তিনি বলছেন যে অনেক মায়েদের আশীর্বাদ পেয়েছেন যে মায়েদের তাদের আমির সন্তানরা সেভাবে দেখাশোনা করেনা। আজ সরকার যখন ঘোষণা করেছে যে আড়াই লাখ পর্যন্ত পুরানো নোট ব্যাঙ্কে জমা পড়লে সরকার কোনও কৈফিয়ত নেবে না এই ঘোষণা শুনে সেই ছেলেরা বৃদ্ধা মায়ের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আড়াই লাখ টাকা জমা দিয়েছে। এই মায়েরাই মোদিকে আশীর্বাদ করছে। মোদির কথাটাকে একেবারে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়।

মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে কষ্ট করে টাকা তুলেও হাসি মুখে মোদির এই বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে টিভির এই দৃশ্যকে সাজানো প্রচার বলা যেতেই পারে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার জন্য আমি নিজে দুদিন দুটি ব্যাঙ্কের লাইনে চার ঘন্টা করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। অতো কষ্টের মধ্যে কেউ একবারও মোদিকে কিংবা সরকারকে গালমন্দ করে নি। আশেপাশে লাইনে দাঁড়ানো যুব সম্প্রদায়রা বেশি উৎসাহিত। তারাও এসেছে টাকা চেঞ্জ করতে। লাইনে দাঁড়িয়ে বলছে বেশ করেছে। এক বন্ধুকে বলছে কিরে এবারে কি করবি তোদের তো অনেক টাকা এবার পুড়িয়ে ফেলতে হবে। চায়ের দোকানে দুজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক গল্প করছে। তারা বলছে বেশ করেছে মোদি। আরও পাঁচ বছর মোদির থাকা প্রয়োজন।

এই প্রথম তামাম ভারতবাসী রাজনীতি জাত, ধর্ম, ভাষা, প্রাদেশিকতা সমস্ত ভেদাভেদের উর্দ্ধে উঠে একটা বিষয়ে সকলেই বহুমত পোষণ করেছে কালো টাকার কারবারীদের বিরুদ্ধে জাল নোটের কারবারীদের বিরুদ্ধে। তারা সমস্বরে প্রতিবাদ করছে সন্ত্রাসবাদীদের রসদের জোগানের উৎসের বিরুদ্ধে। আগে ভাবতাম এ পোড়া দেশে বুঝি আর কিছু হওয়ার নয়। কিন্তু এ ক'দিনে মানুষ নিজের কষ্ট ভুলে যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে তা হল নির্ভেজাল দেশপ্রেম। ভারতবাসীর মনে যে এভাবে দেশপ্রেমের অন্তসলিলা স্রোত বহমান ছিল তা মোদি পাগলামি না করলে বোঝাই যেত না। অবশ্য এই পরিস্থিতিতে গুলিয়ে দেওয়ার জন্য বিরোধী দলগুলো ঘোট পাকাবার ফন্দি আঁটছে। তবে তারা খুব একটা সুবিধা করতে পারবে বলে মনে হয় না।

কারণ ভারতবাসী আজ বাস্তব অভিজ্ঞতার ঋদ্ধ হয়েছে। তারা কষ্টের মধ্যেও একটা সত্য চিনতে পারছে যে তারা কালো কারবারী। আমাদের জাতীয় চরিত্র হল সরকারের কর ফাঁকি দেওয়া। শুধুমাত্র যারা সরকার বা অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে মাইনে পায় তারাই শুধু কর দেবে। আমি কষ্ট করে ব্যবসা করছি আমি কেন কর দেব? এই মনোভাবই বেশি। বড় বড় ব্যবসায়ীরা কর না দেওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে।

আমরা কালো টাকা বলতে মনে করি তা একমাত্র বড় বাজারের ব্যবসায়ীদের আছে। কিন্তু শহরে বা শহরতলিতে কিংবা প্রত্যন্ত গ্রামে গঞ্জে বহু ব্যবসায়ী আছে যারা সুস্থভাবে সরকারকে ইনকাম ট্যাক্স দেয় না।

অনেক ছোট ছোট ব্যবসা আছে যা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হয় তার খবরই সরকার জানে না। এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সেই সব চিত্রও জনগণের কাছে প্রকাশ পেল।

আমরা দেখলাম বেসরকারি হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসার জন্য চল্লিশ হাজার টাকার কয়েন নিয়ে গিয়েছে। আগের দিন বলেছি তাই। কিন্তু তারা নিতে চাইল না। এখানে একটা সহজ প্রশ্ন আসে যে আচ্ছা চেকে কেন পেমেন্ট করতে বলছে না। চেক বাউন্স হলে তো শাস্তির ব্যবস্থা আছে। আর রোগীর চিকিৎসা করাতে এসে পরিবারের লোক যারা রাতারাতি ৪০,০০০ টাকার কয়েন জোগাড় করতে পারে তারা কি ফলস চেক দেবে এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? যে উকিল ফি–এর জন্য মামলা লড়ল না তিনি তো চেকে পেমেন্ট নিতে পারতেন। উকিলের সঙ্গে তার ক্লায়েন্ট নিশ্চয়ই চিটিংবাজী করতে যাবে না। আমার পরিচিত এক ছোট স্বর্ণকার যিনি নিজে গহনা তৈরি করে আমাকে বলল দাদা দুটো বিয়ে বাড়ির অর্ডার ছেড়ে দিলুম। আমি বলি কেন? সে বলে সোনা কিনব কি করে? আমতলার মহাজনরা তো এই টাকা নেবে না। আমি বলি আপনি এতেদিন সোনা কিনছেন, তাদের পরিচিত, আপনি তো ব্যবসা ছেড়ে পালিয়ে যাবেন না তাদের কি দিন না। সে বলে চেক তারা নেবে না।

এই যারা আপৎকালে চেক নিতে চাইছে না তাদের কিন্তু শুধু চেক বাউন্স হবে এই ভয়ে নিতে চাইছে না তা নয়। তাদের হিসাবের মধ্যে আর টাকা রাখার জায়গা নেই। তাই তারা চেক নিতে ভয় পাচ্ছেন। তারা সরকারকে যতটুকু ইনকাম দেখিয়ে ট্যাক্স দেয় বাস্তব ইনকাম তার অনেকগুণ তাই চেক নিতে ভয় পাচ্ছে। সে বড় হাসপাতাল থেকে ছোট ব্যবসায়ী সকলেই।

কথায় আছে লোহা গরম থাকতে থাকতে ঘা মারা উচিত। সারা ভারতবাসী আজ সহমত হয়েছে কালো টাকার বিরুদ্ধে এই সময় একটা সামাজিক আন্দোলন শুরু হোক, মোমবাতি মিছিল হোক, তার দাবি থাকবে আসুন আমরা প্রকৃত ট্যাক্স দিই। আমাদের বুঝতে হবে যে কোটি টাকার ট্যাক্স ফাঁকি যতটা অপরাধ একশো টাকার ফাঁকিও ততটাই অপরাধ। অপরাধের পরিমাণগত ছাড় হয় না। তাই সমাজের মধ্যে যাদের শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, বিবেক অনেক বেশি। যারা মেধা দিয়ে দেশটাকে পরিচালনা করে তাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। তবে অন্যান্য সম্প্রদায় জাগবে। একজন প্রফেসর লক্ষ টাকা মাইনে পায় সরকারের থেকে আবার লক্ষ টাকার টিউশনি করেন। সেই টিউশনির টাকাটা যদি চেকে নিতেন তাহলে সকলে জানতে পারত যে প্রফেসার সৎ নাগরিক। তিনি যা ইনকাম করেন সবটাই সরকারকে জানায়। একজন উকিল পকেট ভর্তি করে টাকা নিয়ে যায় প্রতিদিন। তিনি নাকি আইনের রক্ষক। তারা মানুষকে আইনের সহায়তা দেন। তাহলে তারা কেন কি নেন না। তাদের ইনকামটা যে সাজা সে জনগণ কেমন ভাবে জানবে? ডাক্তারকে আমাদের সমাজ ভগবান মনে করে কিন্তু টাকার বেলায় শয়তান। আমি যার কাছে চোখ দেখাই ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত ২০টা রোগী দেখেন ৩০০ টাকা ভিজিট। এরপর সারাদিন আছে অপারেশন। ডাক্তারবাবু যদি ভিজিটটা চেকে নিতেন তাহলে বোঝা যেত তিনি সত্যই সৎ। কিন্তু এরকম হাজার ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল আছে যারা কালো টাকা উপায় করে। এদের দেখে সমাজ কি শিখবে? বড় বাজারের ব্যবসায়ীদের কি বলতে পারব কেন কালো টাকা করেছ? সে অধিকার কি আমাদের আছে?

সরকার চাইছে একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। জনগণও একমত। তাহলে ইন্ডিয়াকে ক্যানসেল করতে হলে সরকারকে নতুন আইন করতে হবে। সেটা হল যে চেক বাউন্স হলেই বিনা বিচারে ১মাস কারাবাস। এবং আমরাও প্রতিজ্ঞা করব যে উকিল, ডাক্তার এবং ছেলেমেয়েদের টিউশন ফি চেকে দেব। চেক বাউন্স হবে না। এটা নিশ্চিত হলে অনেকেই কিন্তু চেক নিতে আপত্তি করার ফিকির পাবেনা। যদি মেধা সম্পদের অধিকারীদের সুপথে আনতে অর্থাৎ আইনি করের পথে সরকার এবং জনগণে মিলিত উদ্যোগে পারে তাহলে ব্যবসায়ীরাই ভয়ে পেয়ে কালো পথে পা বাড়াবে না। কারণ মেধা সম্পন্ন সমাজের কাছ থেকেই এতো দিন কর ফাঁকি দেওয়ার পথ পেয়ে এসেছে এই ব্যবসায়ীরা টাকার বিনিময়ে। তারা বেঁকে বসলে আর পথ পাবে না।

মোদিজী এও কি সম্ভব?

যাঁর খাব, যাঁর পরব তাঁর বুকে পা দিয়ে চলব

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

যাই বল দাদা, মোদি কিন্তু সব কালো বাজারিদের একেবারে টাইট করে দিয়েছেন। মুখ ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে কথাটা বলল জগা। বলে আবার উত্তরের অপেক্ষায় সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

আমি কোনও উত্তর দিচ্ছি না দেখে, ফের জগা বলল –তুমি কোনও উত্তর দিচ্ছ না যে দাদা?

আমি বললাম এটাই তো আমাদের সবচেয়ে বড় দোষ। যিনি যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি অজ্ঞ, তিনি সবচেয়ে বেশি সেই বিষয়েই কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত একমাত্র অর্থনীতিবিদরাই সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন। এ বিষয়ে নাক গলিয়ে আমি আমার অজ্ঞতা প্রমাণ করতে চাই না। তাই চুপ থাকব!

জগা বলল— আমরা অর্থনীতিবিদ নই বলে কি আমাদের কোনও ধ্যান ধারণা থাকবে না?

আমি বললাম— থাকবে না কেন? অবশ্যই আছে। আমারও আছে।

জগা বলল— সেটাই তো জানতে চাইছি। যে এ ব্যাপারে তোমার ধ্যানধারণাটা কি?

—দ্যাখ জগা, আমি সব সময় মোদ্দা কথাটা বুঝতে চেষ্টা করি। এই যে মোদি বলছেন, তিনি ইতিমধ্যেই কালোবাজারিদের টাইট করে দিয়েছেন, কালোবাজারিরা নাকি এখন ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমুচ্ছে, তাঁর এই কথাগুলো না হয় মেনে নিলাম।

প্রধানমন্ত্রী এও বলেছেন, তিনি নাকি পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করেছেন। তাহলে দুটি প্রশ্ন জাগে, (১) জওহরলাল নেহেরু তাঁর সময়ে কেন কালোবাজারিদের টাইট করতে পারেননি (তখন কালোবাজারিদের সংখ্যা আরও কম ছিল)?

(২) মোদি যে কালো টাকা উদ্ধার করবেন, বাজেয়াপ্ত সেই টাকা তিনি কি কাজে লাগাবেন?

জগা তার আগে তোকে মহাভারতের একটা বিশেষ পর্ব থেকে একটা কাহিনি শোনাই, ''ব্যাসদেবের বিশেষ আশীর্বাদে শুধুমাত্র যুদ্ধের সময়টুকু দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেতেন সঞ্জয়। আর ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে সেই যুদ্ধের বর্ণনা শুনতেন। একদিন ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পরে সঞ্জয়কে বললেন, তুমি কৌরব আর পান্ডবদের শিবির পর্যবেক্ষণ করে এসে আমাকে জানাও, কাদের জেতার সম্ভাবনা রয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রের কথা মতো সঞ্জয় যুদ্ধক্ষেত্র দর্শন করতে যাওয়ার কিছু সময় পরেই ধৃতরাষ্ট্রের কাছে ফিরে এসে বললেন— মহারাজ, মাফ করবেন, কৌরবরা জিততে পারবে না।

ধৃতরাষ্ট্রের কাতর জিজ্ঞাসা— কেন?

সঞ্জয় বললেন— কারণ, প্রথমে পান্ডব শিবিরে গিয়ে দেখি, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রাণসখা, রণক্লান্ত অর্জুনের পা–হাত টিপে দিচ্ছেন। এরপর কি বুঝতে বাকি থাকে যে পান্ডবদের জয় সুনিশ্চিত। স্বয়ং ভগবান যখন পান্ডবদের পক্ষে, তখন কৌরবরা কি করে জিতবে?

জগা অবাক হয়ে বলল— কালোবাজারির সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?

আমি বললাম— আছে আছে, প্রথম থেকে ধর। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে এক ফুটপাতবাসীকে হত্যা করার অপরাধে যেদিন সলমন খানের বিরুদ্ধে আদালতের রায় দেওয়ার কথা, সেদিন দু'একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সলমনের কী শাস্তি হতে পারে? আমি হেসে নির্বিবাদে বলেছিলাম— কাঁচকলা হবে। সলমন বেকসুর খালাস পাবে। আমার চ্যালেঞ্জ রইল। প্রশ্ন কর্তারা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল— আপনি এসব কি ভিত্তিতে বললেন?

—আমি বললাম এতো একদম জলভাতের মতো সোজা। কারণ বিজেপি গত নির্বাচনে সরকারি ক্ষমতায় আসার আগে এক নির্বাচনী প্রচারের ছবিতে দেখা যায় নরেন্দ্র মোদির হাতে লাটাই আর সেই লাটাই থেকে সুতো ছেড়ে ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন সলমন খান।

ভারতবর্ষের সমস্ত দৈনিক কাগজের প্রথম পাতায় সেই ছবি বড় বড় করে ছাপা হয়। সুতরাং ফুটপাতবাসীকে হত্যা করার জন্য সলমন খানের শাস্তি হবে না, আমি স্থির নিশ্চিত ছিলাম। ভগবান কৃষ্ণ যেমন তাঁর সখা অর্জুনের পাশে ছিলেন এখানেও তাই।

জগা, এবার ধর কালোবাজারিদের শায়েস্তা করতে চান মোদি। ভালো কথা। কিন্তু কোন কালোবাজারি? ভারতবর্ষে যাদের পুঁজি ৫০০ থেকে ১০০০ কোটি টাকা, তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য এত হই হট্টগোল বাধালেন তিনি? যাদের পুঁজি ৩০ হাজার বা ৫০ হাজার কোটি টাকা, তাদের তিনি কি করবেন? বা করতে পারবেন? নির্বাচনের আগে মোদি যাদের টাকায় নির্বাচনী প্রচার সারলেন, তাদের মোদি কিছু করতে পারবেন? অনিল আম্বানি, মুকেশ আম্বানি যারা মোদির ছায়া সঙ্গী তাদেরকে কিছু করার ক্ষমতা আছে মোদির? জগা, এই প্রসঙ্গে তোকে আবার মহাভারতের কয়েকটা লাইন শোনাই; যুদ্ধের আগে যুধিষ্ঠির গিয়েছিলেন ভীষ্ম, দ্রোণাচার্যের কাছে। গিয়ে বললেন— আপনারা কেন কৌরবদের পক্ষ নিচ্ছেন? আপনাদের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিদের তো পান্ডবদের সঙ্গে থাকা উচিত।

উত্তরে ভীষ্ম দ্রোণাচার্য জানালেন— তা সম্ভব নয় বৎস। কারণ কৌরবদের বদান্যতায় আমরা খেয়ে পরে আছি। আমরা তাঁদের অর্থে লালিত পালিত। আমরা তাদের আশ্রিত, তাই তোমাদের পক্ষ নেওয়া সম্ভব নয়।

সুতরাং জগা, মহাভারতের আমল থেকেই এসব হয়ে আসছে। যে কারণে পন্ডিত পারেননি, সে কারণে মোদিও পারবেন না। কারণ যাঁদের অর্থে তাঁর বাড়–বাড়ন্ত তাঁদের তিনি কি করে শায়েস্তা করবেন, কি করেই বা ল্যাম্প পোস্টে ঝোলাবেন? নেহেরু— মোদির স্বপ্ন তাই অধরাই থেকে যাবে। ভীষ্ম–দ্রোণাচার্য যে কথা সততার সঙ্গে দৃঢ় তার সঙ্গে বলতে পেরেছেন, সে কথা দৃঢ়তার সঙ্গে মোদির বলার ক্ষমতা নেই!

তাছাড়া জগা, যদি ধরেও নিই যে, মোদি অনেক হাজার কোটি টাকা উদ্ধার করলেন, সে টাকা কিসে ব্যয় হবে? জগা লাফ দিয়ে উঠে বলল— কেন দেশের উন্নয়নে? আমি ভেংচি কেটে বললাম— দেশের উন্নয়নে! ছাতা হবে। যে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান মাত্র একমাস আগে ফ্রান্স–রাশিয়া থেকে ৩৯ হাজার কোটি টাকার যুদ্ধ বিমান কিনল, সেই মোদি করবেন উন্নয়ন?

জগা এবার মুষ্টিবদ্ধ হাতে টেবিল চাপড়ে বলল— বাঃ বাঃ, অন্য দেশ যদি আক্রমণ করে, সে কারণে আমাদের যুদ্ধাস্ত্র কিনে প্রস্তুত থাকতে হবে না?

আমি এবার কঠিন স্বরে বললাম— শোন জগা, কোন ব্যাপারে দ্বিচারিতা রাখবি না। যদি যুদ্ধাস্ত্র কিনতে চাস, যদি যুদ্ধে তোর মত থাকে, তবে ভবিষ্যতে যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই'' শ্লোগানে সামিল হবি না, সাদা পায়রা ওড়াবি না, তাহলে ৬ আগস্ট আর ৮ আগস্ট নাগাসাকি–হিরোশিমা দিবসে মৃতদের শান্তির উদ্দেশ্যে ফুলের মালা দিবি না, মৃতদের জন্য কাঁদুনি গাইবি না। হয় যুদ্ধ নতুবা শান্তি,— যে কোনও একটা বাছতে হবে।

যে সরকার দেশ জুড়ে বেকারত্ব, আর হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধের সময় উন্নত মানের যুদ্ধাস্ত্র কেনে, তাকে আর যাইহোক জনগণের বন্ধু বলা যায় না। তাই মোদির কালো টাকা উদ্ধার আমায় কাছে ছলনা মাত্র।

—চলি রে জগা। ভেবে দ্যাখ, ঠিক বললাম নাকি ভুল। যাঁর খাবো, যাঁর পড়ব, তাঁর বুকে পা দিয়ে চলা কি— সম্ভব রে জগা?

বীরভূম এক্সপ্রেস

নেড়াকালী পুজো

অভীক মিত্র : মহাসাধক বামাখ্যাপার জন্মভূমি বীরভূমের আটলা গ্রাম। বামাখ্যাপার বাড়িতে নেড়াকালী পুজো হয়। এখানে কালীর বিশেষত্ব হল, কালীর রং নীল, মুকুটহীন এবং এলোকেশী। তাই এই কালীর নাম নেড়া কালী।

অবৈধ সম্পর্কে নিহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি : চারকল গ্রামে অবৈধ সম্পর্কে খুন ষষ্ঠী কুশমেটে। স্ত্রী নাগেশ্বরী কুশমেটের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল ননদের বর বাসুদেব মেটে–র পরকীয়া জেরে খুন দাবী গ্রামবাসীদের। স্বামীর সঙ্গে বউদির অবৈধ সম্পর্ক দেখে নেওয়ায় গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী উদয়পুর গ্রামের কুসুম ঘটক। গুরুতর জখম স্বামী সুমন্ত ঘটক। নলহাটি ৭ নম্বর ওয়ার্ডে কার্বলিক অ্যাসিড খেয়ে মৃত প্রভাত দাস।

আত্মহত্যা বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কালিটা গ্রামে আত্মঘাতী নূরজাহান বিবি। ভুবনডাঙ্গায় কার্বলিক অ্যাসিড খেয়ে আত্মঘাতী বাসুদেব বাগদী। বক্রেশ্বরে অগ্নিদগ্ধ মৃত বিষ্ণু বাগদী। নলহাটি ৭ নম্বর ওয়ার্ডে কার্বলিক অ্যাসিড খেয়ে মৃত প্রভাত দাস। গয়েশপুরে আত্মঘাতী সিভিক ভলান্টিয়ার পিন্টু দাস। বীরভূম জেলার বিভিন্নপ্রান্তে দিন দিন বাড়ছে আত্মহত্যার ঘটনা।

৫০০ বছরের গোষ্ঠাষ্টমী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার খয়রাশোলে প্রায় ৫০০ বছরের গোষ্ঠাষ্টমী উৎসব উপলক্ষ্যে মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়। কার্তিক মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে নানা অলংকারে ভূষিত হয়ে দেববিগ্রহকে চৌদোলায় চড়িয়ে খয়রাশোলের ঠাকুর পরিবারের মানুষ বলরাম মন্দির থেকে পায়ে হেঁটে গোষ্ঠডাঙায় নিয়ে যায়। ঠাকুর বলরামের গোষ্ঠে আসাকে কেন্দ্র করে মেলা বসে। চলে নামকীর্তন। প্রায় ৫০০ বছর আগে ভারতের শাসককুলের নিপীড়নে উত্তর ভারতের বেশ কিছু দেববিগ্রহ স্থানান্তরিত করা হয়। ঠাকুর বলরাম তাদের অন্যতম। দুবরাজপুর গোশালায় নায়েকপাড়ার মহাপ্রভুমন্দির থেকে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিগ্রহ আনা হয় গোষ্ঠ উপলক্ষ্যে। রীতি মেনে সন্ধ্যায় পুজো পাঠ সেরে মন্দিরে আনা হয়। গোষ্ঠযাত্রা উপলক্ষ্যে গোশালা চত্বরে খিচুড়ি ভোগ খাওয়ানো হয়। কলকাতা দলের যাত্রা হয় মেলায়।

শ্রীপাঠ মুলুক, কীর্ণাহার সরকার বাড়ির ৩৯৯ বছরের গোষ্ঠ উৎসব হয় দামোদর জিউর গোপালক গোষ্ঠাষ্টমী কড়িধ্যা গ্রামে। এছাড়াও খড়িয়ায় গোষ্ঠ উপলক্ষ্যে মেলা বসে। সবমিলিয়ে বলতে গেলে বীরভূম জেলায় ধূমধামের সঙ্গে পালিত হয় গোষ্ঠ উৎসব।

বিজেপির যুবমোর্চা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূমের সদর শহর সিউড়ি। সিউড়ির ডিআরডিসি হলে হয়ে গেল বিজেপির যুবমোর্চা সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি তথা খড়্গপুরের বিধায়ক দিলীপ ঘোষ। জেলা যুব মোর্চা সভাপতি শ্যামমোহন ঝা, জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়, রাজ্য যুব মোর্চা সভাপতি তুষারকান্তি ঘোষ, রাজ্য সম্পাদক সায়ন্তন বোস। দিলীপবাবু বলেন, পশ্চিমবঙ্গ জঙ্গিদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও বোলপুরে বিজেপি জেলাকমিটির বর্ধিত কার্যবিবরণী সভায় দিলীপবাবু আরও বলেন, ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে বিজেপির প্রতিনিধি বসবেন। এই সভায় উপরোক্ত নেতৃবৃন্দসহ উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মন্ডল, সম্পাদক প্রিয়ব্রত সিনহা, চিত্তরঞ্জন সিনহা, নির্মল কর্মকার, কর্নেল দীপ্তাংশ চৌধুরী।

বিস্ফোরণে মৃত মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার চৌহাট্টা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুসুম গড়িয়া গ্রাম। এই গ্রামে মজুত বোমা বিস্ফোরণে মারা যায় সরিফা বিবি নামে এক মহিলা। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী মৃত সরিফা বিবি তৃণমূল নেতা ভোটার সাহেবের স্ত্রী। আহত দুইজন বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি। বম্ব স্কোয়াডের কর্মীরা গ্রামে যায়।

ছিনতাইয়ে উদ্বিগ্ন মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বাড়ছে ছিনতাইয়ের ঘটনা যা বাড়িয়েছে উদ্বিগ্নতা। রামপুরহাট স্টেশনের কাছে যোগ?? এক্সপ্রেসের এস–২, এস–৩ কামড়ায় দুষ্কৃতীরা ছিনতাস করার সময় যাত্রীরা ধরে ফেলে সাঁতরাগাছির মিহির সাউ নামে এক ছিনতাইবাজকে। সিউড়ি ইউকো ব্যাঙ্ক থেকে দেড়লক্ষ টাকা তুলে আনছিল সিউড়ি হাটজনবাজারের সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশ লাইনে দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়ে ছিনতাই করে টাকা। রামপুরহাট এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের সামনে নার্সিংহোমে কর্মী দুই যুবকের কাছ থেকে দুই লক্ষ টাকা ছিনতাই করে মোটরবাইকে চালায় দুই দুষ্কৃতী। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছিনতাই বাড়ায় চিন্তার ভাঁজ জেলাবাসীর কপালে।

বাতিল নোটের নানা কাহিনী

সব্যসাচী সান্যাল

মঙ্গলবার ৮ ই নভেম্বর মধ্যরাত থেকে মোদি সরকারের ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল সিদ্ধান্তের পর বেশ কটা দিন কেটে গেছে। বাতিল নোট নিয়ে প্রথমদিকে এক শ্রেণীর মিডিয়ার ফলাও প্রচারে জনসাধারণের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তির সাথে দুশ্চিন্তা বাড়ছিল, এখন নোট বদলের বিষয়টা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসছে। রাস্তা ঘাটে, চায়ের দোকানে সর্বত্র ৫০০ ও ১০০০ টাকার বাতিল নোট নিয়ে চর্চা হচ্ছে। প্রতিদিন বহু মানুষ ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিসের দরজার সামনে দীর্ঘ লাইনে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করেছে। এখানে ধনি দরিদ্র, নারী পুরুষের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নেই। লাইনের শেষ মাথায় দাঁড়ানো মানুষটির চিন্তা ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাতিল নোটের বদল করা যাবে তো? না আবার একদিন আসতে হবে? সাধারণ মানুষ বিষয়টি এত সুন্দর ভাবে বুঝে গেছে বলে কারোর নোট বদলে তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু সরকারী বিজ্ঞাপনের মদতপুষ্ট এক শ্রেণীর সংবাদপত্র এবং সুবিধাভোগী রাজনৈতিক নেতাদের এত আপত্তি কেন ? মিডিয়ার একটা অংশের নোট বাতিলে সাধারণ মানুষের নাজেহাল অবস্থা নিয়ে এত শোরগোল বা প্রচারের প্রয়োজন কেন? এখন সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছে একটা বড় অংশের কালো টাকার মালিকরা ৫০০ ও ১০০০ টাকার গচ্ছিত টাকা রক্ষা করতে কেন্দ্র বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির সাহায্য নিতে চাইছে। তাহলে এখন বুঝতে হবে মানুষকে নিয়ে আন্দোলন করার উদ্দেশ্য দীর্ঘদিনের সঞ্চয় করা তাড়া তাড়া বাতিল নোটের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির রাস্তা খোঁজা। মানুষ কিন্তু কোনও নেতাকে তাদের অসুবিধা নিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকারের দায়িত্ব

দেয়নি। বরঞ্চ নিজেদের হাজার অসুবিধা হলেও মোদির ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের এই ঘোষণাকে প্রশংসাই করেছে। মিডিয়ার এই বিষয়টা নিয়ে এত বিরূপ সমলোচনার প্রয়োজন কেন পড়েছে বুঝছি না? পোস্ট অফিস এবং ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। দুশ্চিন্তা তো হওয়ার কথা যাদের তাড়া তাড়া ৫০০ ও ১০০০ টাকার কালো টাকার এখনও সেরকম কোনও সুরাহা করতে পারেনি। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে ইতিমধ্যে কয়েক হাজার কোটি টাকা জমা পড়ে গেছে। যদিও কিছু গরিব মানুষ ও উঠতি যুবকরা অন্যের কালো টাকা নিজেদের অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে কিছু রোজগারের প্রলোভনে পা দিয়ে বাতিল নোট জমা করার লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছে, ভবিষৎ পরিণতির কথা একবারের না ভেবেই। কে নেই বাতিল নোট বদলের লাইনে। হত দরিদ্র গরিব মানুষ থেকে, কর্তার দৃষ্টির অগোচরে আলমারিতে শাড়ির নানা পাটে পাটে, রাখা সংসারের বা হাত খরচা থেকে বাঁচানো গৃহবধূদের বহুদিনের জমানো টাকা যা তাদের স্বামীদের কাছে জানাজানি হওয়ায় পরবতীকালে ফেরৎ পাবার সম্ভাবনা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। বাতিল নোট বদলের প্রক্রিয়া আরো বেশ কিছুদিন ধরে চলবে। রাজনীতির মঞ্চে নানা প্রতিশ্রুতি ও কথার জাল বুনে সাধারণ মানুষকে বোকা বানানো সম্ভব। কিন্তু বাস্তব জীবনে নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ অচল নোট বদলানোর লাইনে দাঁড়ানো মানুষদের এখন বোকা বানানো মুস্কিল। ভারতবর্ষের শীর্ষ আদালত মোদি সরকারের নোট বদলানোর সিদ্ধান্তকে খারিজ করে দেয়নি, শুধু পদ্ধতির প্রশ্ন তুলেছে॥ কালো টাকার যন্ত্রণা যে বাজারে জিনিসের মূল্যের ওপর কতটা প্রভাব ফেলতে পারে সকলের তা অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। এখনই তরিতরকারি, মাছ, ডালের দাম বেশ কমতে শুরু করেছে। এটা একশো টাকার নোটের আকাল নয়। মানুষ এখন দৈনন্দিন খরচের ব্যাপারে বেশ সাবধানী। অনাবশ্যক খরচ এড়িয়ে চলছে। ব্যাঙ্কে টাকা রাখাই শ্রেয় মনে করছে। রাজ্যসভায় এটা নিয়ে ঝড় উঠতে পারে। ভোটাভুটির আবদার হতে পারে। এমনকি এর জেরে রাজ্যসভা মুলতবি পর্যন্ত হতে পারে। আগামী দিনে ভোটবাক্সে স্বচ্ছ রাজনৈতিক দলের পক্ষে জনসাধারণের রায় প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা। সামনের কিছুদিন জনজীবন স্বাভাবিক করাই সরকারের কঠিন পরীক্ষা। কালো টাকার স্বত্বধারীদের হাত অনেক লম্বা। তারা এই সরকারকে কিছু রাজনৈতিক দলের নেতাদের দিয়ে লোকসভা ও রাজ্যসভায় হৈ চৈ করে ব্যাতিব্যস্ত করে তুলবে। কোনও কোনও মিডিয়া হাউস প্রচুর অর্থ ও প্রভাব খাটিয়ে সান্ধ্যকালীন স্বল্প পরিচিত রাজনৈতিক নেতাদের দিয়ে মোদি সরকারকে বিপর্যস্ত করে তোলার চেষ্টা করছে। যদিও এঅবস্থায় মানুষের সমর্থন আদায় করা মুস্কিল। অনেক রাজনৈতিক নেতা প্রশ্ন করছে আগে থেকে কেন জানানো হল না। এবং সমস্ত বিষয়টা ঠিকঠাক করে নোটের যথাযথ ব্যবস্থা করে তবে নোট বাতিল প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত ছিল।

এমনিতেই নোট বাতিল হওয়ার সাথে সাথে কালো টাকা সাদা করার চক্র যে ভাবে নেমে পড়েছে তাতে আর একটু সময় পেলে তো পোয়া বারো হয়ে যেত। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাজারে নোট সার্কুলেশনের ৮০ ভাগ ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট আর ২০ ভাগ ১০০ বা তার ছোট নোট। এই সমন্বয় মাথায় রেখে রির্জাভ ব্যাঙ্ককে চলতে হচ্ছে। তবে আগামী কিছুদিনের মধ্যে পর্যাপ্ত নতুন ৫০০ টাকার নোট বাজারে এসে পড়লে হয়ত এতটা দুভোর্গ থাকবে না। নোট বাতিলের বর্তমান প্রক্রিয়ার কর্মযজ্ঞে ব্যাঙ্ক কর্মচারির ও অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক অফিসারদের দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রমকে আমজনতা কুর্ণিশ জানাচ্ছে এবং যে কোনও ধরণের প্ররচিত হয়রানিতে পাশে থাকার আশ্বাস দিচ্ছে।

ঘেরাও আধিকারিকরা

প্রথম পাতার পর

শ্রমিকদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ছিল বেশি।

শ্রমিক রহিমা বিবি, সালমা বিবিদের অভিযোগ, ‘কাজ হয়ে গিয়েছে ৬ মাস। কিন্তু আমরা আজও মজুরি পাইনি। তারপর সুপারভাইজার ও পঞ্চায়েত সদস্য মিলে মাস্টার রোলে প্রচুর ভুয়ো নাম ঢুকিয়েছে। দেড় হাজার ফুট রাস্তার জন্য ১৫০০ শ্রমদিবসের মজুরি ধরা হয়েছিল। ১৪৭১ শ্রমদিবস দেখানো হয়েছে মাস্টার রোলে। অথচ কাজ হয়েছে সামান্য। এই কাজে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে।’ ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা শাসক শান্তনু বসু বলেন, ‘শ্রমিকদের অভিযোগ পেলে খতিয়ে দেখা হবে। মজুরির ব্যাপারটা খোঁজ নিয়ে দেখব।’

ফন্দি ফিকির

প্রথম পাতার পর

সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে প্রথম পর্যায়ে গ্রামীণ এলাকায় বেশ কিছু ব্যাঙ্কের আধিকারিক ও কর্মচারিরা পুলিশ আধিকারিক ও রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগসাজশে অসাধু পথ অবলম্বন করেছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক ঘোষণা করেছে ২০০০ টাকার বেশি টাকা পরিবর্তন করা যাবে না। সেই সঙ্গে যিনি টাকা তুলবেন তার হাতে কালি লাগানো হবে। এই ঘোষণার পর কালো টাকার মজুতদাররা গোপনে এজেন্ট খুঁজছেন, হাজারে চারশো টাকা ছাড় দিয়ে নোট ভাঙানোর জন্য।

আরও জানা যাচ্ছে কালো টাকার মজুতদাররা যাদের বিভিন্ন ব্যবসা আছে কিংবা অফিস, ফ্যাক্টরি আছে, তাদের কর্মচারিদের ইতিমধ্যেই নাকি পাঁচ–ছয় মাসের অগ্রিম বেতন এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ কালো টাকা সাদা হয়ে গিয়েছে। মোদ্দা কথা হল মোদির সার্জিক্যাল স্ট্রাইককে ধাক্কা দিতে জেলা জুড়ে কালো টাকাকে সাদা করতে নানা ফন্দি ফিকির চলছে। এবং আগামী ডিসেম্বর মাসে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে যাবে বলেই আশঙ্কা। এখনই কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত আয়কর দফতরকে আরও সক্রিয় করার। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতরকেও থানা ভিত্তিক নজরদারি বাড়াতে হবে।

মানুষের পাশে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের ঘোষণার পর দেশ জুড়ে টাকা জমা, পরিবর্তন এবং টাকা তোলা নিয়ে চলছে নানা ভোগান্তি। ব্যাঙ্কে ভোর থেকেই দীর্ঘ লাইন। গ্রাম ও মফঃস্বল এলাকায় এটিএম কাউন্টারে গত তিন চারদিন টাকা না আসায় মানুষ আরও সমস্যায় পড়েছেন। দৈনন্দিন সংসার চালাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। এই পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে থাকার জন্য বজবজ–২ নম্বর ব্লকের সাউথ বাওয়ালি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস রথতলার ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সামনে ক্যাম্প করে বসে নানা পরিষেবা নেবার উদ্যোগ নিয়েছে। পঞ্চায়েতের সদস্য তথা তৃণমূলের যুব নেতা সেখ বাপী জানালেন, সর্বভারতীয় যুব তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি তথা ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমরা এই ক্যাম্প করেছি। এখানে মানুষের ফর্ম ফিলাপ করে দেওয়া হচ্ছে। লাইনে থাকা মানুষদের পানীয় জল দেওয়া হচ্ছে। কেউ কোনও বিষয়ে জানতে চাইলে তাকে বুঝিয়ে বলা হচ্ছে।

পাথরপ্রতিমায় শিশু দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাথরপ্রতিমায় পালিত হল শিশু দিবস। পাথরপ্রতিমার দিগম্বরপুর শিশু বিদ্যাপীঠে শিশু দিবসের সূচনা করেন পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা। তিনি জানান, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র–ছাত্রীরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। সকাল থেকে খেলাধূলা, নাচ, গান, কবিতা, আবৃত্তি, নাটকের মধ্য দিয়ে জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিন পালন করা হয়। এদিন অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বও ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই পালন করেছিল।

ছাত্র–ছাত্রীরা অতিথিদের আপ্যায়ন সুন্দরভাবে করেছিল, যা প্রশংসার দাবি রাখে। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাথরপ্রতিমার বিডিও শক্তিপদ বেরা, দিগম্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রবীন্দ্রনাথ বেরা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। শিশুদের পরিণত ব্যবহার অনেক বয়স্কদেরও মুগ্ধ করেছে।

চলন্তিকা নার্সারি ও কেজি স্কুলের রজত জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : যা কিছু তোমারই কর্ম, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি/তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি। মাতৃসাধক রামপ্রসাদের এই গান ফতেপুরের সন্ন্যাসী কপাটের জীবনে যে এমনভাবে সত্যি হয়ে উঠবে তা তিনি কোনও দিনই ভাবেননি। সন্ন্যাসীবাবু ছিলেন বিড়লা কোম্পানির কনট্রাকটর। ফতেপুরে ডায়মন্ড হারবার রোডের পশ্চিমতীরে একটু জায়গা ছিল তাঁর। তিনি মনস্থির করেন ওইখানে একটা ঘর তৈরি করে বাচ্চাদের স্কুলের জন্য ভাড়া দেবে। যেখানে তিনি মাল সরবরাহ করতেন সেই কোম্পানির সুপারভাইজারের সঙ্গে বিশেষ হৃদ্যতা বশত মনের ইচ্ছার কথাটা তাকে বলেন। তিনিই উপদেশ দেন যে স্কুলকে ঘর ভাড়া না দিয়ে নিজেই স্কুল খুলুন আপনার মায়ের নামে। তাঁর উপদেশকে শিরোধার্য করে ১৯৯১ সালে জানুয়ারি মাসে চারটে শ্রেণিকক্ষ ও চারজন দিদিমণি নিয়ে শুরু হয় চলন্তিকা নামক শিশু বিদ্যালয়ের টলমল পদচারণা। শিশুদের মাসিক ২০ টাকা ফি ধার্য হয়। দিদিমণিদের নামমাত্র পারিশ্রমিক দিয়েও কয়েক বছর ঘরের টাকা ভর্তুকি দিয়ে স্কুল চালান। ‘‘বাঙালির উদ্যোগ গড়ে আর মরে’’ আলিপুর বার্তার প্রতিষ্ঠাতা তরুণ গুহের এই ধারণা যাতে সত্য না হয় এই পণ ছিল সন্ন্যাসীবাবুর।

স্কুল শুরু থেকে ছুটি পর্যন্ত নিজে উপস্থিত থেকে শিশুদের পরিচর্যা করতেন। পড়াশুনার মান যাতে বাড়ে, সঙ্গে এক সাংস্কৃতিক পরিবেশ পায় শিশুরা তার সুবন্দোবস্ত করার আপ্রাণ চেষ্টার ফসল হল আজকের রজত জয়ন্তীবর্ষ উৎযাপন অনুষ্ঠান। বর্তমানে ৪০ জন শিক্ষিকা, গাড়ির চালক, হেল্পার নিয়ে আরও ৪০ জন নিয়োজিত আছেন। বর্তমানে তিনতলা স্কুল গৃহ। ১৪০০ ছাত্রছাত্রীও তাদের অভিভাবকগণ এবং ২৫ বছরের প্রাক্তন ছাত্র ও অভিভাবক সকলেই যেন একযোগে সামিল রজত জয়ন্তী উৎসবে। উৎসব কমিটির আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নামে উৎসর্গীত মঞ্চে একে একে ১২ নভেম্বর সকাল ১০টায় উপস্থিত হন বিদ্যানগর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সূর্যপ্রকাশ আগরওয়াল, ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজের বঙ্গভাষা সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান ডঃ নবকিশোর চন্দ, বিদ্যাসাগর কলেজের বাংলাভাষা সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান ডঃ বনানী চক্রবর্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক মধুসূদন চক্রবর্তী, সরিষা রামকৃষ্ণ মিশনের সহ সম্পাদক স্বামী দিব্য স্বরূপানন্দ মহরাজ। সকলের হাতে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে শুভ সূচনা হয় উৎসবের। তার আগে সকাল ৮ টায় রজত জয়ন্তী উৎসবের বোধন স্বরূপ এলাকায় এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সকলেই বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটি ও শিক্ষিকাদের সমন্বয়ের প্রশংসা করেন ও বিদ্যালয়ের আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন।

বিকাল ৪টায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন মওমা দল ব্যান্ড। ১৩ তারিখ সঙ্গীত পরিবেষণ করেন ইন্দ্রাণী সেন। এরপর শুরু হয় প্রাক্তন কৃতী ছাত্র সংবর্ধনা। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের নৃত্য, গীত ও নাটক অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ তারিখে দুপুরে বিশিষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের পদ ধূলিতে ধন্য হয় মঞ্চ। এছাড়াও সম্বর্ধিত হল ফলতা থানার বর্তমান ওসি, জেলাপরিষদের সদস্য ও কর্মাধ্যক্ষ মানবেন্দ্র রায়, অরুণ কুমার ভট্টাচার্য, শ্রীনাথ ইনস্টিটিউশনের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শঙ্কর নাথ জানা, অনলকান্তি ঘোষ, ভোলানাথ প্রামাণিক প্রমুখ শিক্ষকবৃন্দ। ৪টায় রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বনামধন্যা শ্রমতী শ্রাবণী সেন। উৎসব কমিটির সম্পাদক ও সঞ্চালক অমিয়কুমার সরদার এবং অপর মুখ্য সঞ্চালক অবশেষ দাসের শব্দ চয়নের মুন্সীয়ানায় অনুষ্ঠান জমে ওঠে।

হাওড়া এক্সপ্রেস

বৃদ্ধার আত্মহত্যা

বাপীলাল দে : হাওড়ার নরসিংহ দত্ত রোডের বিজয়ানন্দ পার্ক এলাকার একটি বহুতলের তিনতলা থেকে ৬২ বছরের বৃদ্ধা রঞ্জু রাণী দত্তের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকার চাঞ্চল্য তৈরি হয়। গত শনিবার ভোরে বহুতলের নিচের পিছনের দিকে বৃদ্ধার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকার বাসিন্দারা ব্যাটরা থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে মৃতদেহ তুলে নিয়ে গিয়ে ময়নাতদন্তে পাঠায়। মৃত বৃদ্ধার স্বামী বলরাম দত্ত, পুত্র, বউমা নাতি নাতনীদের সঙ্গে থাকতেন বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে। মাস কয়েক থেকে মৃতার সঙ্গে ছেলে বউমার প্রায়ই ঝগড়া–ঝাটি হতো বলে স্বামী বলরামবাবু জানান। তাই বৃদ্ধার মৃত্যুর পিছনে খুনির হাত আছে কিনা কিংবা বৃদ্ধার মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা নাকি আত্মহত্যা তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

ব্যাঙ্ক বন্ধের নোটিশে অশান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : নোট বাতিলকে কেন্দ্র করে হাওড়ার জগদিশপুরের একটি এসবিআই ব্যাঙ্কের সামনে ব্যাপক অশান্তির সৃষ্টি হয়। বিকেল পাঁচটার সময় আচমকা ব্যাঙ্কের গেট বন্ধ করার নোটিশ টাঙিয়ে দিলে তা দেখে ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যায় গ্রাহকদের। ফলে তারা নোটিশ ছিঁড়ে ফেলে ব্যাঙ্কের সামনে বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অন্যদিকে হাওড়ার লিলুয়ার জিটি রোডেও অবরোধ শুরু করেন স্থানীয় এসবিআই ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়েও নতুন নোট না পাওয়ায় ক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তারা। এক সময় নতুন নোট না পাওয়ায় জিটি রোড অবরোধ করতে বাধ্য হয় জনগণ। অন্যদিকে বেলুড় বাহালওয়ালা রোডের এক বস্ত্র ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সামান্য বস্ত্র কিনে হাজার টাকার নোট ধরালে বস্ত্র ব্যবসায়ী তা নিতে অস্বীকার করলে ক্রেতার সঙ্গে ঝামেলার সৃষ্টি হয়। বস্ত্র ব্যবসায়ী অল্পমূল্যের জামা কাপড় কিনে হাজার টাকার নোট ধরানোকে চালাকি বলে তা ভাঙিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। স্থানীয়দের হস্তক্ষেপেও বিক্রেতা তা মানেন নি।

খামখেয়ালী প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি : তখন রেলের ঘড়িতে ১২টা বেজে ৩৩ মিনিট। তার পরেও আপ ১২টা এগারোর হাওড়া–ব্যান্ডেল লোকাল আসার ঘোষণা জ্বলজ্বল করছে ডিসপ্লে বোর্ডে। অথচ লোকাল ট্রেন বেরিয়ে গিয়েছে প্রায় ২০ মিনিট আগে। যখন আপ হাওড়া–কাটোয়া লোকাল ট্রেনটি বেলুড় প্ল্যাটফর্মে ঢুকে গিয়েছে তখন সেই ডিসপ্লে বোর্ডের লেখা পরিবর্তন করে কাটোয়া ট্রেনের আগমনের লেখা প্রকাশ করা হয়। বেলুড় স্টেশনে কাটোয়া লোকাল ঢোকে বারোটা বেজে ৩৩ মিনিট নাগাদ। অথচ তার কোনও আগাম ঘোষণা ছাড়াই ট্রেনটি ঢুকে পড়ে বেলুর প্ল্যাটফর্মে। অন্যদিকে অনুরূপভাবে একবার মাত্র ঘোষণা করে একটি দূরপাল্লার থ্রুট্রেন বেলুড় প্ল্যাটফর্ম দিয়ে পাস করানো হয়। ট্রেনটি পুরোপুরি স্টেশন ছাড়িয়ে বেশ কিছু দূর চলে যাওয়ার পরেও মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে আপ লাইন দিয়ে একটি থ্রুট্রেন পাশ করবে। আপনারা সরে দাঁড়িয়ে নিরাপত্তা বজায় রাখুন। বেশ কয়েকজনকে দেখা গেল ট্রেন ধরার জন্যে তাড়াহুড়ো করে দৌড়ে প্ল্যাটফর্মে আসতে। ব্যান্ডেল লোকাল ধরবেন বলেও বেশ কয়েকজন বসে ছিলেন প্ল্যাটফর্মে। এই তুঘলকি প্রচার শুধু বেলুড়েই নয়। চলছে বালি, লিলুয়া এমন কি দমদম স্টেশনেও। এই খামখেয়ালি প্রচারের জন্য জীবনহানি ঘটার সম্ভাবনা প্রবল।

গ্যাস সিলিন্ডারের পাইপ লিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১১ নভেম্বর শুক্রবার রাত আটটার সময় গ্যাস সিলিন্ডারের পাইপ লিক করে আগুন জ্বলে যাওয়ায় এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়। ঘটনাটি ঘটে নিশ্চিন্দা থানার সাঁপুই পাড়া রবীন্দ্রপল্লির বাসিন্দা দেবা নন্দীর বাড়ির ভাড়াটিয়ার ঘরে। রাত সাড়ে আটটার সময় গ্যাস জ্বালিয়ে রান্না করতে যাওয়ার সময় আচমকা গ্যাস পাইপ লিক হয়ে গিয়ে আগুন ধরে গেলে তৎক্ষণাৎ বাড়ির লোক গ্যাস সিলিন্ডার বাইরে বের করে এনেই চিৎকার জুড়ে দিলে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন। ফলে এই যাত্রার রক্ষা পেয়ে যান পরিবারটি সহ আসে পাশের বাসিন্দারা। গ্যাসের তীব্রতা এতই জোরাল ছিল যে দমকল কর্মীদের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ বেগ পেতে হয়। অবশেষে বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় নয়নকুমার গুহ জানান ফোন করে দমকলে খবর দিলেও দমকল ভুল করে অন্য জায়গায় চলে যাওয়ায় তাদের আসতে দেরি হয়।

জ্যামজটে আটকে রুগি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেনা ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের লম্বা লাইনের দাপটে আটকে গেল এক রুগির গাড়ি। সকাল এগারোটা নাগাদ ঘোষপাড়া বাজার রোডের ওই ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের রাখা সাইকেলে অবরুদ্ধ হয়ে যায় রাস্তাটি। সকালে স্কুল যাওয়ার সময় ছাত্রছাত্রীদের ভিড় আর গ্রাহকদের রাখা সাইকেলের সাড়াশি চাপে কার্যত নাভিশ্বাস ওঠে এলাকার বাসিন্দাদের। সেই সময় ওই একই রাস্তায় একটি রুগির গাড়ি সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ হয়ে যায়। প্রায় ২০ থেকে ২৫ মিনিট গাড়িটি যাওয়ার সুযোগ না পাওয়ায় হস্তক্ষেপ করতে রাস্তায় নামেন এলাকার দুই তিনজন ব্যক্তি। তাদের মধ্যে এক মহিলা কার্যত ধাক্কা মেরে রাস্তাটি ফাঁকা করে দেওয়ায় রুগি সহ রুগির পরিবার গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পান।

নোটের ডামাডোলে সমুদ্রে মাছ ধরা বন্ধ

প্রথম পাতার পর

বাতিল নোটের জেরে গত কয়েকদিন রাজ্যের অন্যতম সামুদ্রিক মাছের আড়ত বেচাকেনায় সমস্যা তৈরি হয়। বেশ কয়েকবার বেচাকেনা বন্ধও হয়ে যায়। কিন্তু কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর, পাথরপ্রতিমা সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ধরা পড়া সব সামুদ্রিক মাছ এখানেই নিলামের জন্য আনা হয়। এখানে প্রায় দেড় লক্ষের বেশি মানুষ। সুন্দরবন সামুদ্রিক মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, ‘এখন পুরোদমে সামুদ্রিক মাছ ধরছে প্রায় আড়াই হাজার ট্রলার। প্রতিটি ট্রলার মাছ নিয়ে বিক্রির জন্য আড়তে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। সবপক্ষ অচল নোট দিতে চায়। কিন্তু সেই নোট প্রতিদিনের ব্যবহারে সমস্যা হওয়ায় আড়ত বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন মালিকরা।

কিন্তু পরে পুরনো নোট ২৪ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন পেট্রল পাম্পগুলো নেওয়ায় ট্রলার মালিকরা রাজি হন। কারণ জ্বালানি তেল কিনতে পুরনো নোট ব্যবহার করা যাবে।’ শ্রমিক কর্মচারিদের পক্ষে ধ্রুব কর্মকার বলেন, ‘নোটের সমস্যা আছে তা মানছি। কিন্তু এভাবে পুরো বাজার বন্ধ হয়ে গেলে না খেতে পেয়ে মরতে হবে শ্রমিক কর্মচারিদের। কারণ কাজ করলেই তবে এরা মজুরি পান।’

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : বিশ্বজিৎ পাল –৯৩৩৩১২৭৫৭৮, ৯৮০০১৪৬৬১৭

Alipur Barta: 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 5, 19 November - 25 November, 2016

হুগলি জেলার রাসোৎসবে বিপুল জনসমাগম

রিম্পি ঘোষ

কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে জমে উঠেছে রাস মেলা। হুগলি জেলাতে রাস মেলা বলতেই প্রথমে উল্লেখ করতে হয় শ্রীরামপুরের রাধাবল্লভজীর রাস। শ্রীরামপুরের মানিকতলার ঠাকুরবাড়ি বল্লভপুর স্ট্রিটে এই রাধাবল্লভজীর মন্দির। মন্দিরের প্রধান সেবাইত প্রদোষ চক্রবর্তী, দেবাশিস চক্রবর্তী ও সেবাইত অতৃত মুখার্জী। প্রধান সেবাইত ও সেবাইত অতৃত মুখার্জীর কাছ থেকে এই মন্দিরের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়, মুর্শিদাবাদের নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর রাজত্বকাল তখন। তাঁর নবাবীর অধীনে ছিল এই শ্রীরামপুর। সেই সময় এই ঠাকুরবাড়ি স্ট্রিটের নাম ছিল আকনাবাটী। মুর্শিদকুলি খাঁর প্রাসাদ থেকে প্রধান সড়কের দরজার ওপরে ছিল কষ্টি পাথরের এই রাধাবল্লভের মূর্তি। একদিন নবাব স্বপ্নাদেশ পান এই মূর্তিকে

গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়ার। পরের দিন নবাব তাই করলেন। অন্যদিকে এই আকনাবাটী অঞ্চলের ব্রাহ্মণ রুদ্ররাম পন্ডিত তিনি স্বপ্নাদেশ পান যে একটি কষ্টি পাথরের মূর্তি গঙ্গার জলে ভেসে চলে এসেছে। পরের দিন রুদ্ররাম পন্ডিত গঙ্গায় সেই মূর্তির দর্শন পান। সেই দিনই এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে সেখানে। জনশ্রুতি তিনি দেব শিল্পী বিশ্বকর্মা। তিনি এই রাধাবল্লভজীর মূর্তি গড়ে তোলেন। তখন তাঁকে গঙ্গার ধারে সাধারণ এক মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়। একদিন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ গঙ্গা পথে যাওয়ার সময় এই মন্দির দেখতে পান। খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন তাঁর ওই কষ্টি পাথরের মূর্তি থেকেই এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তখন তিনি এই মূর্তির ওপর তাঁর নিজের অধিকার এই মনে করে এই মূর্তি নিয়ে নিজের রাজ্যে চলে যান এবং সেখানে তিনি ঠিক এইরকমই ১০৮ টি মূর্তি তৈরি করান। মূর্তি ফেরত পাওয়ার জন্য রুদ্ররাম পন্ডিত নবাবের দরবারে যান।

সেখানে নবাব তাঁকে বলেন এই ১০৮ টি মূর্তির মধ্যে থেকে আসল মূর্তিটি চিনে নিতে। তখন রুদ্ররাম পন্ডিতের প্রার্থনায় সাড়া দেন ও রুদ্ররাম পন্ডিত দেখতে পান আসল রাধাবল্লভজী তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছেন। এইভাবে তিনি আসল রাধাবল্লভজীর মূর্তি চিনে নেন ও নবাব তাঁর এই দেব ভক্তি দেখে সন্তুষ্ট হয়ে ওই সমগ্র আকনাবাটী রাধাবল্লভজীকে দান করে দেন। পরে গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চল থেকে এই মূর্তি বল্লভপুর স্ট্রিটে স্থানান্তরিত হয়। নবাবের আমল থেকে ধরলে এই মূর্তি প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন। এই মন্দিরের প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন রাস উৎসবে রাধাবল্লভের মূর্তি প্রথম ও দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ধারে যান ও রাতে মন্দিরে ফিরে আসেন। তৃতীয় দিন ঠাকুর সারারাত গঙ্গার ধারের মন্দিরে থাকেন ও চতুর্থ দিন ভোরে পুজা হওয়ার পর গোষ্ঠবিহার করে নিজ মন্দিরে ফেরেন। তৃতীয় দিন ভোগ খাওয়ার পর ঠাকুর সারা দিন আহার করেন না ও চতুর্থ দিন রাতে তিনি ভোগ খান। ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হয় পাঁচ রকম ভাজা, অন্ন, ডাল, পোস্ত, আলুর দম, পুষ্পান্ন, ধোকার ডালনা, ছানার ডালনা, চাটনি, পায়েস, রসগোল্লা। ওইদিন প্রায় ২০,০০০ মানুষকে বিনামূল্যে ভোগ বিতরণ করা হয়। এর পাশাপাশি হুগলি জেলার বলাগড়ের শ্রীপুরের মিত্র মুস্তাফীদের বাড়ির রাস উৎসবও প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন। এছাড়া, হুগলি জেলার কোন্নগরের ছোটবহেরা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির রাসলক্ষ্মী পুজো এই বছর নবম বর্ষে পদার্পণ করল। এই রাস উপলক্ষ্যে সমিতির পক্ষ থেকে প্রায় ২০০ জন স্কুল পড়ুয়াকে পড়ার সরঞ্জাম ও প্রায় ৬,০০০ সাধারণ মানুষকে অন্নকূট বিতরণ করা হয়। খানাকূলের কৃষ্ণনগরের ঝিকিরা নিবাসী তপস্বী বাঞ্ছারাম রায় প্রবর্তিত শ্রী শ্রী গোপীনাথ জিউ মন্দিরে প্রায় ৩০২ বছরের রাস উদযাপিত হয়। পোলবা গ্রামের ভক্তি বেদান্ত আশ্রমের পরিচালনায় চারদিনব্যাপী শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের রাসোৎসব ও মেলার প্রধান আকর্ষণ ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান ও সুন্দরী কুমারীদের নৃত্যানুষ্ঠান।

রাসলীলা উৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ১৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় ''প্রয়াসের'' উদ্যোগে মধ্য কলকাতার মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ স্মৃতি বিজড়িত জাগ্রত গৃহদেবতা ''রাধাকৃষ্ণ'' মন্দির প্রাঙ্গনে ভক্তিমাতা ছবি গোস্বামীর পৌরোহিত্যে ও শম্পা মুখোপাধ্যায়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অষ্টাদশ বর্ষ ভগবান শ্রীশ্রী 'কৃষ্ণের'' রাসলীলা'' মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। প্রথমে সন্ধ্যারতির

পরে রাসযাত্রার মাহাত্ম্য ও শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র প্রেমলীলা সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সরোদবাদক ডক্টর ভূবেন্দ্রনাথ শীল। উদাত্ত কন্ঠে ভক্তিগীতি পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন প্রতিভাবান শিল্পী অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে তবলা ও পার্কাসন বাজিয়ে আপ্লুত করে গৌতম নাথ, সমীর রায় ও অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ছাড়া গান শুনিয়ে আনন্দ দেন বিশ্বনাথ সুর, শিপ্রা রায়, সুমা দাস, শিপ্রা চৌধুরী, মধুমিতা ভট্টাচার্য, সোমা চৌধুরী, অভীক দাস চৌধুরী, সুজন সেন রায় ও শ্রাবণী ভট্টাচার্য। শেষে অগণিত ভক্তগণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শান্তিপুরের রাসে থিমের মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা: নদিয়া জেলা মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জন্মস্থান। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তাই চিরকালই নদিয়া জেলাকে বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম পীঠস্থান হিসেবে গণ্য করা হয়। জেলার সর্বত্রই বৈষ্ণব

ধর্মের অসংখ্য নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শান্তিপুরের রাস। রাধা–কৃষ্ণের অধ্যাত্মিক প্রেমের সম্পর্ককে ঘিরেই এই রাসের উদ্ভব। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই রাস উৎসবও সাবেকিয়ানার সীমা ছাড়িয়ে রকমারি থিমের আকার ধারণ করেছে। এইবারের রাসে থিম কেন্দ্রিক মন্ডপগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল শান্তিপুর স্টেশন সংলগ্ন ঢাকাপাড়া রাস কমিটি এইবার প্রায় ৩০টি প্লাস্টিকের পুতুল ও প্রায় ২৭টি ফারের পুতুল দিয়ে চিলড্রেনস পার্ক তৈরি করেছে। শান্তিপুরের নবমিলন সংঘের ৬২ তম বর্ষে এইবারের নিবেদন 'মায়াজালে মা'। প্রায় ৩০০ টিরও বেশি মাটির হাঁড়ি উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। মহিষের মাথা, পদ্মফুল, মা দুর্গার মূর্তি এখানে মডেল হিসেবে দেখানো হয়েছে। শান্তিপুর বাইগাছি অগ্রগামী ক্লাবের মন্ডপের থিম লোকনাথ বাবার আশ্রম। খড় ও মাটির বিভিন্ন মডেল দিয়ে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনের বিভিন্ন কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ছিল শান্তিপুরের থানামোর রাসোৎসব কমিটির মন্ডপ। মাটির তৈরি বিষ্ণুর দশাবতার, চির শায়িত নিমাই, বুদ্ধ মূর্তি ইত্যাদি অসংখ্য মডেল দিয়ে সাজানো হয়েছে সমগ্র মন্ডপটিকে। মাত্র দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পিত এই কমিটির এবারের বাজেট ছিল প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। অভিনেতা জয় ব্যানার্জি ও অভিনেত্রী দেবিকা মুখার্জি এসেছিলেন মন্ডপসজ্জার বিচারক হয়ে।

লোকগান গেয়ে ভিক্ষা করেন দেব সেনাপতি কার্তিক

জয়িতা কুন্ডু : পরণে ধুতি, পাঞ্জাবী, মাথায় টোপর, হাতে ধনুক, গলায় মালা আর ঝুলছে একটা ময়ূর। এক্কেবারে মানস কার্তিক। আর তিনিও নিজেকে দেব সেনাপতি কার্তিক বলেই পরিচয় দিতে পছন্দ করেন। এই মানস কার্তিকের আসল নাম প্রদীপ কুমার সরকার। বাবা প্রয়াত শৈলেন্দ্র নাথ সরকার। সাকিন : গ্রাম উত্তর দুর্গাপুর, পোস্ট আমড়দহ, থানা–শ্যামপুর, জেলা–হাওড়া।

প্রদীপ দক্ষিণ–পূর্ব ট্রেনে কার্তিক সেজে লোকগান গেয়ে ভিক্ষা করেন। বেশ ভালো গানের গলা। প্রদীপের বাবা ছিলেন একজন নামকরা থিয়েটার পরিচালক, যিনি এক সময় কলকাতা সহ বিভিন্ন জায়গায় দক্ষতার সঙ্গে নাটক পরিচালনা করেছেন। নিজের জন্মভিটেতেও যাত্রা–থিয়েটার প্রসারের জন্য গঠন করেছিলেন মিলনী সংঘ নামক একটি ক্লাব। ক্লাবটি যদিও এখনও আছে, কিন্তু সেই যাত্রা থিয়েটারের রেওয়াজ আর নেই। শৈলেন্দ্র নাথ এক সময় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কেও থিয়েটারে সহায়তা করেছেন বলে জানা যায়। কার্তিক সংক্রান্তিতে ঘরে ঘরে যখন পুত্র সন্তান কামনায় কার্তিক ঠাকুরের আরাধনা করা হচ্ছে তখন আমরাও দেখতে গেলাম কেমন করে দিন কাটাচ্ছেন এই মানস কার্তিক! বছর পঁয়তাল্লিশের দেবসেনাপতি কার্তিক অর্থাৎ প্রদীপ কুমার

জানালেন তাঁর পরিবার এক সময় কলকাতার হাতিবাগান এলাকায় বসবাস করত। তিনি কলকাতার একটি নামকরা স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। প্রদীপের বর্তমান বাসস্থান তাঁর গ্রাম উত্তর দুর্গাপুর। সেখানে 'পঙ্কজিনী আলয়' নামক একটি ভগ্নপ্রায় বাড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই তাঁর। নেই কোনও রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড বা আধার কার্ড। তাঁর স্ত্রীও তাঁকে ছেড়ে গিয়েছেন অনেক দিন আগেই। এক বিবাহিত দিদি থাকলেও তাঁর সাথে কোনও যোগাযোগ নেই প্রদীপের। মানসিকভাবে বেশ কিছুটা বিপর্যস্ত প্রদীপ জানালেন দুঃখ ভুলতেই নাকি তিনি এমনভাবে থাকেন।

উত্তর দুর্গাপুরের পাশের গ্রাম ছোট ঘুঘুবেড়িয়ার দত্ত পরিবার প্রদীপের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দত্ত পরিবারের তিনভাই সুপ্রিয়, সৌগত ও সরিৎ দত্ত প্রদীপকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এছাড়াও আমরাদহ পঞ্চায়েত প্রধান জয়ন্ত পাত্র প্রদীপকে তাঁর পরিচয় পত্র তৈরিতে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মন্ডল জানালেন, উনি প্রদীপের ঘটনা জানেন না, তবে প্রদীপ ওঁনার কাছে গেলে উনি প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং প্রদীপকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরেও যোগাযোগ করিয়ে দেবেন। প্রদীপ কুমার সরকার যদি যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তবে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা হবে বলে জানালেন উলুবেড়িয়া মহকুমার তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের আধিকারিক অনন্যা মজুমদার।

আপনজন সমীরদা চলে গেলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : এমন কিছু বয়স হয়নি। ৭০–এর আশেপাশেই হবে। তবে এবছরের মাঝামাঝি থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কিডনি সংক্রান্ত সমস্যায়। তাও গত ৭/৮ নভেম্বর সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মোবাইলে কথা হয়েছে, বলেন 'এখন ভাল আছি' কিন্তু এ কেমন ভাল থাকা? ১০ নভেম্বর চলে গেলেন। নাকি যেহেতু দক্ষ (শৌখীন) জাদুকর ছিলেন তাই এক চমকপ্রদ জাদু দেখালেন? এই আছি, এই নেই?...

সমীর গুহ ঠাকুরতা থাকতেন নিজস্ব পৈত্রিক বাসভবনে। বড়িশা দমকলের ঠিক উল্টোদিকের গলিতে। উদয়ন পল্লিতে। থাকতেন সহধর্মিনী (নিঃসন্তান দম্পতি) ও অবিবাহিত ভাইকে নিয়ে। পৈত্রিক আবাসনটিকে রূপান্তরিত করেন বিরাট অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে। তিনতলায় সুন্দর ফ্ল্যাট। বিরাট সুসজ্জিত সভাঘর (বাতানুকুল); দেওয়ালে টাঙানো বর্ণময় ইজিপ্টসিয়ান মুর্যাল। পিলারের গায়ে নিজের হাতে করা নানান চিত্র, হাতুড়ি আর বাটালি দিয়ে যা সমীর তৈরি করেন। এই ঘরেই বসত প্রতিমাসের দ্বিতীয় রবিবার জাদু আড্ডা।

এই আড্ডায় যোগদান করতেন কখনও ১০ জন জাদুকর, আবার কখনও ৭০ জন। জাদুকরেরা আড্ডায় জাদু নিয়ে আলোচনা করতেন। নানান জাদু দেখাতেন, নিজেদেরকে পরস্পরের হাতে দেখা নানা খেলা থেকে আরও সমৃদ্ধ করতেন। (আড্ডা ১৪ বছরে পড়েছে)। এই আড্ডায় ইংল্যান্ড ও জার্মানিতে বসবাসকারী জাদুকরদ্বয় এম কে দত্ত, এ নন্দী অতীতে যোগদান করেছেন। ইংল্যান্ড থেকে জেমস ওয়ার্ড, রণ চ্যাটবার্নও আড্ডায় যোগদান করেন (কলকাতা, চন্দননগরে জাদুকর সম্মেলনে এরা সবই যখন যোগদান করতেন, তখনই তাঁরা সমীরবাবুর প্রতিষ্ঠিত জাদু আড্ডায় আসতেন)। ফিরে গিয়ে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক জাদু পত্র পত্রিকার এই আড্ডার বিরাট প্রশংসা করে সংবাদ প্রকাশ করেছেন (আলোকচিত্র সহ)।

অন্যদিকে অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে (অরুণবাবু ও সমীরবাবু দুজনে একই কোম্পানি তথা সিইএসসিতে চাকরি করেছেন, সেই সূত্রেই দুজনের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, যদিও অরুণবাবু বয়সে সমীরবাবুর থেকে অনেকটাই বড়)। সমীর কয়েক বছর আগে নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির (আলিপুর বার্তা, ৫০ বছরে পা দেওয়া সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের প্রকাশনা সংস্থা) বিবেক নিকেতনে এক সভায় যোগদান করেন। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা তরুণ ভূষণ গুহর সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে মুগ্ধ হন। সমাজ সেবার কাজে যুক্ত হয়ে যান সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হয়ে। সেই শুরু। শেষদিন অবধি এই সংগঠনকে নিজের সংগঠন বলে মনে করতেন। আর তাই তাঁর বাসভবনে উপরোক্ত সভাঘরে আলিপুর বার্তার তরুণ–তরুণী, শিক্ষার্থী সাংবাদিকদের নিয়ে কর্মশালা ছাড়াও নানা সভা অনেকবার অনুষ্ঠিত হয়। বস্তুত তার স্থাপিত 'বড়িশা জাদু আড্ডা'র বাইরে একমাত্র আলিপুর বার্তা/নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সভা করতে দিতেন তার বাড়িতে।

আজ তাঁর একাকীত্বের মুহূর্তে বড়িশার জাদু আড্ডায় যাঁরা নিয়মিত যোগদান করতেন তাঁরা, নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির পরিবারের সকল সদস্য শ্রীমতি গুহঠাকুরতার পাশে আছেন; ভাই অসিতের পাশেও আছেন। সমীর গুহঠাকুরতা আপনি হারিয়ে যাওয়ার মানুষ নন, আপনি চিরকাল থাকবেন আমাদের মাঝে।

উল্লেখ্য, বড়িশার জাদুর আড্ডায় স্বয়ং তরুণ ভূষণ গুহও একবার যোগদান করেছিলেন, উপস্থিত জাদুকরদের মুগ্ধ করেন তাঁর জাদুপ্রীতির নানা কাহিনী শুনিয়ে। কখনও কখনও জাদু প্রেমিক কবি, লেখকেরাও ওই আসরে যোগদান করতেন। 'জাদু'–র কথা নিয়েই...।

বাঁশবেড়িয়ার কার্তিক পুজো মন্ডপ দার্জিলিঙ–কম্বোডিয়ার অঙ্কোরভাট মন্দিরে সজ্জিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: আসন্ন শীতে দার্জিলিঙে যেতে চান? অথবা দেখতে চান বিশ্বের সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ মন্দির কম্বোডিয়ার অঙ্কোরভাট মন্দির? তাহলে অতি অবশ্যই আসতে হবে বাঁশবেড়িয়ার কার্তিক পুজোতে। বাঁশবেড়িয়ার অভিযাত্রী সংঘের পুজা এই বছর ৪২ তম

বর্ষে পদার্পণ করল। এইবারের মন্ডপের থিম 'দার্জিলিং'। এই থিম গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন মডেল দিয়ে টয় ট্রেন, ঘুম স্টেশন ইত্যাদি গড়ে তোলা হয়েছে। বাঁশবেড়িয়ার কিশোর সংঘের ৪৯তম বর্ষে কার্তিক পুজোর মন্ডপটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ মন্দির কম্বোডিয়ার অঙ্কোরভাট মন্দিরের আদলে নির্মিত হয়েছে। মন্ডপটির উচ্চতা প্রায় ৬৫ ফুট। শিবাজী সংঘ ও জুনিয়র নীল বালক সংঘের ৫৬ তম বর্ষে কার্তিক পুজা মন্ডপটির থিম 'ব্যাঙের দেশে ব্যাঙের বিয়ে'। আজকাল গ্রামের সেই বন্য পরিবেশ, ব্যাঙের ছাতা আর দেখা যায় না। তাই এই থিম তৈরি করা হয়েছে এমনটাই বক্তব্য উদ্যোক্তাদের। বাঁশ, হোগলার চাটাই ও মাদুর দিয়ে প্রায় ৩৬ টি ব্যাঙের মডেল তৈরি করে মন্ডপটিকে সাজানো হয়েছে। জুনিয়র বালক সংঘের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে এইবারের কার্তিক পুজা মন্ডপের থিম ছিল 'মাটি তোদের ডাক দিয়েছে'। বুদ্ধ মূর্তি, মাটির হাতি, ঘোড়া, গরুর গাড়ি, প্রায় হাজার খানেক মাটির ছোট পুতুল দিয়ে এই মন্ডপটি গড়ে তোলা হয়েছে। মন্ডপের উদ্বোধন করেন সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত, লিগাল এইড ফোরামের সর্বভারতীয় সম্পাদক আইনজীবী জয়দীপ মুখার্জী প্রমুখ। পুজার বাজেট প্রায় ১৬ লাখ টাকা। বিসর্জনের দিন আলোকসজ্জায় লাইট অ্যান্ড সাউন্ড, লাইট অ্যান্ড শ্যাডো ও লাইট ও স্মেল এই তিন ধরনের চমক থাকবে। সঙ্গে থাকবে অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী ওড়িশার 'শঙ্কর' গ্রুপের নৃত্য। ৬৭ তম বর্ষে পদার্পণকারী নারায়ণতলা কার্তিক পুজো কমিটির বিসর্জনের আলোকসজ্জার থিম পশু পাখি। ৪১ তম বর্ষে 'অনির্বাণ' জামাই কার্তিক পুজো কমিটির মন্ডপ 'কলকাতা হাইকোর্ট'–এর আদলে গড়ে উঠেছে। হাইকোর্টের ভেতরে 'নারী নির্যাতনের প্রতীকি বিচার চলছে। বিসর্জনের আলোকসজ্জার থিম 'সামুদ্রিক প্রাণী'। সেখানে থাকবে কাঁকড়া, কচ্ছপ, অক্টোপাস, ঝিনুক ইত্যাদি।

টিফিনের খরচ বাঁচিয়ে বাবার কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের স্বপ্নপূরণ মেয়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা কাকদ্বীপ: আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের সঙ্গে খুব বেশি তফাৎ নেই হরিপদ দাসের। কাকদ্বীপের কালনাগিনী নদীর চরে দক্ষিণ গোবিন্দপুরে একট ১০ ফুট ২২ ফুটের টিনের ছাউনি দেওয়া দরমার বেড়াতে তার বাস। স্ত্রী কাকলি ও দুই মেয়েকে নিয়ে তার টানাটানির সংসার। স্থানীয় কাকদ্বীপ বাজারে একটি পাইকারি শাড়ির দোকানের কর্মচারি হরিপদ। মাস গেলে বেতন ৬ হাজার টাকা। অভাবী হরিপদর কবিতা লেখার নেশাটাই আলাদা করে দিয়েছে আর পাঁচজনকে। দীর্ঘ কুড়ি বছরের বেশি সময় ধরে ১০০টিরও বেশি কবিতা লিখে ফেললেও ইচ্ছা থাকলেও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করা শুধুই স্বপ্নই ছিল তার কাছে। কিন্তু বাবা হরিপদর সেই স্বপ্নকে সার্থক করতে ছোট মেয়ে কলেজ পড়ুয়া পাপিয়া গোপনে পরিকল্পনা করে ফেলেছিল। বাবাকেও টের পেতে দেয়নি কাকদ্বীপ কলেজের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া মেয়ে। কলেজে যাওয়ার জন্য মেয়েকে প্রতিদিন কুড়ি টাকা করে দিতেন বাবা। বেশিরভাগ দিন টিফিন না খেয়ে টাকা জমিয়ে রাখত পাপিয়া। এমনকি দুবছর পুজোয় নতুন জামাকাপড় কেনার জন্য পাওয়া ১ হাজার টাকাও জমিয়ে রেখেছিল পাপিয়া। এর মধ্যে হরিপদর থেকে কবিতা লেখার ডায়েরিটা চেয়ে নেয় মেয়ে। এক বন্ধুর থেকে একটি প্রচ্ছদও আঁকিয়ে নেয় পাপিয়া। বুধবার বাবাকে নিয়ে স্থানীয় রয়্যাল ডেলিগেট ক্লাবের জগদ্ধাত্রী পুজোর মন্ডপে চলে আসে পাপিয়া। তারপর মন্ডপে বাবাকে অবাক করে দিয়ে রঙিন মোড়কে মোড়া একটি

কবিতার বই উপহার দেয় মেয়ে। হরিপদ বইটা খুলে দেখেন তাঁরই লেখা কবিতার কাব্যগ্রন্থ 'দ্যুতি সূর্যাধিক'। ৩২পাতার এই কাব্যগ্রন্থে ২৫টি কবিতা আছে। কবিতায় ফুটে উঠেছে ওপার বাংলা থেকে ছিন্নমূল হয়ে চলে আসা শৈশব, জাতপাত ও নারী স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো সওয়াল। একসময় হুগলির কুন্তিঘাট এলাকায় ছোটবেলা কেটেছে হরিপদর। অভাবের সংসারে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনো। তারপর সংসারের চাপে দোকানে কর্মচারির কাজ নেওয়া। বছর কুড়ি বয়স থেকে তার কবিতা লেখা শুরু। এখন দোকানে ফাঁকেই তিনি তার প্রিয় কবিতা ডায়েরিটা নিয়ে বসে যান। তার নদীরচরের বাড়ির চারদিকে মৎস্যজীবী পরিবারের বাস। তিনি নিজেও মৎস্যজীবী।

তার কবিতাতে তাই মৎস্যজীবী জীবনের দুঃখ, দুর্দশা অনিবার্যভাবে চলে আসে। হরিপদ জানালেন, 'গত বছর পুজোয় প্রথম তিনটি কবিতা প্রকাশ পায়। কাব্যগ্রন্থ করার ইচ্ছা অনেকদিনের। কিন্তু সামান্য উপার্জনে তা সম্ভব ছিল না। মেয়ে টিফিনের খরচ বাঁচিয়ে ৫ হাজার টাকা জমিয়ে বই প্রকাশ করল।' কথাগুলো বলার ফাঁকে চোখটা ছলছল করে উঠছিল কবি হরিপদ দাসের।

আয়োজিত হল কার্তিক পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রাচীনে কথিত আছে যে কার্তিক ঠাকুর হল বংশ মর্যাদায় অধিষ্ঠাতা দেবতা। তাই প্রতি বছর এই পুজো খুব জাঁক জমকভাবে বাঙালির ঘরে ঘরে পুজিত হয়ে থাকে। সবরকম নিয়ম কানুন পুজোর বিধি মেনে বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি

বিভাগের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ অজয় কুমার মাইতি পঁচাত্তর বছর বয়সে মহাসমারোহে তার বাড়িতে কার্তিক পুজো পালন করল। দ্বিতীয় বর্ষ পুজিত এই পুজোর মূল বার্তা ছিল জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব দলীয় মানুষের একত্র মিলন। প্রতি বছর যাতে এইভাবেই পুজোর মাধ্যমে বারুইপুর মানুষের মধ্যে মিলন ঘটাতে পারেন, এই বাসনা রাখেন অজয়বাবু উপস্থিত ছিলেন জেলাপরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আবুতাহের সর্দার, পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বারুইপুর ব্লক ডেভেলপমেন্টের জয়েন্ট বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির আরও সদস্যরা। প্রায় দুশো তিনশো জনসাধারণ এই পুজোর বার্তা প্রশস্ত করে।

আলিপুরবার্তার সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষে
জানাই শুভেচ্ছা
আলিপুর বার্তার আরো শ্রীবৃদ্ধি প্রার্থনা করি

সৌজন্যে
দিলীপ মন্ডল
বিধায়ক, বিষ্ণুপুর
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

মাঙ্গলিকী

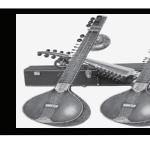
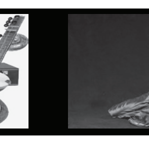

স্বামী অভেদানন্দের জন্মের ১৫০ বছর উদযাপনের সূচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা তিনি। সেই স্বামী অভেদানন্দের জন্মের ১৫০ বছরের উৎসবের সূচনা হল গত ২ অক্টোবর রবিবার, সন্ধ্যা ৬–৩০ মিনিটে অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে'। মঠের সভাধ্যক্ষ স্বামী বুধাত্মানন্দজী প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সূচনা করেন। সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন শান্তিনাথ ঘোষ। স্বাগত ভাষণ দেন সমীর কুমার বসু। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মিশনের (বেলুড় মঠ) সহ অধ্যক্ষ স্বামী বাগিশানন্দজী। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের (বেলুড় মঠ) সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দজী। দুই বক্তাই অত্যন্ত সুন্দরভাবে স্বামী অভেদানন্দের জীবনের নানা দিক তুলে ধরে তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন। অন্যতম বক্তা ছিলেন ডাঃ শান্তিনাথ চট্টোপাধ্যায়। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করলেন অরিন্দম মুখোপাধ্যায়। সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করলেন ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি তাঁর লেখা ''বীর সন্ন্যাসী অভেদানন্দ শরণাগত তব চরণে'' গানটি পরিবেশন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের সাধারণ সম্পাদক স্বামী পরমাত্মানন্দজী। তিনিই ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কাজটি করেন। তারই সম্পাদনায় ''চিন্তানায়ক অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ'' প্রকাশ করেন স্বামী বাগিশানন্দজী। এই গ্রন্থটিতে স্বামী অভেদানন্দের জীবন অসাধারণভাবে ফুটে উঠেছে। সমস্ত বক্তা, অতিথিবরণ করা হয় স্মারক উপহার হাতে তুলে দিয়ে। ভক্ত মন্ডলীর ভিড় চোখে পড়ার মত। সারা বছর ধরে বিভিন্ন মাসে উৎসবের অঙ্গ হিসাবে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অভেনন্দজীর অন্যতম বড় কৃতিত্ব হল মৃত্যুর পর মানুষের কি অবস্থান হয় তা চিত্রসহকারে নিজের গ্রন্থে তুলে ধরেছেন তিনি। 'মরণের পরে' এই গ্রন্থে মৃত্যুর পর বহু বিখ্যাত মানুষ থেকে সাধারণ মানুষের আত্মা কি অবয়বে রয়েছেন তাঁর চিত্র ফুটে উঠেছে।

পুতুল তৈরির আঁতুরঘর

কল্যাণী ঘোষ: গ্রাম বাংলার কুটিরশিল্প জগদ্বিখ্যাত। বহু মানুষের কর্মসংস্থান তথা আর্থিক স্বনির্ভরতা নির্ভর করে এই কুটিরশিল্পের ওপরে। কুটিরশিল্প বলতে রকমারি হস্তশিল্প সারা রাজ্যের ইতি–উতি সর্বত্র ছড়িয়ে – ছিটিয়ে রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলশিল্প। কৃষ্ণনগরের ঘূর্ণি এই মাটির পুতুল তৈরির জন্য বিখ্যাত। কৃষ্ণনগর ষ্টেশন থেকে টোটো করে প্রায় মিনিট পনেরো গেলেই ঘূর্ণি। ঐ এলাকার প্রায় ২০০টি পরিবার এই পুতুল তৈরির পেশার সঙ্গে যুক্ত। আনাচে – কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে মাটির মূর্তি তৈরির কারখানা ও দোকান। এমনই এক রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত মৃৎশিল্পী সুবীর পাল জানান, বংশপরম্পরায় প্রায় পাঁচ পুরুষ ধরে তাঁরা এই পুতুল তৈরির কাজ করে আসছেন। সুবীরবাবুর বাবা স্বর্গীয় বীরেন পাল ১৯৮২ সালে, জ্যাঠামশাই গণেশ পাল ১৯৮৫ সালে এবং জ্যাঠতুতো দাদা তরিৎ পাল ২০১২ সালে পুতুল তৈরিতে অসামান্য প্রতিভার জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান। পূর্বপুরুষদের এই কাজ করতে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এই পুতুল তৈরির পেশা বেছে নেন। মাত্র ছয় বছর বয়সেই তিনি এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। গত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে সুবীর পাল এই পুতুল তৈরির কাজ করে আসছেন। পরিবারে আছেন মা ছায়ারাণী পাল, স্ত্রী স্নেহকণা পাল ও মেয়ে সহেলী পাল। সুবীরবাবুর তৈরি পুতুল কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যে রপ্তানি হয়। বিদেশের বাজারেও তাঁর পুতুলের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। বিশেষত লন্ডন, আমেরিকা ও পেনে এই সব পুতুল রপ্তানি হয়। মাটির পুতুল তৈরি করার পাশাপাশি সহজে ভাঙে না ও বহন করতে সুবিধা হয় এমন ফাইবার গ্লাসের মূর্তি সুবীরবাবু তৈরি করে থাকেন যা বিদেশে রপ্তানি হয়। এই ফাইবার গ্লাসের মূর্তির মধ্যে দুর্গা মূর্তি ২০১৫ সালে নিউইয়র্ক, কানাডা, ওয়াশিংটনে, জার্মানি ও জাপানে সরস্বতী মূর্তি উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাওয়ার পাশাপাশি পুতুল তৈরিতে অসামান্য দক্ষতার কারণে ১৯৮২ সালে লন্ডনে আয়োজিত 'ইন্ডিয়ান ফেষ্টিভ্যাল', ১৯৮৫ সালে আমেরিকাতে, ২০০৭ সালে জার্মানি ও স্পেনে সরকারি পক্ষ থেকে যাওয়ার সুযোগ পান তিনি। সুবীরবাবুর বাড়িতে তাঁর পুতুলের একটি শোরুম ও আন্যত্র একটি কারখানা আছে। তাঁর অধীনে প্রায় ৫–৬ জন স্থায়ী শ্রমিক কাজ করে। তাদের মাস মাইনে প্রায় ৬,০০০ টাকা – ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত। অক্টোবর–ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত কাজের খুব চাপ থাকে। তখন প্রয়োজনে ২ জন আবার কখনও ৪ জন শ্রমিককে চুক্তিতে ভাড়া করে আনতে হয়। তাদের নূন্যতম মাসিক বেতন প্রায় ২০০টাকা থেকে ১,২০০ টাকা পর্যন্ত। বছরের অন্যসময় বর্ষ ও গরমে কাজের চাপ কম থাকে। তখন শখের কিছু কাজ করিয়ে নিয়ে তা ষ্টক করা হয় ও এইভাবে কারিগরদের দৈনিক রোজগার হয়। পুতুল তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুবীরবাবু জানান, আমরা পুতুল তৈরিতে পরিবেশ বান্ধব রং ব্যবহার করে থাকি। তবে পুতুলের চোখ আঁকার মত সূক্ষ্ণ কাজে ব্যবহৃত রং সম্পূর্ণভাবে সীসামুক্ত করা যায়নি। পুতুল তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণের দাম প্রত্যেক বছর বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিকের মজুরিও বাধ্য হয়ে বাড়াতে হয়। মৃৎশিল্পীদের বিভিন্ন দাবি পূরণের জন্য সংগঠন আছে। তবে তা না থাকার মতই। তবে সরকারি তরফে মৃৎশিল্পীদের সুবিধার জন্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্রেডিট কার্ড তৈরি করা, বিভিন্ন মেলাতে বিনামূল্যে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া, এর জন্য সরকারের কাছ থেকে খরচাপাতি পাওয়া ইত্যাদি কারণে মৃৎশিল্পীদের খানিকটা সুবিধা হয় বলে সুবীরবাবু জানান।

শারদ সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠান

শব্দ কিরণের

নিজস্ব প্রতিনিধি : জনাই থেকে প্রকাশিত ১০ বছরে পৌঁছে যাওয়া মাসিক সাহিত্য পত্রিকা শব্দ কিরণের শারদ সংখ্যার প্রকাশ ঘটল গত ৪ঠা অক্টোবর জীবনানন্দ সভাঘরে। সঞ্চালনায় ছিলেন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সমরজিত চক্রবর্তী, সাথে ছিলেন সহ সম্পাদক পুষ্পা চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানের নির্দেশনায় ছিলেন পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি শ্রদ্ধেয় ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে আসন গ্রহণ করেন ঋষিণ মিত্র, ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন, ঈশিতা ভাদুড়ি, সবিতা বেগম। পরে আসেন আবদুস সুক্কুর খান ও মৃণাল বসু চৌধুরী; এঁরাও মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে আসন গ্রহণ করেন। বিশিষ্ট অতিথিদের হাতে পুষ্প স্তবক তুলে দেয় শ্রীমান অরিত্র চক্রবর্তী। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন অভিজিত বটব্যাল; গাইলেন 'দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে'। এরপর বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ তাঁদের বক্তব্য রাখেন। ঋষিণ মিত্র বলেন, লিটল ম্যাগাজিনের একটা প্রতিবাদী চরিত্র থাকে, সদা সুস্থ সাহিত্য–সংস্কৃতি চর্চার পক্ষে। শব্দ কিরণের যেন এই চরিত্রটিই বজায় রাখে। সবিতা বেগমের বক্তব্য কবিতার ভিতর দিয়ে ফুটলো; শোনালেন স্বরচিত কবিতা, 'মা দুর্গা', 'আমি কুসুম'— দুটি কবিতার ভিতর দিয়েই ফুটলো নারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ— যেন ঋষিণ মিত্রর বক্তব্যকেই নিজের কবিতার মধ্যে দিয়ে নিজের মতন করে বললেন— ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন তাঁর ভাষণে বললেন, শব্দ কিরণ সভায় উপস্থিত সকলের 'নিজস্ব' পত্রিকা। সবিতা বেগমের গুণাবলী হিসাবে জানালেন তিনি শর্ট ফিল্মের অভিনেত্রী। কলকাতার ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সবিতা বেগমের জীবনসঙ্গী জয়ন্ত রসিকের পরিচালনায় প্রস্তুত ফিল্ম ও ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে দেখানো হয়। পশ্চিম পুঁটিয়ারীর তরুণ দল ক্লাবের প্রতি মাসের মাসিক সাহিত্য সভার কথাও বললেন, যে মাসিক সভা ১৪ বছরে পড়েছে। দুর্গা পুজো মাত্র ৩ দিন বাকি। তাই ডঃ বর্ধন সংক্ষেপে বললেন বিষ্ণুপুরে মল্ল রাজাদের ইতিহাস সমৃদ্ধ দুর্গাপুজোর কথা সব মিলিয়ে এক অতি সমৃদ্ধ ভাষণ দিলেন ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। এই মঞ্চেই এদিন সাহিত্যিক, প্রধান শিক্ষক (সাপুইপাড়া হাই স্কুল) ও আলিপুর বার্তার নিয়মিত লেখক (প্রবন্ধক), চেতলার বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সুবোধ কুমার চৌধুরীকে জনসমুদ্র পত্রিকার তরফে 'অরুণা বর্ধন স্মারক সম্মান' প্রদান করা হয়। অন্যদিকে ডঃ বর্ধনের হাতে শুভেচ্ছা পত্র তুলে দিলেন তারুণ্য পত্রিকার সম্পাদক, সুসাহিত্যিক সুকুমার মন্ডল।

এদিন স্বরচিত পাঠে আবৃত্তিতে, গানে অংশগ্রহণ করলেন বহুজন, আসর অত্যন্ত 'বর্ণময়' হলো। শারদসংখ্যা শব্দকিরণের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল প্রথম পর্বেই।

শুভ প্রত্যাশার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩রা অক্টোবর শুভ প্রত্যাশা পত্রিকার সম্পাদক কবি বুদ্ধদেব নাগ মজুমদারের বাসভবনে পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠানে ৭ জন কবি, লেখক জমায়েত হন— অতি ঘরোয়া পরিবেশে পত্রিকার প্রকাশ ঘটে, সকলের হৃদয়ের উষ্ণতায় আসর ছিল 'উষ্ণ'... আসরের সঞ্চালক পত্রিকার সম্পাদক, বুদ্ধদেববাবু সকলকে স্বাগতঃ ভাষণে পরিবারের 'সদস্য' করে নেন (পরে সকলে এদিন বাড়িতে অনুষ্ঠিত পূজার ভোগ–প্রসাদ 'গ্রহণ' করেন)।

আসর শুরু হল সুব্রতা সাহার উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে; তিনি গাইলেন 'ভুবনজোড়া আসনখানি' রবীন্দ্রসঙ্গীত। এরপর শুভ প্রত্যাশার শারদ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন সুসাহিত্যিক সুকুমার মন্ডল। এরপরেই শুরু হল নানান পাঠ। শেফালি সরকার শোনালেন স্বরচিত কবিতা, 'মা দুর্গা'; সুন্দর শব্দ চয়নে গঠিত কবিতাটি খুবই মননশীল রচনা। আরও শোনালেন তাঁর কবিতা, 'কেউ বোঝেনা'। কবি, আবৃত্তিকার উদয় চক্রবর্তী প্রথমে শোনালেন তাঁর কবিতা, 'আরেকটা যুদ্ধ' পরে 'পাঠ করলেন শ্রীজাতর কবিতা 'শহিদ'। 'কবি' ও 'আবৃত্তিকার' একই মাত্রায় উজ্জ্বল রইলেন (যা সচরাচর দেখা যায় না)। সুব্রতা সাহা শোনালেন অসাধারণ মননশীল স্বরচিত কবিতা, 'শ্বেত পদ্ম'। আরও একটি কবিতা শোনালেন আবুল কালামকে শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে। সুজিত দেবনাথ শোনালেন তীক্ষ্ণ অভিব্যক্তি সমৃদ্ধ দুটি স্বরচিত কবিতা, 'নৃশংসতা' ও 'দুঃস্বপ্ন'। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন শুভ প্রত্যাশায় প্রকাশিত তাঁর কবিতা। 'তোর জন্মদিনে', পরে পাঠ করলেন শারদীয় আলিপুর বার্তা শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত পি সি সরকার জুনিয়রের কবিতা, 'কে শক্তি নাকি?' এবং উদয় চক্রবর্তীর কবিতা, 'ঘর'। সঞ্চালক বুদ্ধদেব নাগ মজুমদারের স্বরচিত কবিতা, 'ভুলে যাও' ছিল জীবনের সংগ্রামের দিনগুলির কথা, যা সকলের মন ছুঁল। এদিন বুদ্ধদেব বাবু 'অগ্নিবীণা বাজাও তুমি' রবীন্দ্রসঙ্গীতটিও শোনালেন প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা... শারদীয় আলিপুর বার্তা সাহিত্য সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর গল্প 'আজকাল বিমলবাবু' পাঠ করলেন সুকুমার মন্ডল। আজকের যুবক–যুবতীদের কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝেও চিরকালীন প্রেম কিন্তু হারিয়ে যায়নি— আবার সেই প্রেম যখন বিবাহসূত্রে গেঁথে দেয় দুটি প্রাণকে, তা আবার দুটি পরিবারের সম্পর্কে বয়ে আনতে পারে সুবাতাস। তার এক সেরা নিদর্শন হল সুকুমার মন্ডলের এই গল্পটি, আর হ্যাঁ গল্পটির পরতে পরতে আছে সুকুমার মন্ডলের নিজস্ব কৌতুক রসের পরিমার্জন... অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানলেন সুজিত দেবনাথ 'একি লাবণ্য' রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনবদ্য পরিবেশনে...

আরও : এই আসরের 'জননী' পত্রিকার সহঃ সম্পাদক সোনালি নাগ মজুমদার এদিন অনেক 'উজ্জ্বল' ছিলেন, কারণ ছেলে সুদূর পুণে থেকে তখন ঘরে এসেছে; সে এদিন আসরে উপস্থিতও ছিল কারণ ছোট থেকে সেও সাহিত্য সংস্কৃতি অনুরাগী।...

গ্যালারি থেকে

সুমিত দাশগুপ্ত : সম্প্রতি একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের নর্থ গ্যালারিতে শিল্পী রতন আচার্যের চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক স্বামী সূপর্ণা নন্দ। বর্তমানে ভারতীয় চিত্র রীতিতে যেসব শিল্পীরা কাজ করেছেন রতন আচার্য তাদের মধ্যে অন্যতম। তার শিল্পগুরু অবন ঘরানার শিল্পী প্রয়াত মৃণালকান্তি দাশের দীর্ঘদিন সান্নিধ্যে থেকে তিনি বাড়িতে চিত্র রীতির কলাকৌশল অর্জন করেছেন। পরবর্তী সময় সরকারি চারুকলার মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের সময় শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন ধীরেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, অজয় ঘোষ, শুক্তিশুভা প্রধানকে। বর্তমানে তিনি ওই কলেজেরই ভারতীয় চিত্ররীতির বিভাগের প্রধান দায়িত্বে আছেন। টেম্পারা, ওয়াশ, স্বচ্ছ জল রঙ ও গুয়াশের কাজে তিনি সমান পারদর্শী। তার টেম্পারা কাজ ওয়াশে করা ছবিগুলির মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বার করে যথেষ্ট কষ্ট সাধ্য। তার ছবির পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় অবলম্বনে রচিত। এছাড়া তিনি বৌদ্ধ, রাম, কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ নিয়েও ছবি করেছেন। শিব–পার্বতী, রাধা–কৃষ্ণের মতো স্বর্গীয় যুগলের এক অসামান্য ছবি তিনি তার চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। বুদ্ধ–সুজাতার ছবিতেও তার সৃষ্টির শীলতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে একটি হল হরিদ্বারের কনখলে আন্দময়ী মায়ের বাড়ির মিউজিয়ামের জন্য তিনি আন্দময়ী মায়ের ৬০টি ছবি তিনি সমাপ্ত করেছেন। অপরটি বারো খন্ডে রচিত শ্রীমৎভগবত গীতার সব ছবি তিনি এঁকেছেন। যেখানে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন রূপের অসামান্য চিত্রাবলী রচনা করেছেন। তাঁর ছবির মাধ্যমে শিল্প রসিক ও শিল্প বোদ্ধারা ভারতীয় চিত্ররীতির ছবিতে এক নতুন আলো দেখাতে পারছেন। তাঁর ছবির মধ্যে নীরব চোখের যে একটা ভাষা আছে সেটা তিনি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শুধু ছবি, ছবি নয় হৃদয়ের আকুলতার একটা প্রাণ খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতীয় শিল্পের নিজস্ব বৈশিষ্টকে বজায় রেখে মনের ভাবকে নিখুঁত ভাবে প্রকাশ করেছেন। আশা করি আগামী দিন শিল্পীর আরও ভালো কাজ দেখব।

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেহালা '৩'–এর পল্লি আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় গত ২৮ অক্টোবর সন্ধ্যাবেলায় মাধব হালদার রোড স্থিত পাড়ায় জলসার আয়োজনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন অমল দেব। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন সৌজন্যা মুখোপাধ্যায়। কালীকাস্তুতি নৃত্য পরিবেশন করেন মধুরিমা প্রমাণিক। এরপর একে একে আবৃত্তি, নৃত্য, গীত পরিবেশিত হয়। তারপর শিশু শিল্পীরা সুকুমার রায়ের নাটক 'পেটুক' মঞ্চস্থ করে। সুজিত চক্রবর্তী, সৃজিতা চক্রবর্তী, অর্ণব পাল, মৌপ্রিয়া প্রমাণিকের অভিনয়ের প্রশংসা কুড়িয়ে নেয়। আরও একটি শ্রুতিনাটক অংশগ্রহণ করেন। অভিজিৎ সাধুখাঁ, ঝুমা সাধুখাঁ, সৌপ্তিক ঘোষ, সৌজন্যা রায়, বাউলের ভূমিকায় আদৃত সিং। আরও কিছু আধুনিক মনোজ্ঞ নৃত্য 'নাগারা সঙ্গ ঢোল বাজে' প্রদর্শন করেন মধুরিমা প্রমাণিক, মৌপ্রিয়া প্রামাণিক, মধুমিতা দাস ও সুস্মিতা দাস। আরও অনেকে নৃত্য পরিবেশন করে অন্তরদীপ হাজরা, তৃষা শিখে, প্রিয়াঙ্কা সরকার, তুহীনা সরকার। আধুনিক সঙ্গীত পরিবেশিত হয় অংশগ্রহণে সোমা মান্না। আশিস মজুমদার, মিস প্রিয়াঙ্কা, কুমার সঞ্জয়, কুমার সাগর। ঘোষণায় ছিলেন যীশু সরদার সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব ছিলেন তারক সিং, অভিষেক চ্যাটার্জি, অলোক মজুমদার।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

পৃথিবী, কাঁদছ তুমি?

(শক্তিপ্রসাদ রায়শর্মার কাব্যগ্রন্থ, প্রিয়শিল্প প্রকাশন / মুল্য ৫০ টাঃ) – প্রবীণ এই কবির দ্বাদশ–তম কাব্য সংকলন। কবির চোখে পৃথিবীর অসুখ ধরা পড়েছে। কেবল মানুষের বেদনাই নয়, এই বিশ্বের মনুষ্যেতর সকল প্রাণী–পতঙ্গের জন্যেও তাঁর মমতা সর্বত্রগামী। সেই প্রসঙ্গে পরিবেশ–এর কথাও উঠে এসেছে অনেকগুলি কবিতায়। মানুষে–মানুষে সম্পর্কের হানাহানি, নীচতা, কলহ–কোন্দল কে আক্রমণ করেছেন তীব্র ভাষায়। অবক্ষয়ের নির্মম চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন লাইনে লাইনে। কবিতাগুলির কাব্যগুণের চেয়ে, বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা অনেক বেশী করে পাঠকদের মনে অভিঘাত সৃষ্টি করবে। কবিতাগুলির নীচে রচনা কালের উল্লেখ কি আলাদা কোনও ব্যঞ্জনা আনে কিনা বোঝা গেল না।

লক্ষ্যভেদ

(সুনীল গুহ–র কাব্য–সংকলন / বলাকা প্রকাশনী, কলকাতা–৮২ / মূল্য ৬০ টাঃ) – সুনীল বাবুর কবিতার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তারা হতাশ হবেন না। লেখকের এই পঞ্চম গ্রন্থ–টি মেজাজে ও অবয়বে বিদ্রোহী, নিয়ম ভাঙার দিকে অকুতোভয়। কেননা কাব্য–সংকলনের প্রথাসিদ্ধ পথে না হেঁটে উনি একই মলাটের মধ্যে বাংলা বানান–বিধি নিয়ামক রূপে বাংলা আকাদেমি–বন্দনা সেরে ফেলেছেন, তথাকথিত বড়–দের জন্য একগুচ্ছ কবিতা সংকলিত করেছেন, রেখেছেন কিছু রম্য ছড়া (রম্যতা ছাড়া ছড়া হয় কি !), কিছু অণু কবিতা, এমনকি কি কয়েকটি গান–ও! সমাজের অবক্ষয় কবির হৃদয়ে রক্ত ঝরায়, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিও তাঁকে বিচলিত করে (চা শ্রমিক, কাঙ্গাল–কাণ্ড ইত্যাদি)। কিন্তু কিছু কবিতায় কবি–র ক্রোধ প্রকট হয়েছে। কবিদের ক্রোধ নতুন কিছু নয়, তবে তার লক্ষ্য কারা সেই নিয়ে ধন্দের অকাশ থেকেই গেল। আমি স্বভাবসিদ্ধ মিতভাষী ....উদ্গীরণ দেখনি তুমি / যখন তখন জেগে উঠতে পারি ..(আকাশ বলাকা হাসে অট্টহাসি) কিংবা আমি বলি ওহে ছাগ–বন্ধু ..(অথ ছাগ বন্ধু কথা) ইত্যাদি কবিতায় কাকে উদ্দেশ্য করে আস্তিন গুটাতে চাইছেন কিংবা ঘাস–চিবানোর পরামর্শ দিচ্ছেন তা পরিস্কার নয়! সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে বিদ্রুপ–বিদ্বেষ প্রকাশ করা আদৌ রুচিশীল কিনা সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

শব্দকিরণ

(সম্পাদক – সমরজিত চক্রবর্তী / শারদ ১৪২৩) – বিনয় ভড়ের দুরন্ত প্রচ্ছদ দশম বর্ষের শব্দকিরণের মর্যাদা বাড়িয়েছে। অংশুপ্রতিম দে, বিনয় ভড়ের গল্প গুলি দাগ কাটে। অংশুপ্রতিম গল্পের নাম রিটার্ন লিখেছেন, বাংলায় কি উপযুক্ত প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া গেল না, বাংলা সাহিত্য চর্চায় এ কেমন ধারা নমুনা! সমরজিত চক্রবর্তীর ধারাবাহিক নিবন্ধটি ((বাকসা) পরিশ্রমজাত, তবে পাঠকদের স্মৃতির উপর এর চাপ ফেলে। ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের নিবন্ধ–টি আরও একটু বিস্তৃত হলে এবং সেই সঙ্গে ইংরাজী উদ্ধৃতির বাংলা তর্জমা লেখাটিকে সহজবোধ্য করে তুলত। সুকুমার মণ্ডলের গল্পে ফের তুমুল হাসির হররা (দাঁত থাকতে)। কবিতা পর্বে বিকাশ দাস, বল্লরী সেন, বিদিশা সরকার, ঋজুরেখ চক্রবর্তীমৃদুল দাশগুপ্ত, বিধান সাহা প্রমুখ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন। (পত্রিকার ঠিকানা – গ্রাম– আদান, পোঃ জনাই, জেলা হুগলী – 712304। e.mail sabdokiron@rediffmail.com or sjitchakraborty2010@gmail.com / Phone 9433177931 / 9836641183)

কচিকাঁচা সবুজসাথী

(যুগ্ম সম্পাদক – দেবাশীষ রায়শর্মা ও বিধান সাহা / শারদীয়া ১৪২৩) স্বপন কুমার হালদার, প্রদীপ গুপ্ত, কল্পনা সেন প্রমুখ মনোগ্রাহী গল্প উপহার দিয়েছেন। ছড়া কবিতায় ভরিয়ে দিয়েছেন মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য, সুব্রত সুন্দর জানা, মৃত্যুঞ্জয় হালদার, শৈলেন্দ্র হালদার, সুবিমল মাইতি, অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় ও সুনির্মল চক্রবর্তী প্রমুখেরা। প্রয়াত শিশু সাহিত্যিক বিমল মুখোপাধ্যায়–প্রতিষ্ঠিত কচিকাঁচা সবুজসাথীরর জয়যাত্রা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, এটাই লিটল ম্যাগাজিন জগতের পরম পাওনা। (পত্রিকার ঠিকানা – ৮৯এ, জজবাগান, হরিদেবপুর, কল–৭০০০৮২)

আকাশ বলাকা

(সম্পাদক – সুনীল গুহ / শারদ ১৪২৩) – তৃতীয় বছরে আকাশ বলাকা পাখা মেলেছে। প্রচ্ছদ মানানসই। অণু গল্প দুটি (শাহার–উল–ইসলাম ও জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়) মরমী। তেনালী রামার কথা লিখেছেন সুকুমার মণ্ডল, সেই সঙ্গে তেনালী রামার কিছু মজার ঘটনাও পাওয়া গেল। দ্বিতীয় রম্য রচনা–টি (সত্য সেলুকাস ...বিজন চন্দ) মাঝে মাঝে শালীনতার লক্ষ্মণ–রেখা ভেঙেছে। বাসে বায়ু–ত্যাগের প্রসঙ্গ উল্লেখ কুরুচিকর। বাংলাদেশে ভাষা–আন্দোলনের কথা লিখেছেন স্বয়ং সম্পাদক। তবে স্বাধীন ভারতে আসামের কাছাড় জেলার ভাষা–শহীদদের কথা প্রচার করতে কিসের বাধা, তা বোঝা গেল না। কবিতা অংশে কৃষ্ণা বসু, রত্নেশ্বর হাজরা ও মৃণাল বসু চৌধুরী এই তিন নক্ষত্র জমিয়ে দিয়েছেন। এছাড়াও বিনয় দত্ত, বসুমিত্র দত্ত, বিশ্বনাথ প্রামাণিক, জয়ন্ত দত্ত, শেফালী সরকার প্রমুখ ভালো কবিতার নমুনা রাখতে পেরেছেন। শেষ পর্বে চিঠিপত্র ছাপা হয়েছে কিন্তু কৌতুকীরা উধাও! (পত্রিকার ঠিকানা – গীতাঞ্জলী, বি–২, রবীন্দ্র আবাসন, ২১০৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা – ৭০০ ০৮২ / ফোন – 9088818335)

শুভ প্রত্যাশা

(সম্পাদক – বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার / শারদ ১৪২৩) ছিমছাম পত্রিকাটি আয়তনে বাড়েনি কিন্তু ষোলটি বছর টঁকে আছে এটাই তো ভরসার কথা। প্রচ্ছদ–চিত্র সুন্দর যদিচ শিল্পীর নামোল্লেখ নেই । কবিতায় মধুছন্দা, অনিন্দিতা সেন, দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরূপ চক্রবর্তী, উদয় চক্রবর্তী, প্রদীপ গুপ্ত, শেফালী সরকার, মৃত্তিকা মুখার্জী চট্টোপাধ্যায় নিজেদের জাত চেনাতে পেরেছেন। কয়েকজন কবির একাধিক কবিতা এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছাপা হয়েছে, যা রচনা বিন্যাসের শৃঙ্খলার পরিপন্থী। সৌমেন চক্রবর্তীর অণু গল্পটি ভালো তবে বহু ব্যবহৃত পদ্ধতি। প্রদীপ চক্রবর্তী নিবন্ধটির (মহাশ্বেতা দেবীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ) শিরোনামে ইংরাজী শব্দ (সানসেট) কেন ব্যবহার করলেন বোঝা গেল না। সূর্যাস্ত শব্দ–টি একেবারেই অচল! সুকুমার মণ্ডলের গল্পের (সুরা ডুবি) একেবারে শেষে হাসির ফুলঝুরিটা জ্বলে ওঠে। (পত্রিকার ঠিকানা – ১/৭০ শ্রীকলোনী, কলকাতা–৭০০০৯২ / 9830929352)

তারুণ্য

(সম্পাদক – সুকুমার মণ্ডল / ৩০ বর্ষের শারদ সংখ্যা ১৪২৩) – ধাতু–নির্মিত দুর্গা–প্রতিমার রঙীন প্রচ্ছদ রুচির পরিচয় দেয়। মাত্র ৫৬ পাতার পরিসরে ১০৬ জন লেখকের জায়গা হয়েছে। এবারের শীর্ষ রতনার বিষয় ছিল ধর্মান্ধতা। ধর্মের গোঁড়ামি ও মানুষের প্রকৃত ধর্ম কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে লিখেছেন ডঃ অশোক কুমার ভট্টাচার্য, ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী, ডঃ অনিমেষ চট্টোপাধ্যায়, রামচন্দ্র ধাড়া, অনন্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ। সাতটি গল্পের প্রতিটিই রসোত্তীর্ণ ও ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের, যা বড় একটা ঘটে না। তারাশঙ্কর দত্ত, প্রদীপ গুপ্ত, পিয়ালী গাঙ্গুলী, শেফালী সরকার ও সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। অরুণ কুমার মান্না, বাসবদত্তা চৌধুরী, অর্চনা ঘোষ, প্রদীপ সাহা, নরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, পার্থসারথি সরকার, সুনীল ঘোষ, শর্মিলা ঘোষ, তাপস মাইতি, সুশান্ত সেন, নবকুমার, ভীম ঘোষ, বিকাশ চন্দ্র দাস, শাশ্বতী সরকার, ডঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস প্রমুখ ভালো কবিতা ও ছড়া উপহার দিয়েছেন। (পত্রিকার ঠিকানা ৩২০, ব্যানার্জী পাড়া রোড, পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা– ৭০০ ০৪১ / 9903835611)

নব উদ্দীপন

(সম্পাদক – নিত্যানন্দ দাস / শারদ ১৪২৩) ছিমছাম সংখ্যাটিতে কয়েকটি ভালো কবিতার খোঁজ পাওয়া গেল শিপ্রা গাইন, অমিত চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীময়ী চক্রবর্তী প্রমুখের কলম থেকে। ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের প্রতিবেদনটি আমাদের ঝাঁকুনি দেয়। ঋষিণ মিত্রের আলপচারিতার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। সম্পাদকের অণু গল্প (ফেসবুক) এ সময়ের কথা, সপ্রতিভ লেখা। নিত্যানন্দ বাবুর অন্য অণু গল্প–টি বিচিত্র অক্ষর–বিন্যাসের ফলে পাঠোদ্ধারে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। সম্পাদকের কলমে একটি কবিতাও রয়েছে। রয়েছে বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের বাসভূমিতে ভ্রমণের কথা, কিন্তু সেখানে স্থানীয় হোটেল–এ কি খেয়েছেন কিংবা তার মূল্যের কথা উল্লেখ কি খুব জরুরী! কবি দীনেশ দাশ–এর উপর সংক্ষিপ্ত নিবন্ধটিও লিখেছেন সম্পাদক । লেখক কি কম পড়িয়াছে! (পত্রিকার ঠিকানা – ৬৭, ত্রিপুরা রায় লেন, সালকিয়া, হাওড়া–৬ / 26650839)

সাহিত্য প্রতিশ্রুতি

(সম্পাদক – নিতাই মৃধা / শারদ ১৪২৩) পত্রিকাটি দ্বিতীয় বর্ষে পড়েছে, পাতার সংখ্যাও শতাধিক। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনা নিয়ে সুকমল ঘোষের নিবন্ধ ও বাংলার রস সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে রণধীরকুমার দে–র নিবন্ধ দুটি পত্রিকাটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। ছোট গল্প চারটির কোনটিই তেমন দাগ কাটতে সক্ষম হল না। প্রবীণ লেখক জয়ন্ত দত্ত–র গল্পটি (অন্তিম ইচ্ছা) শেষ পর্যন্ত বাঞ্ছিত চমক দিলো কি! ভাড়াটিয়াদের দখলদারী তো বহু পরিচিত ঘটনা, বর্তমান কাহিনীটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কিছু ব্যতিক্রমের ইঙ্গিত দিল না। দেবপ্রিয় দাশের ভ্রমণ–রচনাটি সুখপাঠ্য তবে এখনকারের ভ্রমণ কথার শর্ত (অর্থাত ট্রেন ও থাকার ব্যবস্থার ব্যাপারে কোনও তথ্য–ই পাঠকদের জন্য সাজিয়ে দেন নি) বোধহয় পুরোপুরি পালন করে নি। রত্নেশ্বর হাজরা, অজিত বাইরী, কৃষ্ণা বসু, রাণা চট্টোপাধ্যায়, অপূর্ব দত্ত, দীপ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত কবিদের পাশাপাশি ইলা দাস, সৌরীন চট্টোপাধ্যায়, তপন চট্টোপাধ্যায়, স্বপন বসু–রাও মুন্সীয়ানার ছাপ রেখেছেন। শরতচন্দ্রের দেবদাস অবলম্বনে নিতাই মৃধা–র অণু উপন্যাসের প্রয়াসটি কিন্তু নতুন কিছু ব্যঞ্জনা আনতে পারেনি। অতি–পরিচিত কোনও কাহিনীর পুনর্নির্মাণের চেষ্টার মধ্যে এক প্রকারের দৈন্য–ই প্রকট হয় না কি! দিগম্বর দাশগুপ্তের প্রচ্ছদ সুন্দর । (পত্রিকার ঠিকানা – অলকা অ্যাপার্টমেন্ট, ৬৬৪ বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি, কলকাতা–৭০০ ০৮৪ / 8621884501)

সায়াহ্নে

(সম্পাদক – বিনয় দত্ত / শারদ ২০১৬ সংখ্যা) – পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং নিজেদের মান সমোচ্চ মাত্রায় ধরে রেখেছেন, এটা অবশ্যই কৃতিত্বের। প্রচ্ছদ চিত্র বেশ মজাদার কিন্তু শিল্পীর নাম উল্লেখ নেই। ভালো কবিতা লিখেছেন ডঃ অশোক কুমার ভট্টাচার্য, বসুমিত্র দত্ত, স্বপন দাস, বিধান সাহা প্রমুখ। গদ্য অংশে সুব্রত ভট্টাচার্যের রম্য রচনা ও রমেশ সরকারের স্মৃতি কথা উপভোগ্য। শচীন কুমার চক্রবর্তীর ভ্রমণ–কথাটি কি একটি সংখ্যায় সমাপ্ত করা যেত না! সুকুমার মণ্ডলের গল্পটি অসাধারণ, আমাদের রোজকার ধর্ম–বিশ্বাসে এক নতুন তরঙ্গ তোলে। (পত্রিকার ঠিকানা – শঙ্কর আবাসন, ৪৪ স্কুল রোড, পোঃ পূর্ব পুটিয়ারী, কলকাতা –700093)

যুগ সাগ্নিক

(সম্পাদক – প্রদীপ গুপ্ত / চতুর্থ বর্ষের শারদ ১৪২৩ সংখ্যা) – চারটি পর্বে মোট ৩১টি ছোট গল্প রয়েছে। উল্লেখযোগ্য গল্প লিখেছেন বিনোদ ঘোষাল, আইভি চট্টোপাধ্যায়, রুখসানা কাজল, প্রদীপ গুপ্ত, সুকুমার মণ্ডল, পিয়ালী গাঙ্গুলী, শেফালী সরকার প্রমুখ। অনিন্দিতা মণ্ডলের গল্প বলার (রকিং চেয়ার) প্রয়াসটিতে পরিকল্পনার ছাপ রয়েছে। ডঃ অশোক কুমার ভট্টাচার্যের (ফিরে দেখা) প্রবন্ধটি মনোগ্রাহী। দেবপ্রিয় দে–র রচনাটি (দেবদেবীর বাহন ..) সুরম্য । কবিতার বিভাগও একাধিক। প্রথম পর্বে প্রতিষ্ঠিত কবিদের মধ্যে আশিস স্যান্যাল, রত্নেশ্বর হাজরা, মৃণাল বসুচৌধুরী, অজিত বাইরি, যশোধরা রায়চৌধুরী, আবদুস শুকুর খান, অমিত কাশ্যপ, সুশীল মণ্ডল, রাণা চট্টোপাধ্যায় নিজেদের জাত চিনিয়েছেন । এছাড়াও ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, মিঠু রাজবংশী, নবকুমার, পামেলা সুর, নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, উদয় চক্রবর্তী, শর্মিষ্ঠা ঘোষ, তারাশংকর দত্ত, নিতাই মৃধা, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়, ভীম ঘোষ, আরতি দে, মিনু প্রধান, স্বরূপ চক্রবর্তী প্রমুখেরা ভালো কবিতা ও ছড়া লিখেছেন। মুক্তিরাম মাইতি–র প্রচ্ছদ চমতকার । সব মিলিয়ে ৩৬৮ পাতার পত্রিকাটি জমজমাট। (পত্রিকার ঠিকানা – ২/৫৬এ, নেতাজী নগর, কলকাতা–৭০০০৯২ / 9051471075) পত্রিকার সংগ্রহ মুল্য বেড়ে হয়েছে ৫০ টাকা)।

প্রথম টেস্টের ধাক্কা সামলে

স্পিনিং ট্র্যাকে ইংরেজ বধের চেনা ফর্মুলায় টিম ইন্ডিয়া

অরিঞ্জয় মিত্র

ক্রিকেট খেলায় হার-জিত যেমন একটা চূড়ান্ত ফলাফলের বার্তাবাহী তেমনই আবার অনেকক্ষেত্রে ড্র করাটাও বেশ সম্মানের হয়ে দাঁড়ায়। মানে যেখানে বিপক্ষ রানের পাহাড় গড়ে তোলার পরেও তার পালটা দেওয়া সম্ভব হয় প্রতিপক্ষ দলের উদ্দীপক টিম সব কিছুর উর্দ্ধে। সৌরভ–মাহি–বিরাটের মাঝে বেশ কয়েকজন অধিনায়ক এসেছেন, গিয়েছেন। সেভাবে দাগ কাটতে পারেন নি। ভারত অধিনায়কের ব্যাটন হাতে কোহলি প্রতিটি মুহূর্তে বুঝিয়ে দিচ্ছেন তার দল সহজে হার স্বীকার করবে না। এই অদম্য মানসিকতাই এখন টিম বিরাটের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে। এর হাতে গরম নমুনাও ব্যাটিং লাইন আপ। তারা যেভাবে চাপের মুখে আউট হতে থাকত তাকে মিছিল করে ব্যাটসম্যানদের শোভাযাত্রা বলে বিদ্রুপ করা হত। আর বিদেশে গেলে তো কথাই নেই। হারের হারাকারি পর্ব চলত সেখানে। একমাত্র দেশের মাটিতে স্পিনিং ট্রাক তৈরি করে মহম্মদ আজহারুদ্দিন কয়েকটা হাতে গোনা জয় এনে দিতে পেরেছিলেন। যদিও ভরসা জোগাচ্ছে রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, ঋদ্ধিমান সাহারা। তার ওপর ইংল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের এই সিরিজ কিন্তু লম্বা। ৫ ম্যাচের সিরিজে সবে প্রথম টেস্ট শেষ হল। ভারত নিঃসন্দেহে ম্যাচ বাঁচিয়ে অনেকটাই মনোবল সংগ্রহ করেছে। পাশাপাশি ইংল্যান্ড টেস্ট জিততে না পারলেও রুটদের লড়াই জোর প্রশংসা পেয়েছে ক্রিকেট মহলে। ইংরেজদের বাঁধতে চাইছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। সেটাই কতটা সাফল্যে পথে এগোবে তার প্রমাণ মিলবে আগামী কয়েক দিন থেকেই। পরের টেস্টগুলিতে ইংল্যান্ড তাদের সফলতার ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারে কি না এটার দিকে যেমন চোখ থাকবে সকলের তেমনই ক্রিকেট বিশ্ব মাপতে থাকবে বর্তমান নম্বর ওয়ান ভারত কতটা সাফল্য পায় সেদিকেও। বিশাখাপত্তনমের দ্বিতীয় টেস্ট খুব সম্ভবত খালি হাতে ফেরাবে না ভারতকে। বরং প্রথম টেস্টের চাপের পরিধি কাটিয়ে এই টেস্ট জিতে অনেকটাই সহজ জায়গায় চলে যেতে পারে ভারত। একটা ম্যাচে ইংল্যান্ড খুব ভালো খেলেছে এই যুক্তি সামনে তুলে ধরা যেতেই পারে। সেই ব্যাড প্যাচ কাটিয়ে তাই এক ফুরফুরে ভারতকে প্রত্যক্ষ করতে পারছে ভারতবাসী। বলাবাহুল্য জোড়া সেঞ্চুরি দিয়ে এই টেস্টে ইংল্যান্ড বধের নকশাও সম্পন্ন। চেতেশ্বর পূজারা গত টেস্টের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে যেমন শতরান পেলেন তেমনই অধিনায়ক ফের আরও একটি সেঞ্চুরির লক্ষ্যে সফল হলেন। যেভাবে ভারত এই টেস্ট থেকে ফের জয়ের রসদ জোগার করে নিল তাতে বাকি সিরিজে তিরঙ্গার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার সম্ভাবনা জোরদার। অথচ প্রথম টেস্টের রেশ ধরে রেখে (রাজকোট টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে বড় টার্গেটের সামনে ঝপাঝপ ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা যেভাবে ভেঙে পড়েন) ভাইজাগেও ইংরেজ বোলারদের দাপটে প্রথম এক –দেড় ঘন্টা কার্যত মিইয়ে গিয়েছিল ভারত। সেখান থেকেই পূজারা–কোহলির জুটি দলকে ভালো জায়গায় নিয়ে যান। বস্তুত বিরাট প্রমাণ করেছেন তিনি দরকারে তাঁর আক্রমণাত্মক ভূমিকা খোলসে ধুকিয়ে নিতে পারেন দলের প্রয়োজনে। সেই অন্য কোহলিকে আমরা দেখেছি রাজকোটের প্রথম টেস্টে। দ্বিতীয় টেস্টে অবশ্য কোহলির শতরান বুঝিয়ে দিয়েছে অবস্থা বুঝে তিনি তাঁর ব্যাটিং গ্রিয়ার চেঞ্জ করতে পারেন। যে ইংরেজ বোলারদের তিনি রীতিমতো সমীহ করে খেললেন প্রথম টেস্টে তাদের কচুকাটাও করতেও দ্বিধা করেন না কোহলি। এটাই বোধহয় বিরাট বৈশিষ্ট। যার জেরে অনেকটাই অ্যাডভান্টেজ কুড়িয়ে নিতে সক্ষম হচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। যা আগামীর জ্বালানী হয়ে উঠবে নিঃসন্দেহে।

স্পিরিটের মাধ্যমে। এটাই সম্প্রতি করে দেখালো বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া। বিশেষ করে রাজকোটের মাটিতে প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড ৫৩৭ রান তোলার পর স্বাভাবিকভাবেই মনে হচ্ছিল ল্যাজে গোবরে হতে হবে ভারতীয় দলকে। এখানেই অন্য এক ভারতীয় দলকে দেখলাম আমরা। যারা বিপক্ষ বড় রান গড়লেও চ্যালেঞ্জ নিতে পিছপা হয় না। নয়া উদ্যমে ভরপুর এই অচেনা ভারতীয় দলকে অনেক দিন দেখা যায় নি। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ভারত অধিনায়ক হওয়ার পর ভারত বিদেশের মাটিতে লড়াই করতে শিখেছিল। এরপর সৌরভের তৈরি করা দলকেই আরও ঝাঁ চকচকে করে তোলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। মাহির উত্তরসূরী বিরাট কোহলি যেন আমরা দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়ে ক্যারিবিয়ান দলকে মুড়িয়ে দেওয়া, নিউজিল্যান্ডকে দেশের মাটিতে সব বিভাগে পরাজিত করা এবং সর্বোপরি ইংল্যান্ডের সঙ্গে প্রবল চাপের মুখে টেস্ট ড্র করা বুঝিয়ে দিচ্ছে সত্যি সত্যি ভারতীয় দলের 'সিনারিও' টা পালটে যাচ্ছে প্রভূত আকারে।

আগে যেটা হত তা হল বিপক্ষ যদি ভারতের বিরুদ্ধে বড় রান তুলত তা হলে ফলোঅন করে ভারত একেবারে বিশ্রি হারের সম্মুখীন হত। এটাই ছিল তখনকার রেওয়াজ। ৫০০ রান তো দূরের কথা, সাড়ে তিনশোর ওপর রান উঠলেই কেমন যেন থরহরি কম্প হয়ে উঠত ভারতের ভারতীয় ক্রিকেটের মনোবলটা ভেঙে গিয়েছিল এই আজহারের আমলেই বেটিং কেলেঙ্কারির মাধ্যমে। সেই খাদের ধার থেকে ভারতীয় দলকে টেনে তোলে সৌরভ। তার ওপর ইমারৎ তৈরি করেন ধোনি। বিরাট যেন সেখানেই এক মাল্টিস্টোরেড সুউচ্চ অট্টালিকা রচনা করছে।

নিজের ভাবভঙ্গি যেমন ডাকাবুকো প্রকৃতির ঠিক তেমন সাহসিকতায় ভরপুর হয়ে উঠেছে পুরো দলটাই। কে যে কবে খেলে দেবে কেউ জানে না। কখনও পূজারা কখনও বা রাহানে আবার কখনও জ্বলে উঠছে লোকেশ রাহুলের ব্যাট। বস্তুত বড় ইনিংসের ভিত তো এই গোড়ার দিককার ব্যাটসম্যানদের হাত ধরেই সম্পন্ন হচ্ছে। এর সঙ্গে প্রায়শই টিম ইন্ডিয়ার নিচের দিকে বলা যায় ইংল্যান্ড দল রীতিমতো তেতে রয়েছে জয়ের গন্ধ আস্বাদন করতে করতে। নৈতিক জয় তাদের হয়েছে বলেই মনে করছে ইংল্যান্ড। এমতাবস্থায় বিশাপত্তনমের দ্বিতীয় টেস্টে ভারত সেভাবে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। স্পিন ত্রয়ীর ওপর ভরসা রেখে ঘূর্ণি পিচ তৈরি করার পথেই নাকি হাঁটা হচ্ছে। আপাতত ইংল্যান্ডের কাছে এই খবর খানিকটা চিন্তার হলেও ইংরেজ স্পিনারদের ভেলকি ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা কতটা সামলাতে পারেন তা নিয়েও জোর চর্চা চলছে। এমনিতে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা বরাবর স্পিনের বিরুদ্ধে সফল। তাদের যাবতীয় সমস্যা শুধু বিদেশের গতিশীল পিচ নিয়ে। সেই স্পিনিং ট্র্যাকের বেড়াজালে সফরকারী

ফের মেসি ম্যাজিক

রবীন বিশ্বাস

প্রায় তলিয়ে যেতে যেতেই ফের ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাইংয়ের লড়াইয়ে ফিরে এল গতবারের রানার্স আর্জেন্টিনা। যাদের ছাড়া বিশ্বকাপ একরকম ভাবাই যায় না। শুধু আর্জেন্টিনা নয়, ব্রাজিল,জার্মানি, ইতালি, স্পেন, ফ্রান্সের মতো ফুটবল কুলীন দেশের অনুপস্থিতিতে ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল তার ঔজ্জ্বল্য অনেকাংশেই হারিয়ে ফেলবে। রুশ বিশ্বকাপের প্রাক্কালে যোগ্যতা নির্ণায়ক ম্যাচে মারাদোনার দেশের খারাপ পারফরমেন্স সেই দুঃশ্চিন্তা অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। তার ওপর কদিন আগেই চিরশত্রু ব্রাজিলের কাছে ০–৩ হার আর্জেন্টিয়ানদের মেজাজটাই মাটি করে দিয়েছিল। নেইমারদের দাপটের পাশে মেসিকে প্রায় খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না। যে মেসি অবসর ভেঙে ফিরে আসায় মনোবল তুঙ্গে উঠেছে আর্জেন্টনার। তাও ব্রাজিল ম্যাচে এই 'আপসেট' কিছুতেই মানা যাচ্ছিল না। এখানেই গোটা বিশ্ব ফের প্রত্যক্ষ করল মেসি–ম্যাজিক। যে কলম্বিয়ার কাছে লাতিন আমেরিকার জোড়া কাপ–ফাইনালে হারতে হয়েছিল আর্জেন্টিনাকে সেই একই দলকে ৩–০ উড়িয়ে দিল আর্জেন্টিনা। আর মেসিয়ান অ্যাটাকে ভরপুর আর্জেন্টাইনদের স্কিলের কাছে রীতিমতো শিশু মনে হচ্ছিল কলম্বিয়ানদের। ডি–মারিয়া, প্রাতোদের দিয়ে যেমন গোল করালেন তেমনই নিজেও গোল পেলেন মেসি।

অথচ কিছুদিন ধরেই মেসির বিরুদ্ধে একরকম সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। তাতে সামিল হয়েছিলেন অনেক প্রাক্তন আর্জেন্টাইন ফুটবলারও। এই নিন্দুকদের বলার সারবত্তা হল, 'মেসি বার্সালোনাতেই সুন্দর'। দেশের হয়ে তার পা নাকি কথা বলে না। এটা ঠিক বার্সার হয়ে অগণিত ট্রফি তিনি ঘরে তুলেছেন। যেখানে সতীর্থ হিসেবে পাশে পেয়েছেন নেইমার–সুয়ারেজদের। আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে তিনি যখন মাঠে নামছেন তখন তার পাশে ডি–মারিয়ার মতো তুলনামূলকভাবে অনেকটাই দ্বিতীয় শ্রেণির ফুটবলার। স্বাভাবিকভাবেই একক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এদের নিয়ে মেসি না জিতেছেন বিশ্বকাপ, না পেয়েছেন কোপা কাপ। এমনকী কোপা শতবার্ষিকী কাপেও তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। সর্বত্র আর্জেন্টিনা পেয়েছে রানার্সের শিরোপা। মারাদোনা যেবার বিশ্বকাপ জেতেন সেসময় তার পাশে ভালদানো–বুরুচাগারা বস্তুত আজকের ডি–মারিয়া প্রাতোর মতোই সাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন। অথচ এদের নিয়ে ডিয়েগো দেশকে বিশ্বকাপ এনে দিয়েছেন। মেসি যা পারেন নি। এই জায়গা থেকেই কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে যেন এক অন্য মেসির অভিষেক ঘটল।

সৌরভে লোকারণ্য রামপুরহাট

অভীক মিত্র : রামপুরহাট ক্রীড়া সংস্থার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ৫ নভেম্বর রামপুরহাট গাঁধি ময়দানে দুপুরে আসেন প্রাক্তণ ভারত অধিনায়ক সৌরব গঙ্গোপাধ্যায়। হাতের কাছে 'দাদা'কে দেখতে কচি থেকে বুড়ো উপচে পড়ে ভিড়। ছিল পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সৌরভের সঙ্গে মঞ্চে ছিল মন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক আবদুল রহমান, এসআরডিএ চেয়ারম্যান অনুব্রত মন্ডল, রামপুরহাট মহকুমাশাসক সুপ্রিয় দাস সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। দর্শকদের ভালো করে 'মহারাজ' দর্শনের জন্য গাঁধি ময়দানে আলাদা করে ২০ ফুট উচ্চতার স্টেজ করা হয়েছিল। বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায়ের সাংসদ তহবিলের টাকায় তৈরি মাল্টি জিম, মিনি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের এদিন শিলান্যাস করেন সিএবি–র প্রেসিডেন্ট সৌরগ গঙ্গোপাধ্যায়। স্টেজের পিছনে টিভিতে দেখানো হয় সৌরভের ক্রিকেট জীবনের তথ্য চিত্র। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পান নি হাঁসনের কংগ্রেস বিধায়ক মিলটন রশিদ। শনিবার (০৫/১১) দুপুরে সৌরভ দর্শনে লোকারণ্য রামপুরহাট।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে আমাদের নম্বর **৯০৬২২০১৯০৬**

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

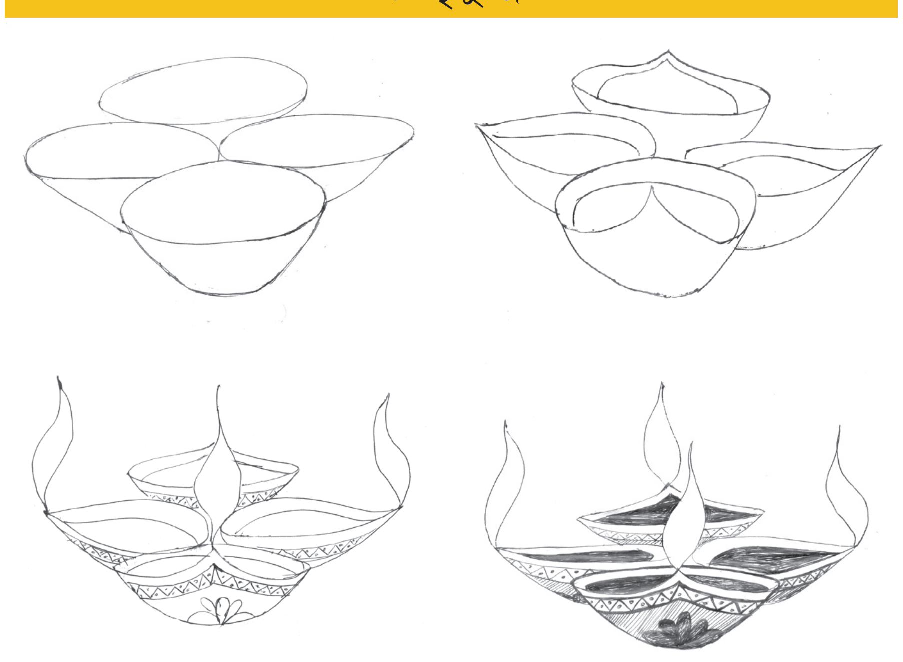

টেলিপ্যাথি

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

ভাবছিলাম তোমার কথাই
যখন তোমার ফোনটা এলো;
টুবি অর নট টুবি
নানা ভাবনা এলো মেলো।
আছ তুমি অনেক দূরে
ফোনটা পেয়ে তাই তো খুশি,
গাইছ তুমি একই সুরে
এরই নাম কি টেলিপ্যাথি?

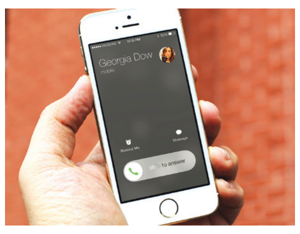

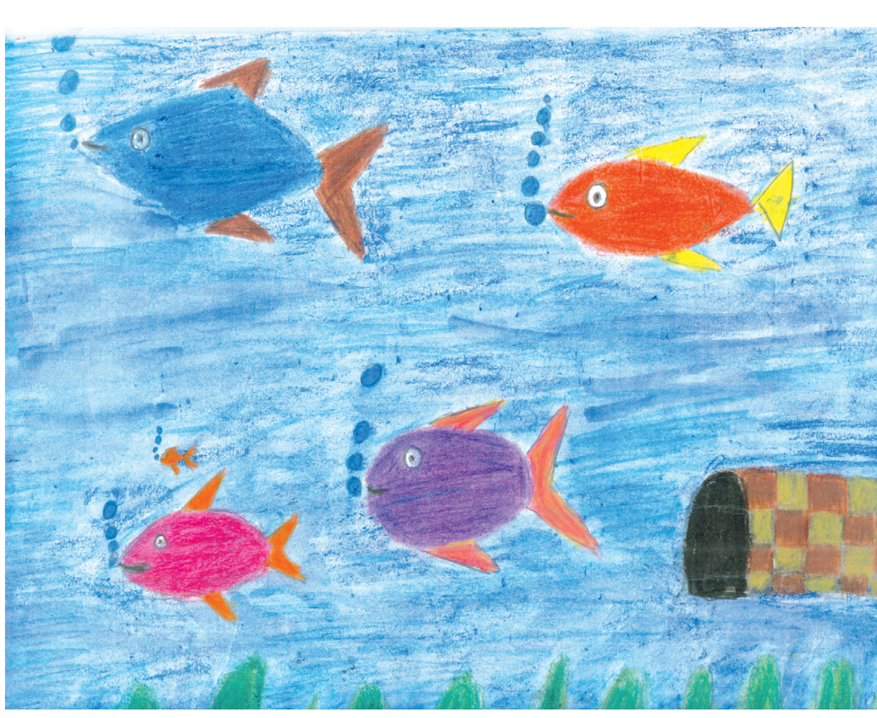

ঋত্বিকা বসু, তৃতীয় শ্রেণি, মহাদেবী বিড়লা ওয়ার্ল্ড এ্যাকাডেমী

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com